উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,২৭৬.০৭ (+৫০.১৫)

নিফটি : ২৫,৪৮২.৫০ (+৫৭.৮৫)

হামাসের হামলার নিন্দা মোদির ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩২° / ১৫°	৩২° / ১৪°	৩২° / ১৪°	২৭° / ১৬°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

কোটির বেশি নাম বাদ, শঙ্কা মমতার ৫

একশৃঙ্গ গন্ডারের ডেরা ও ডুয়ার্সের ফিশফিশানি অরণ্যের দিনরাত্রি ৮

শিলিগুড়ি ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 February 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 278

তারা সুন্দরীকে নিয়েও একদিন হইচই হবে

প্রিয় বালিশটাকে বাড়িতে ফেলেই নাটকের টানে শিলিগুড়িতে পাড়ি। নটী বিনোদিনীকে সরিয়ে রেখে মঞ্চায়নের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন তারা সুন্দরীকে। না-বলা অনেক কথা নিয়ে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর মুখোমুখি অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অমিতাভ কাঞ্জিলালের সঙ্গে তাঁর সেই প্রাণবন্ত আলাপচারিতার নির্যাস তুলে ধরলেন দীপ সাহা

ওই যে ক্ষিদ্দা বলেছিল, সাঁতার শিখবি? কোনি বলেছিল, আমি জানি। জানা আর শেখার মধ্যে তফাত আছে। আমি নিজের আনন্দেই কাজটা করি। এই আনন্দে কাজ করাটাই আমাকে মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছে, ফিরিয়ে এনেছে সেই শিকড়ের কাছে।

বাংলা নাটকের উন্মেষকালে অবহেলিত পাড়ার যে সমস্ত সারস্বত প্রতিভারা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে আলোকিত করেছিলেন, তারা সুন্দরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং সারদা দেবী নাকি বলেছিলেন, চৈতন্য ফিরলে তিনি তারা সুন্দরীকে রামকৃষ্ণের ভাবধারায় দীক্ষিত করবেন। অথচ মঞ্চে রং ছড়ানো এই মানবীই বাংলা নাট্য ইতিহাসে এক অবহেলিত 'চরিত্র' হয়ে রয়ে গিয়েছেন। সেই অবহেলাকে সরিয়েই 'তারা সুন্দরী'কে মঞ্চের আলোয় নিয়ে এসেছেন অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী। এবং তিনি বিশ্বাস করেন, নটী বিনোদিনীর মতো একদিন তারা সুন্দরীকে নিয়েও হইচই হবে। হবেই।

দীর্ঘ নয় বছর পর মঞ্চে ফেরা গার্গীর। অথচ এমন একটি বিস্মৃতপ্রায় চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন, যাকে অধিকাংশ দর্শকই চেনেন না। ঠিক এই চ্যালেঞ্জটাই নাকি নিতে চেয়েছিলেন বাংলা টেলিভিশন ও সিনেমার অতিপরিচিত মুখ গার্গী। তাঁর কথায়, 'ব্রাত্য বসুর সঙ্গে প্রথম কথা হয়েছিল। উনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন নটী বিনোদিনীকে নিয়ে কাজ করার। কিন্তু রাজি হইনি। তখনই আমি বলি তারা সুন্দরীর কথা। উজ্জ্বলদা মানে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় স্ক্রিপ্ট লেখেন। বহুবার সেটা বদলানো হয়, চরিত্রটাকে আরও নিখুঁত করার জন্য।'

গার্গী বিশ্বাস করেন, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। পুরোনো জিনিসকে নতুন মোড়কে মানুষের সামনে আনলে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। তিনি সেটাই করতে চেয়েছেন। উজ্জ্বল যখন প্রথম পাণ্ডুলিপি পড়েছিলেন, গার্গী তখনই চরিত্রটাকে

ছবি : সূত্রধর

দেখতে পেয়েছিলেন। তারা সুন্দরী মঞ্চে কীভাবে বসবেন, তাঁর পোশাক কী হবে- সবটাই তিনি সমসাময়িক করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, অভিনয়ের ফাঁকফোকরগুলো ভরাট করাই একজন

অভিনেতার কাজ। যেটা লেখা নেই, সেটাই অভিনয়, সেটাই ভাব।

তারা সুন্দরী চরিত্রটি বেছে নেওয়ার পেছনেও এক গভীর কারণ সামনে আনলেন গার্গী। তিনি মনে করেন, তারা সুন্দরী চরিত্রটি বড়ই অব্যবহৃত এবং অবহেলিত। অতি ব্যবহারে তানপুরার তার যেমন ছিঁড়ে যায়, অব্যবহারে তেমনই। তারা সুন্দরীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে তিনি ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, যিনি নাচতেন, গাইতেন, অভিনয় করতেন। তবুও তিনি ছিলেন অবহেলিত। এই জায়গাটাই গার্গীকে নাড়া দিয়েছে ভীষণভাবে।

গার্গী যখন কথাগুলি বলছেন, তাঁর চোখের কোণ, তাঁর বাচনভঙ্গিতে যেন ফুটে উঠছিল এক 'না রোখা' জেদি মেয়ের গল্প। ঠিক এই জায়গাতেই মোক্ষম প্রশ্ন করে বসলেন অমিতাভ। গার্গীর কাছে তাঁর গুগলি, কর্মক্ষেত্রে তিনিও কি নিজেকে কখনও অবহেলিত মনে করেছেন,

এরপর দশের পাতায়

প্রোমোটারের অবৈধ সেতু ভাঙল পুরনিগম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : এ যেন প্রোমোটাররাজের বাড়বাড়ন্তের চরম পর্যায়। না হলে প্রোমোটার নিজের নির্মাণকাজের সুবিধার জন্য শহরের রাস্তার ওপর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে লোহার সেতু বানিয়ে ফেলতে পারেন? তাও আবার শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার মতো ব্যস্ত এলাকায়? প্রশ্ন উঠছে, এভাবে সেতু নির্মাণের পরও কেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের চোখে বিষয়টি পড়ল না। বিপজ্জনক সেতুর বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর কেন পুরনিগমের ঘুম ভাঙল? নাকি সব জেনেও কারও স্বার্থে প্রোমোটারের তৈরি অবৈধ সেতু নির্মাণকে দেখেও না দেখার ভান করা হচ্ছিল? চাপে পড়ে অবৈধ সেতু পুরনিগম ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু এমন ঘটনায় শহরবাসীর মধ্যে সমালোচনার ঝড় উঠছে। বিরোধীরাও পুরনিগমকে নিশানা করতে কসুর করছে না।

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনে রাসবিহারী সরণিতে একটি ঠিকাদার সংস্থা আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। পুরনিগমের ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্তে রাসবিহারী সরণির ওপর দু'দিন আগেই লোহার সেতু তৈরি করেছে তারা। বুধবার সকালে বিষয়টি সামনে আসতেই শহরজুড়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক অভিযোগ করেন, 'পুরনিগমে বিষয়টি জানিয়েও কাজ হয়নি। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ৩ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন মিলি সিনহা কেন পদক্ষেপ করলেন না? উনি তো গোটা এলাকা ঘুরে বেড়ান। এত সাহস কী করে প্রোমোটার পান যে এমন সেতু বানিয়ে ফেলেন? এর পেছনে কি অন্য কোনও সেটিং-এর গল্প রয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

বিদেশি পর্যটকদের নিয়ে তিনধারিয়ার পাহাড়ি বাঁকে খেলনাগাড়ি। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

নামে শহর, পরিষেবায় গ্রাম

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার অধীন। নগরায়ণের ছোঁয়া পেলেও উন্নয়ন নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ৩৬ থেকে ৪০ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মানচিত্রে তাঁরা শিলিগুড়ি পুরনিগমের অংশ। অথচ জীবনযাত্রায় আজও যেন অন্ধকারেই পড়ে রয়েছেন শহরের সংযোজিত ৩৬ থেকে ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। পানীয় জলের জন্য হাহাকার, পিচ উঠে যাওয়া কঙ্কালসার রাস্তা আর নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য করা আবর্জনার স্তূপ- এই নিয়েই দিন কাটছে হাজার হাজার মানুষের।

৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপাড়ায় ঢুকলেই চোখে পড়বে ভাঙাচোরা রাস্তা আর উপচে পড়া নর্দমা। এলাকার বাসিন্দা সুব্রত সরকার ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমরা তো বঞ্চিত। কাউন্সিলারকে বারবার জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। রাস্তা আর ড্রেন না হওয়ায় জীবন দুর্বিষহ। আমরা শহরে থাকি না গ্রামে, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়।' পানীয় জলের আকাল এখানে নিত্যদিনের ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা সুদামা দেবীর আক্ষেপ, 'শহরে বাস করলেও নিয়মিত পানীয় জল পাই না।' একই সুর নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা রাধেশ্যাম ও শেফালি মণ্ডলের গলায়। তাঁদের দাবি, এলাকায় জলের কল থাকলেও পরিষেবা মেলে অনিয়মিত। যদিও এলাকার কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার সাফ জবাব, 'যা হয়নি তা ২০২৭ সালের আগে হবে না।'

বঞ্চনায় 'পিছিয়ে নেই' ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডও। ঘোগোমালি থেকে চয়নপাড়া- সর্বত্রই জলের সমস্যা প্রকট। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল বাতিক সরাসরিই বললেন, 'জল তো মাঝেমধ্যেই পাওয়া যায় না। বাড়ির উলটোদিকে ফাঁকা জায়গায় নোংরা পড়ে থাকে, দেখার কেউ নেই।' ঘোগোমালির অহীন্দ্র সাহার অভিযোগ আবার সকালের যানজট নিয়ে। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলোক ভক্ত চয়নপাড়ায় জলের সমস্যার কথা মেনে নিলেও তাঁর দাবি, বাকি সব জায়গায় সাফসাফাই নিয়মিত হয়।

৪০ নম্বর ওয়ার্ডে এখনও রাস্তাঘাট কাঁচা। পড়ে জঞ্জালও।

৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগরের বাসিন্দাদের আবার দিন কাটে ডাম্পারের গর্জনে আর আবর্জনার গন্ধে। ভরদুপুরে সুকান্তনগর এলাকায় রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাম্পার। আর্থমুভারের সাহায্যে তাতে রাস্তা থেকে আবর্জনা তোলা হচ্ছে। ফলত ওই পথ ধরে চলতে গিয়ে অনেকেই থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন নৃপেন্দ্রনাথ দাস বললেন, 'এলাকাটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। দুর্গন্ধ ছড়ায়, দেখার কেউ নেই। দুপুর হলে গাড়ি এসে আবর্জনা সরায়।' পালপাড়ার চন্দ্রা চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'কলে জল পড়লেও, তার গতি নেই। গরমকালে তো একবেলা জল বন্ধই হয়ে যায়।' সুকান্তনগরের জীবন সাহাও নিয়মিত জল না পাওয়ার অভিযোগে সরব। অন্যদিকে, উত্তমকুমার সরিণর রাস্তার কঙ্কালসার দশা নিয়ে সায়ন ঘোষ বলেন, 'রাস্তায় শুধু পাথরকুচি ছড়ানো, চলা দায়।' যদিও কাউন্সিলার দুলাল দত্তের আশ্বাস, 'রাস্তার ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। জলের সমস্যাও মিটে যাবে।'

৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির ছবিটা আরও ভয়াবহ। স্থানীয় শিপ্রা বণিক বলেন, 'দিনভর জল পাই না। রাত ১০টার পর জল মেলে। কখনও সকাল ৬টা আবার কখনও তারও আগে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়।'

এরপর দশের পাতায়

'জঙ্গির বাড়ি' দর্শনীয় স্থান, ফারুকের গ্রামে আতঙ্ক

আজাদ

মানিকচক, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মানিকচকের প্রাণকেন্দ্র ধরমপুর বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে গোপালপুর-বালুটোলার দিকে চলে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার পাকা রাস্তা। বেশিদূর নয়, সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার এগোলে, বালুটোলা পেরিয়েই আশিনটোলা। চাইলেই মেলে টোটো বা অন্য যাত্রীবাহী গাড়ি। সেই গ্রাম এমনিতে আড়েবহরে খুব বেশি বড় নয়। তবে, গত কয়েকদিন ধরে এই গ্রাম উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। ওই গ্রামেই বাড়ি উমর ফারুকের। এখন যেন তা রীতিমতো 'দর্শনীয় স্থান'।

গ্রামে ঢোকার পর খুঁজতে হবে মসজিদ। তার বাঁদিকের ঢালাই রাস্তা ধরে একটু এগোতে হবে। কয়েকটা বাড়ি পেরোলেই আবার একটা গলি। সেই গলির একেবারে শেষ মাথায় ফারুকের বাড়ি। মাটির গাঁথনি আর ইট দিয়ে বানানো একেবারেই সাদামাঠা সেই বাড়ি। ওপরে টালির ছাউনি। সামনের দিকে চিলতে বারান্দা। মাটি লেপা। ঘর মোটামুটি তিনটে। আর সেই ৩টে ঘরেই মাথা গোঁজেন ফারুকের বৃদ্ধ বাবা-মা, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান এবং তাঁর ভাই, ভাইয়ের বৌ ও তাঁদের এক সন্তান। এই নিতান্ত দরিদ্র বাড়ির সন্তান ফারুককেই জঙ্গি-যোগের সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। সেই খবর জানাজানি হওয়ার পর গত ৩ দিনে গ্রামের ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে।

সেই পরিবর্তনটা কীরকম? একে তো ফারুকের গ্রেপ্তারির খবর জানাজানি হওয়ার পর আশপাশের এলাকা থেকে অনেকেই খোঁজ নিতে আসছেন। কেউ কেউ দেখতে আসছেন ফারুকের গ্রাম, তাঁর বাড়ি। আর আরেকটা বড় পরিবর্তন এসেছে স্থানীয়দের হাবভাবে। গত সোমবারও তাঁরা রীতিমতো সরব ছিলেন। সাংবাদিক দেখলেই এগিয়ে আসছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানায় বেধড়ক মার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি : 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা' প্রচলিত এই কথার সাক্ষী হয়ে রইল ইসলামপুর। কারণ, পারিবারিক বিবাদে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদের নামে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইসলামপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। বর্তমানে মুসব্বার নামে ওই ব্যক্তি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে মুসব্বার বলছেন, 'আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে লকআপে ঢুকিয়েছিল। তারপর একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে পুলিশ।'

ইসলামপুর থানার খাস মারুয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা পেশায় টোটোচালক মুসব্বারের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের পারিবারিক বিবাদ চলছে। বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ মুসব্বারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। এরপর রাত ২টো নাগাদ তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ ছাড়ার আগে মুসব্বারকে পুলিশ বেধড়ক মারধর করে। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ইসলামপুর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পুলিশের এক আধিকারিক মুসাব্বারের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। লাঠি দিয়ে তাকে মারধর করা হয়। বুধবার তাঁর স্ত্রী সাহিন বেগম ইসলামপুর থানার আইসির কাছে দোষী পুলিশকর্মীদের শাস্তির দাবিতে এফআইআর দায়ের করেছেন। ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার বলেন, 'জেরার নামে মারধর হয়ে থাকলে তা সাংঘাতিক অপরাধ।' আইসি সুমিতকুমার বৈদ্য ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, 'তদন্ত করে এই মর্মে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

সাহিন বলেন, 'মঙ্গলবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ পুলিশ আমার স্বামীকে বাড়ি থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে তুলে নিয়ে যায়।

- মঙ্গলবার রাতে পুলিশ মুসব্বারকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে
- চারজন পুলিশকর্মী মিলে মুসব্বারকে পিটিয়েছে বলে অভিযোগ
- বর্তমানে মুসব্বার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

গভীর রাতে ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হলে বাড়ি পৌঁছানোর পর পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি আমরা জানতে পারি। চারজন পুলিশকর্মী মিলে আমার স্বামীকে পিটিয়েছে। আমি অভিযোগ জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, ইসলামপুর থানার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। কয়েক বছর আগে জেরার নামে থানায় মারধরের ঘটনায় শহরের এক তরুণের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।

এরপর দশের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মেঘের দেশে ডিজিটাল অফিস

আগে পর্যটনের ছক ছিল বাঁধা- সূর্যোদয় দেখা, ম্যাল রোডে ঘোরাঘুরি আর কিছু কেনাকাটা। কিন্তু ডিজিটাল যুগের যাযাবররা চেনা ছকটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ২৫ ফেব্রুয়ারি : গোধূলির আলো তখন ম্যালকে এক মায়াবী উৎসবে রাঙিয়ে দিয়েছে। ফোয়ারার কাছে একগুচ্ছ রংবাহারি বেলুন ঘিরে কচিকাঁচাদের হুটোপাটি যেন এক টুকরো চলমান রামধনু। কবি ভানুভক্তের মূর্তির সামনে সেলফিতে মেতেছেন নবীন থেকে প্রবীণ সকলেই। বাতাসে ভাসছে ঝলসানো ভুট্টার গন্ধ আর লেমন-টি ও কফির চেনা সুরেলা হাঁক। এরই মাঝে গরম পোশাকের দোকানে একদল মহিলার দরদামের মৃদু গুঞ্জন আর হাসির হিল্লোল এক জীবন্ত জলছবি তৈরি করেছে। খানিক দূরে দোতলার ক্যাফের এক কোণে বসে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন সল্টলেকের বছর তিরিশের তরুণ প্রদীপ্ত ধর। সামনে টেবিলে খোলা ল্যাপটপ, পাশে কফির কাপ আর স্যান্ডউইচ। আপন মনে কাজ করে যাচ্ছেন আর মাঝে ম্যালের দিকে তাকিয়ে থাকছেন।

মৃদুভাষি প্রদীপ্ত লন্ডনের একটি বেসরকারি সংস্থায় ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গ্রাফিকস ডিজাইনের কাজ করেন। তাঁর কাজের জন্য আলাদা অফিস দরকার নেই। ল্যাপটপ আর হাইস্পিড ইন্টারনেট হলে পছন্দের যে কোনও জায়গায় বসেই কাজ

করা যায়। ওই অনেকটা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর মতো ব্যাপার। বিশ্বজুড়ে প্রদীপ্তদের অবশ্য একটা পোশাকি নাম রয়েছে, 'ডিজিটাল নোম্যাড'। প্রদীপ্ত জানালেন, দার্জিলিংয়ে এক মাস থাকবেন। অফিসের কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে ফিরে যাবেন। কাজের জন্য মানসিক স্থিরতা দরকার, তাই পাহাড়ে এসেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শুধু প্রদীপ্ত একা নন, তাঁর মতো হাজারো ডিজিটাল নোম্যাড-এর পছন্দের জায়গা হয়ে উঠেছে বাঙালির প্রিয় শৈলশহরটি।

প্রদীপ্তদের দৌলতে পাহাড়ের গাম্ভীর্য এক নতুন বিবর্তনের সাক্ষী। যে শহরটিকে আমরা কুয়াশা আর ব্রিটিশ স্থাপত্যের ভিড়ে কেবল কয়েকদিনের ছুটি কাটানোর আস্তানা হিসেবে চিনতাম, সেই দার্জিলিং আজ নীরবে রূপান্তরিত হয়েছে এক বিশাল 'অফিস-কাম-হোম'-এ। পর্যটনের চিরাচরিত সংজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রদীপ্তর মতো পেশাদাররা আজ হিমালয়ের কোলকে বেছে নিচ্ছেন কর্মক্ষেত্র হিসেবে। শৈলরানি এখন মেঘেদের সঙ্গে ল্যাপটপ ভাগ করে নেওয়ার এক সৃজনশীল ঘরসংসার।

আগে পর্যটনের ছক ছিল বাঁধা- টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখা, ম্যাল রোডে ঘোরাঘুরি আর কিছু কেনাকাটা সেরে সমতলে ফেরা।

এরপর দশের পাতায়

রাস্তা নেই, শখের গাড়ি কাঁধে নিয়ে গ্রামে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ ফেব্রুয়ারি : গাড়িতে চেপে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় মানুষ। কিন্তু, মানুষের কাঁধে কি কখনও গাড়ি চাপতে পারে? সেই অসাধ্যকে বাস্তবে করে দেখালেন আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের চুনাভাটি গ্রামের বাসিন্দারা। রীতিমতো কাঁধে চার চাকা গাড়ি নিয়ে পাহাড়ি রাস্তার আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে পৌঁছে দেন পাহাড়ি গ্রামে।

বর্তমানে বিভিন্ন জায়গার উন্নতি হলেও চুনাভাটিতে পরিস্থিতি বদলায়নি। ভালো যাতায়াতের সুবিধা আজও তাঁদের কাছে অধরা। বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও সেই সমস্যা মেটেনি। সরকারি সহযোগিতা না পেয়ে চুনাভাটির বাসিন্দারা নিজেরাই রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। হাঁটা পথের রাস্তাকে নিজেরাই চওড়া করছেন। উদ্দেশ্য গাড়ি চলাচলের জন্যে উপযুক্ত রাস্তা তৈরি করা। গ্রামের সবাই সেই কাজে হাত লাগাচ্ছেন, শ্রম দিচ্ছেন স্বেচ্ছায়।

যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে গ্রামবাসীরা এতটাই মরিয়া যে, রাস্তার কাজ শেষ না হতেই তাঁরা টাকা জমিয়ে একটি পুরোনো গাড়ি কিনেছেন। গাড়িটি কিনতে প্রায় ৯০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। সেটিকেই মঙ্গলবার কাঁধে করে তাঁরা গ্রামে নিয়ে যান। গাড়ির ভার কমাতে ইঞ্জিন খুলে কয়েকজন কাঁধে নেন, আর গাড়ির বাকি যন্ত্রাংশ অন্যরা কাঁধে নেন।

প্রায় দেড় মাস আগে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন গ্রামবাসী। এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড় কিমি রাস্তার কাজ হয়েছে। তবে এখনও ৩ কিমি কাজ বাকি।

কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চার চাকার গাড়ি। চুনাভাটিতে।

আলিপুরদুয়ার সদর বা কালচিনি থেকে সহজে গাড়ি নিয়ে বক্সায় সান্তালাবাড়িতে যাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় পাঁচ কিমি পথ হেঁটে যেতে হয় চুনাভাটি। ওই গ্রামের বাসিন্দারা চাইছেন যাতে চুনাভাটি থেকে ডোলেচেন পর্যন্ত গাড়ি চলাচল করে।

তবে গাড়ি কেনা হলেও জটিলতা কাটছে না। চুনাভাটি সহ পাহাড়ের পুরো এলাকাই প্রায় বক্সা টাইগার রিজার্ভের আওতায় অন্তর্ভুক্ত। গ্রামবাসীরা যে রাস্তাটি বানাচ্ছেন, বন দপ্তরের থেকে সেটির অনুমতি দেওয়া হয়নি। এমনকি অনুমতি দেওয়া হয়নি গাড়ি চালানোরও।

গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল ডুকপা বলেন, 'বন দপ্তর রাস্তার কাজ আটকাতে চাইছে। তবে আমরা থামব না। রাস্তার কাজ হবেই। কেউ তো আমাদের সাহায্য করেনি। নিজেদেরই কাজ করতে হচ্ছে। রাস্তা না হলে জীবনযাত্রা সহজ হবে না।'

গাড়ির বিষয়ে রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনাম জ্যাংমো ডুকপা বলেন, 'ওই বিষয়টি আমিও শুনেছি। গ্রামবাসীরা নিজেরাই গাড়ি কিনে নিয়ে গিয়েছেন। রাস্তার কাজও শুরু করেছেন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

বক্সা দুয়ারের রেঞ্জ অফিসার বাপি বিশ্বাসকে কয়েকবার ফোন করা হলেও তাঁর উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে বনকর্তারা জানাচ্ছেন, এইভাবে কোনও জায়গায় রাস্তা তৈরি করা যায় না। সেজন্য বন দপ্তরের পোর্টালে আবেদন করতে হয়। একদিকে যখন বক্সায় বাঘ এনে ছাড়ার কথা বলা হচ্ছে, তখন যেই জায়গায় রাস্তা তৈরির অনুমতি নেই, সেখানে রাস্তা নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধীরে ধীরে কংক্রিটের জঙ্গলে ঘিরে ফেলা হচ্ছে কি না, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

হলং বাংলোর শিলান্যাস

মাদারিহাট, ২৫ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে সব জল্পনার অবসান হল। আগুনে পুড়ে যাওয়ার দীর্ঘ ২১ মাস পর অবশেষে হলং বনবাংলো পুনরায় নতুন রূপে তৈরির কাজ শুরু হবে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি কাজের শিলান্যাস করলেন। এদিন ভবানীপুরে জৈন ধর্মাবলম্বীদের একটি অনুষ্ঠান থেকে তিনি বিকাল সাড়ে চারটায় কাজটির শিলান্যাস করেন। এরজন্য ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ঠিকাদারের তরফে সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে হলং বনবাংলোর পুরোনো জায়গাটি টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান এব্যাপারে বলেছেন, 'আশা করছি দেড় বছরের মধ্যেই পুরো কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

এদিকে, শেষ অবধি কাজ শুরু হওয়ায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে জিপসি ওনার্স, অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের এজেন্সির সকলে। কারণ এই হলং বাংলোর আকর্ষণে প্রচুর পর্যটক জলদাপাড়ায় বেড়াতে আসেন। বিভাগীয় বনাধিকারিক জানিয়েছেন, আগের আদলে বন বাংলোটি তৈরি করা হলেও এবার দেওয়াল সহ অন্যান্য জায়গায় কাঠ ও কংক্রিট থাকবে। যাতে আগুন থেকে বাড়িটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

হলং বনবাংলোর প্রস্তাবিত স্থান।

নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** সি-এপি-আরডিএনএনডিজিটিএল২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট):** ০৫-০৩-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৫-০৩-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট :** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, ট্রিপ/দিন : ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টেশনের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে ৫৮টি স্টেশনের স্থানে নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, সংযুক্ত এলাকার বিবরণ অনুসারে।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৯-০২-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DDP/N-74/2025-26

e-Tenders for 3 (three) no. of works under Rural Roads-2025 invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for **NIT DDP/N-74/2025-26 is 10/03/2025** at 12.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

শ্রীলঙ্কার রামায়ণ গান এবার কুশমণ্ডিতে

কুশমণ্ডি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক রাজবংশী রামায়ণ উৎসব প্রথমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুশমণ্ডি ব্লকের দেউল পঞ্চায়েতের সব্দলপুর গ্রামে। দু'দিনের উৎসব চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ। সব্দলপুর গ্রাম কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের প্রথম দিন শ্রীলঙ্কার লোকশিল্পীরা মঞ্চস্থ করবেন রামায়ণ গান। লোকসংস্কৃতি গবেষক তথা মানিকচক কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গৌতম সরকার জানান, রামায়ণ গান দিনাজপুরের রাজবংশী সমাজের অন্যতম আঙ্গিক। রামায়ণ উৎসবে দিনাজপুরের শিল্পী ও সাধারণ মানুষের শ্রীলঙ্কার শিল্পীদের রামায়ণ গানের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হবে। এছাড়াও মঞ্চে মুখোশ নৃত্য, চণ্ডীয়ালা গান ও লক্ষ্মীয়ালা গান মঞ্চস্থ করবেন উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও শিলিগুড়ির লোকশিল্পীরা। প্রথম দিন মঞ্চে সংবর্ধনা জানানো হবে রাজবংশী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদক পদ্মশ্রীপ্রাপক নগেন্দ্রনাথ রায়কেও। স্থানীয় আয়োজক শংকর দাস বলেন, 'দু'-দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের দিকে তাকিয়ে আছে এলাকার সকলেই।'

দৌড় প্রতিযোগিতার ট্র্যাকে খুদে দিলবার হোসেন। -সংবাদচিত্র

হাতে ভর দিয়ে দৌড় শেষ করে নজরে খুদে

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : লগান সিনেমার সেই 'কাচরা'র কথা মনে আছে? যার ডান হাত প্রায় অকেজো। কিন্তু খেলার মাঠে সেই হাতের ভেলকিতে প্রতিপক্ষরা প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পর্দার ভেতরে এবং বাইরে দর্শকরা বেজায় খুশি। দৌড়ের ট্র্যাকে সাত বছরের বালক দিলবার হোসেনের দৌড় মনে করাল সেই কাচরা চরিত্রকে। তার দৌড় হতবাক করেছে সকলকে। তাইতো ফিনিশিং লাইন টার্চ করতেই দিলবারকে কোলে তুলে নেন সমগ্র শিক্ষা মিশনের এক আধিকারিক।

তিন বছর ধরে মালদা জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে জেলার বিশেষভাবে সক্ষম খুদেদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুধবার মালদা শহরের ফার্মের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এবারের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত জেলার ৩১টি সার্কেলের ৩০০ জন পড়ুয়া সেখানে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে মোট ১৮টি ইভেন্টে খেলা হয়। সবগুলিই ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতার অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগে অংশগ্রহণ করে দিলবার। এই বিভাগে অন্য যারা ছিল, তারা সকলেই দুই পায়ে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু দিলবার দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাঁটু ও হাতে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। এদিন সকলের সঙ্গে সেও দৌড়ে অংশগ্রহণ করে। দৌড় শুরু হওয়ার পর সকলেরই চোখ যায় দিলবারের দিকে। পেছনে পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ফিনিশিং লাইনে পৌঁছায় সে। দৌড় শেষ করতেই দিলবারকে কোলে তুলে নেন সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা কোঅর্ডিনেটর পঙ্কজকুমার দাস। তিনি বলেন, 'এমন আগ্রহ, ইচ্ছেশক্তি সত্যি প্রশংসনীয়। সকলের সঙ্গে মাঠে নেমে দৌড়েছে। খুব ভালো লাগল।'

দিলবার এদিন উপস্থিত সকলের মন জয় করে নেয়। পুরাতন মালদার মহিষবাথানি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক জামির হোসেনের একমাত্র ছেলে দিলবার। মা দিলযান খাতুন গৃহবধূ। জন্মের পর থেকেই দুই পায়ে সমস্যা দিলবারের। বর্তমানে মহিষবাথানি প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র। এদিন তাকে তার মা মাঠে নিয়ে আসেন। দিলযান বলেন, 'ছেলের ইচ্ছে খেলাধুলো করার। তাই নিয়ে এসেছি। আমাদের একমাত্র ছেলে। এইভাবেই চলাফেরা করে। সকলের সঙ্গে ওকে দৌড়ে অংশগ্রহণ করতে দেখে খুব ভালো লাগল।' অনেকেই এদিন দিলবারকে বাহবা দিতে আসেন দৌড় শেষে। কোলেও তুলে নেন বেশ কয়েকজন। মায়ের কোলে উঠে দিলবার বলে, 'খেলতে ভালো লাগে। খুব ভালো লাগল দৌড়াতে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৭০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৭০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড় থেকে হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুরাতন পিআরএস ভবনগুলিতে ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য লাইসেন্স

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড় এবং হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুরাতন পিআরএস ভবনগুলিতে ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং : CAPMSSHSAPRSCAN. একক দর :** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন :** ১৮২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট) :** ১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	শেষ তারিখ/সময়
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-এইচএসএ-পিআরকিওস্ক-২০-২৬-১ (বিবিধ-স্ট্যাটিক-পরিষেবা-প্রচারমূলক কিওস্ক)	১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:৩০ টায়।
এএ/২	এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআরকিওস্ক-১৯-২৪-১ (বিবিধ-স্ট্যাটিক-পরিষেবা-প্রচারমূলক কিওস্ক)	১৬-০৩-২০২৬ তারিখে ১৩:৪০ টায়।

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, এপিডিজে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নিউ আলিপুরদুয়ারে যন্ত্রচালিত পরিষ্কারকরণের ঠিকা

ডাক সংখ্যা. জিইএম/২০২৬/বি/৭০৮৫৯৪৬ **তারিখঃ** ১৯-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: **কাজের নামঃ** নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশন এবং ইহার চতুর্দিকের এলাকায় চার বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে যন্ত্রচালিত পরিষ্কারকরণের ঠিকা। **আনুমানিক ডাক রাশিঃ** ৪,১৪,৭৮,২৬৮/- টাকা। **বায়না রাশি জমাঃ** ৩,৫৭,৪০০/- টাকা। **ডাক সমাপ্তির তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৮.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৮.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের পৃষ্ঠভাগ এবং অন্তর্ভাগ অংশে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলের পৃষ্ঠভাগ এবং অন্তর্ভাগ অংশে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-ডিআরইএক্সটিইএনটি২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আইএনটি-১৩০০৩০-৫১১-২৩-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র)	রেল নং. ১৫৪৮৩/৮৪ এর অন্তর্ভাগে ভিনাইল রেপিং
এবি/১	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১৩০০৩০-২৩-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেন এক্সটেরিয়র (জানালার নিচে)	রেল নং. ১৫৪৮৩/৮৪ এর পৃষ্ঠভাগের জানালার নিচে ভিনাইল রেপিং

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৩-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় **এবং বন্ধ হবেঃ** ১২.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জল যোগানের জন্যে ভালভের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে **তারিখঃ** ২৩-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৪৫-এপি-III-২০২৫। **কাজের নামঃ** এসএসই/ডব্লিউ/এমবিজেডের অধীনের এডিইএন/এমবিজেড অধিক্ষেত্রের অধীনে এবং এসএসই/ডব্লিউ/হাসিমারার অধীনের এডিইএন/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ১২ মাসের জন্যে আইরন রিমোভেল প্লান্ট এবং ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেটরের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্টেশন এবং কলোনিতে জল যোগানের জন্যে ভালভের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৯৪,৩০,৫৫৪.৮৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৮৮,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ ১৬-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Employment Notice

Application in prescribed format is hereby invited for filling up the following posts purely contractual basis for Eklavya Model Residential School (EMRS), Nagrakata, Jalpaiguri.

Sl. No.	Name of the Post	No. of Vacancy	Essential Educational Qualifications
1	Guest Teacher (History)	01	Post-Graduate in History with B.Ed
2	Guest Teacher (Economics)	01	Post-Graduate Economics with B.Ed
3	Guest Teacher (Mathematics)	01	Post-Graduate Mathematics with B.Ed

Last date of submitting applications 6th March 2026 up to the 5:00 P.M. through Speed Post / Register Post / By hand at the Project Officer cum District Welfare Officer, BCW & TD Department, (Near DRDC Office) Hakimpara, Shibaji Road, Jalpaiguri.
For details, please visit **www.jalpaiguri.gov.in**

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
BCW & TD Department, Jalpaiguri
&
Member-Secretary
P.B.A.K.O.S., Jalpaiguri Committee

হোলী বিশেষ রেল

হোলী ২০২৬ এর সময়ে যাত্রীগণের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে, নিম্নলিখিত হোলী বিশেষ রেল (টিওডি) চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে অনুসারে হবে:

রেল নং ০৫৭৪১
কিশনগঞ্জ থেকে ০৫-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে ২৬-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার) ট্রিপস = ০৪ টি

রেল নং ০৫৭৪২
লালকুয়া থেকে ০৬-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে ২৭-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (শুক্রবার) ট্রিপস = ০৪ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
বৃহস্পতিবার	---	০৮.৩০	কিশনগঞ্জ	০২.০০	---	রবিবার
	০৯.০০	০৯.০২	আলুয়াবাড়ি রোড	০০.৪৫	০০.৪৭	
	০৯.২৫	০৯.৫০	ঠাকুরগঞ্জ	২৩.৫৫	০০.২০	শনিবার
	১২.০২	১২.০৪	আররিয়া	২১.৩৫	২১.৩৭	
	১২.৪০	১২.৪৫	ফরবেসগঞ্জ	২১.১০	২১.১৫	
	১৯.০০	১৯.০৫	সীতামড়ি জংশন	১৫.০৫	১৫.১০	
শুক্রবার	০২.৪৫	০২.৫৫	গোরখপুর জংশন	০৯.১৫	০৯.২৫	
	০৯.১০	০৯.১৫	সীতাপুর জংশন	০২.৫০	০২.৫৫	
	১৫.৪০	---	লালকুয়া জংশন	---	২০.৪০	শুক্রবার

গঠনঃ এসি -৩ টায়ার (একটি), স্লীপার শ্রেণী (সাতটি), এসি-৩ টায়ার ইকোনমী (চারটি), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (চারটি), লাগেজ ভ্যান- (একটি), এলএসএলআরডি (একটি) = ১৮ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: দলিতগ্রাম, রায়োপুর, বক্সারপুর, শিভ, রক্সৌল জংশন, নরকটিয়াগঞ্জ জংশন, কপ্তানগঞ্জ জংশন, গোণ্ডা জংশন, মৈলানি জংশন এবং ভোজিপুরা জংশন।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২৬-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-২৬-২৫-২৬, **কাজের নামঃ** সেকশন নিউ কোচবিহার-চাঁপাগুড়ির অধীনে ব্রিজ নং. ৯৫, সেকশন নিউ কোচবিহার-মারাডাঙ্গার অধীনে ব্রিজ নং. ১২৬, সেকশন মাদারিহাট-হাসিমারার অধীনে ব্রিজ নং. ২২৭, সেকশন আলিপুরদুয়ার জংশন-সামুকতলা রোডের অধীনে কেএম ১৭৬/০৭-০৮ -এ আরওবি, সেকশন হাসিমারা-কালচিনির অধীনে ব্রিজ নং. ২৪২ এবং নিউ মাল জংশন-চালসা জংশনের অধীনে ব্রিজ নং. ১৩২-এ উচ্চ ভোল্টেজ কম্পোজিট ইনসুলেশন কোটিং-এর ব্যবস্থা, যা ওএলএস স্থানে (ফেজ-II) সীমাবদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্লিয়ারেন্স ২৫ কেভি ওএইচই-এর জন্য উপযুক্ত। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৭,০৫,৮৭,৬৫০ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৫,০২,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Bikash Goyel আমার জন্ম শংসাপত্রে ভুল থাকায় গত 13.02.2026 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Bikash Goyel এবং Sarban Goyel এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/120817)

এতদ্বারা শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 24-02-26 তারিখে Md Kahinur ও Kahinur Mohammad এবং তার বাবা Md Suleman ও Mohammad Tasiruddin একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113714)

এতদ্বারা শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 24-02-26 তারিখে Md Kahinur ও Kahinur Mohammad এবং তার বাবা Md Suleman ও Mohammad Tasiruddin একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/113714)

আধার কার্ডে (982007027464) আমার নাম Amlan Jyoti Sarkar থাকায় গত 17-02-26 Ld. J.M., 1st ক্লাস সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমি Amlan Jyoti Sarkar থেকে Amlyanjyoti Sarkar নামে পরিচিত হলাম। Amlyanjyoti Sarkar, পিতা-তপন সরকার, ২ নং কালিঘাট রোড, পো:-গুড়িয়াহাটি, থানা-কোতয়ালী, জেলা-কোচবিহার।

আমি, Subendar Alfred Kerketta আমার আধার কার্ডে আমার নাম এবং বাবার ভুল থাকায় গত 24/02/26 তারিখে শিলিগুড়ি 1st ক্লাস 4th কোর্টে J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Subedar Alfred Kerketta থেকে Subendar Alfred Kerketta ও (বাবা) Thopil Kerketta থেকে Theophil Kerketta নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/120933)

I, Naimuddin Mia, S/o. Sajjad Ali, residing at vill- Bahannakuri, P.O- Duisatabighi, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda- 732201, (W.B) declare that myself Naimuddin Mia & Ali Naosad is the same & one identical Person and my father Sajjad Ali and Sajjad is the same & one identical person vide affidavit (No- 2020/53) Sworn before the Executive Magistrate, Malda, Dated- 10.02.2026. (C/115471)

কিডনি চাই

আমার AB+ কিডনি আবশ্যক। যে কোনও ব্লাড গ্রুপের কিডনিদাতা ইচ্ছুক হলে অভিভাবক ও যথাযথ প্রমাণপত্র সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 94751 38534, 89678 65968. (C/119583)

জ্যোতিষ

বশীকরণ সম্পত্তি গুপ্তশত্রু বিচ্ছেদ মাঙ্গলিক মারণদোষ কাটাতে জ্যোতিষী বাবুদাকে ফোন করুন। ২৮/০২ ও ০১/০৩ শিলিগুড়িতে : 7044304585 / 9163736098. (K)

কর্মখালি

A teacher in English wanted, Qualification : M.A (B.Ed). Place : Our Own School (CBSE New Delhi) Azamnagar Katihar. Salary : 25000 to 30000 with food & lodge, Contact : 7029753447. (A/B)

ভর্তি চলছে

PCI স্বীকৃত SMFWB অনুমোদিত জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur College of Pharmacy তে 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা অফ ফার্মাসি দুই বছরের কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ : 9832632235 / 9933390405.

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2001 0907954 আমার এবং বাবার নাম ভুল নথিবদ্ধ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। গত 23-02-26, J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Shyamal Kumar Saha এবং Shyamal Kr. Saha, বাবা Alil Kumar Saha এবং Anil Kr. Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম ও ঠিকানা সর্বত্র Shyamal Kr. Saha, S/o. Anil Kr. Saha, ঠিকানা : Sahebganj Road, Dinhata, Dist. Cooch Behar, Pin- 736135-এর পরিবর্তে আমার সঠিক নাম Shyamal Kumar Saha, S/o. Anil Kumar Saha, ঠিকানা : Magazine Road Extn. South End, New Town, Ward No. 13, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Cooch Behar- 736101 প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। (C/119586)

আজ টিভিতে

কোন দিকে মোড় নেবে জুঁই-স্বয়মের সম্পর্কের সমীকরণ?
বেশ করেছি প্রেম করেছি সন্ধে ৭টা জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ তবু অপরিচিত, দুপুর ১.১৫ তুমি আসবে বলে, বিকেল ৩.৩০ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৬.৪৫ শুধু একবার বলো, রাত ১০.০০ রংবাজ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতারক, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.৩০ ফিদা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কলঙ্কিনী বধূ, বেলা ১১.৩০ মেজবউ, দুপুর ২.০০ বউরানি, বিকেল ৫.০০ সংঘর্ষ, রাত ৮.০০ একান্ত আপন, ১০.৩০ অভিমান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রূপসী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পার্টনার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৫০ দুলহন হম লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৩০ দিওয়ানা, রাত ১০.৩০ সিংহম রিটার্নস

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫২ অনাড়ি, দুপুর ২.১৪ জওয়ানি জিন্দাবাদ, বিকেল ৫.২০ জুনুন, সন্ধে ৭.৫০ বড়ে ঘর কি বেটি, রাত ১০.০৪ শোলা অওর শবনম

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.২৬ ভগবন্ত কেশরি, দুপুর ২.০৪ দ্য ওয়ারিয়র, বিকেল ৪.৫০ রাউডি রাঠোর, সন্ধে ৭.৫০ ফির হেরা ফেরি, রাত ১১.০৭ চক দে ইন্ডিয়া

জি সিনেমা : বেলা ১১.২১ আরআরআর, দুপুর ১.০৪ রথনম, বিকেল ৫.০৮ ক্র্যাক, সন্ধে ৭.৫৫ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৫৫ দ্য রিয়াল ডন রিটার্নস-টু

চপ কাটলেট স্পেশাল পর্ব

চিকেন কর্ন চপ এবং ইয়ামি ফিশ কাটলেট তৈরি শেখাবেন গোপা দত্ত দাস।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আমেরিকাজ সুইট হার্টস
বিকেল ৫.৫৫ **রমেডি নাউ**

রাউডি রাঠোর বিকেল ৪.৫০ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। বন্ধুমহলে কথাবার্তা খুব মেপেজুখে বলুন। কর্মক্ষেত্রে ভুল কাজের মাশুল গুনতে হতে পারে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কাজের দায়িত্ব নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। মিথুন : রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব এবং প্রভাব আরও বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপুরণের দিন আজ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে জট কাটবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে পারিবারিক জীবনে সমস্যা হতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে কিছু দিয়ে ঠকতে পারেন। সিংহ : অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে চলুন। প্রেম-প্রণয়ে ছোটখাটো সমস্যা থাকবে। সরকারি চাকরিজীবীরা পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। কন্যা : যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। তাতে লোকসান হতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। তুলা : অসংযমী জীবনযাপনের জন্য পরিবারে তিরস্কৃত হতে পারেন। অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : পারিবারিক অশান্তি আজ মিটে যাবে। ব্যবসার জন্য কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন না। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : পরিবারে গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে মানসিক অবসাদ বাড়বে। জরুরি কোনও কাগজ হারিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মকর : বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাওয়ায় স্বস্তি পাবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফলের সুবাদে চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কর্মপ্রার্থীরা পছন্দসই চাকরি পেতে পারেন। রাজনৈতিক নেতাদের কাজের চাপ বাড়বে। মীন : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্ন সফল হবে। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের রাস্তা খুঁজে পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৭ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩ ফাগুন, সংবৎ ১০ ফাল্গুন সুদি, ৮ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৭ অঃ ৫।৩৪। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ১২।৩০। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১২। ২৯। প্রীতিযোগ রাত্রি ১০।৫৯। তৈতিলকরণ দিবা ১।৩৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৩০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।২৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে রাত্রি ১২।৩০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৪২ গতে ৫।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫১ গতে ১।২৫ মধ্যে। যাত্রা-শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১২।২৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ২।৪২ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১২।২৯ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন, নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন নবান্ন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৫৫ গতে ৩।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জীবনের পথে। জয়ন্তী এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

তরুণের মৃত্যুতে অস্বস্তি শিলিগুড়িতে

মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর কেটে গিয়েছে এক সপ্তাহেরও বেশি সময়। রাতের শহরে বেপরোয়া গাড়ির গতিতে রাশ টানতে শেষমেশ ময়দানে পুলিশ। তবু শহরবাসীর অভিজ্ঞতা বলছে, রাতে নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা রয়েই যাচ্ছে।

চার জায়গায় রাতে শুরু নজরদারি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : রাতের শহরে গাড়ির গতির রাশ টানতে এক সপ্তাহ পর শেষমেশ নড়েচড়ে বসল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। বুধবার রাত থেকে ট্রাফিকের তরফে শহরের চার জায়গায় নাকা চেকিং শুরু হতে চলেছে। রাত ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত এই নাকা চেকিং চলবে বলে জানানো হয়েছে। কেউ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালালে সেই বিষয়টি দেখার পাশাপাশি অতিরিক্ত গতিতে চলা গাড়ির বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন। এদিন রাতে শহরের চারটি নাকা চেকিং পয়েন্ট ঘুরে দেখেন তিনি। তারপর বলেন, 'নাকা চেকিং শুরু করার পেছনে অবশ্যই গত বুধবার রাতের ঘটনা একটি কারণ। এছাড়াও আমরা চাইছিলাম, রাতের নজরদারি আরও বাড়াতে।'

রাত বাড়তেই শহরের বিভিন্ন রাস্তা যেন পরিণত হচ্ছে 'রেসিং ট্র্যাক'-এ। ফলস্বরূপ প্রায়দিনই রাতে ঘটছে দুর্ঘটনা। গত ছয় মাসে এধরনের পাঁচটিরও বেশি ঘটনা সামনে এসেছে। ভেনাস মোড় সংলগ্ন ফ্লাইওভারেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বেঙ্গল সাফারি পর্যন্ত সেবক রোডের অংশ। একের পর এক ঘটনার পরেও এতদিন পুলিশকর্তারা দেখছি, দেখব বলেই কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে গত বুধবার রাতের ঘটনার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে প্রশাসন। তাই এবার মুখরক্ষা। এদিন রাত দশটা বাজতেই নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে চেকিং শুরু হয়। সেবক রোডের দুই অংশে চেকিং পয়েন্ট বসানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি চেকপোস্টে, অপরটি পানিট্যাঙ্কি মোড়ে। অন্যদিকে, সিটি সেন্টার ও জলপাই মোড়ের দুটি পয়েন্টেও চলবে নজরদারি।

ব্রেথালাইজার দিয়ে চলছে পরীক্ষা। বুধবার রাতে।

> **নাকা চেকিং শুরু করার পেছনে অবশ্যই গত বুধবার রাতের ঘটনা একটি কারণ। এছাড়াও আমরা চাইছিলাম, রাতের নজরদারি আরও বাড়াতে।**
>
> **কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ**
> ডিসিপি (ট্রাফিক)

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই চেকিং নিয়মিতভাবে হবে তো? এদিকে, শুক্রবার থেকে রবিবার বিভিন্ন পাব ভোর তিনটে পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেকেই মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর ফলে প্রায় ভোররাত পর্যন্ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে ওই দিনগুলিতে চেকিংয়ের আরও কিছুটা বাড়ানো না হলে কী করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাবে, তা ভাবার বিষয়। এদিকে, গত বুধবার রাতে নির্মম পথ দুর্ঘটনায় মৃতের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করলেন মেয়র গৌতম দেব। ওই তরুণী এখন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। মেয়র বলেন, 'তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। এখন কিছুটা ভালো আছেন। আমি কথা বলে তাঁর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। অন্যদিকে, শংকর ছেত্রী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'আইনত যাবতীয় সহযোগিতার জন্য আমরা পরিবারটির পাশে রয়েছি। যদিও ওই তরুণীর পরিবারের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার জন্য তাঁদের অনুরোধ করছি।'

নিরাপত্তা নিয়ে তবুও প্রশ্ন থাকছে অনেক

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : গত বুধবার রাতে বেপরোয়া গতির বলি হন এক তরুণ। ওই ঘটনার পর রাতের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে নানা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে হুজ্জতি চলছেই। মঙ্গলবার রাতে একদল তরুণের হুজ্জতির জেরে রাস্তার মধ্যেই বেধড়ক মারধর খাওয়ার অভিযোগ তুললেন প্রমিত রায় নামে এক তরুণ। তাঁর অভিযোগ, ইসকন মোড়ে ঢোকার মুখে একদল তরুণ রাস্তার মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। যে কারণে নিজের গাড়ি ওই পথে ঢোকাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন তিনি। রাস্তার মাঝখান থেকে গাড়ি সরাতে বলায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওই তরুণের।

শুধু এই ঘটনাই নয়, রাতের শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার মধ্যেই গত রবিবার গভীর রাতে পাব থেকে বেরিয়ে শপিং মলের বাইরে আসার সময় বেধড়ক মার খাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন প্রয়াস বিশ্বকর্মা। ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনি মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, 'ওই দিন রাতে বেরোনোর সময় কয়েকজন তরুণ আমায় ঘিরে ফেলে। এরপর বেধড়ক মারধর করা হয়।' সূত্রের খবর, পাবে ওই তরুণের সঙ্গে অভিযুক্তদের ঝামেলা হয়। পরবর্তীতে সেই ঝামেলা বাইরে চলে আসে। রাতের শহরের এই পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার ডেপুটি সিএমওএইচ (২) অফিসে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে এসিপি (ইস্ট) সোমনাথ দাসকে সামনে পেয়ে সরব হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'আপনারা রাতের নিরাপত্তা দিতে পারছেন না। এবারে কি তাহলে রাতের নিরাপত্তার জন্য আমাকে বেরিয়ে ঘুরতে হবে?'

প্রমিত পুলিশকে লিখিত আকারে অভিযোগ করেছেন, মঙ্গলবার রাতে তিনি গাড়ি করে সেবক রোড ধরে বাড়ি যাওয়ার জন্য ইসকন রোডে বাঁক নিচ্ছিলেন। সেসময় সেখানে একটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে কয়েকজন হুজ্জতি করছিল। ওই গাড়ি সরাতে বলার পরেই ওই তরুণরা গাড়ির সামনে চলে আসে। প্রমিত বলেন, 'আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) বলেন, 'রাতে নজরদারি চলছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

- মঙ্গলবার রাতে একদল তরুণের বিরুদ্ধে হুজ্জতি ও মারের অভিযোগ তুললেন প্রমিত রায় নামের তরুণ
- গত রবিবার রাতে পাব থেকে বেরিয়ে শপিং মলের বাইরে একই অভিজ্ঞতা হয় প্রয়াস বিশ্বকর্মার
- বুধবার এই বিষয় নিয়ে সরব হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ

গোঁসাইপুরে ৭ মার্চ

সাঁওতাল সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এই প্রথমবার দার্জিলিং জেলায় আসতে চলেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি আগামী ৭ মার্চ আসবেন। বুধবার শিলিগুড়ি জানালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে রাষ্ট্রপতির আসার বিষয়টি জানালেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের সদস্যরা। দেশের প্রথম নাগরিকের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির জন্য বাগডোগরা সংলগ্ন গোঁসাইপুর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার মাঠটি ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাই এদিন জায়গাটি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) অভিষেক মজুমদার সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। মাঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। যদিও অনুষ্ঠানের জন্য এই মাঠ এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন কমিশনার।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের কার্যনিবাহী সভাপতি নরেশকুমার মুর্মু বলেন, 'বিধাননগরেই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার কথা ভাবা হয়েছে। যদিও এখনও কিছু ঠিক হয়নি। অনুষ্ঠানের জন্য আরও জায়গা দেখা হচ্ছে।' দু'দিনের এই কনফারেন্সে দেশ-বিদেশ থেকে আসবেন প্রায় ১৩০০ প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রথম দিন থাকবেন কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরাওঁ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস, আইএফএস অফিসাররাও। বিভিন্ন উপজাতির মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতি কেন হচ্ছে না তা নিয়ে আলোচনা করবেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রলয় মজুমদার। নরেশ আরও জানান, রাষ্ট্রপতি ৬ তারিখ পৌঁছে দার্জিলিং-এর রাজ ভবনে থাকবেন।

অনুষ্ঠানে সাঁওতাল সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি সাংবিধানিক অধিকার, লিপি, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক উন্নতির দিক, নতুন প্রজন্ম ও মহিলাদের অধিকার নিয়ে নানা আলোচনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হবে। অন্যদিকে, কাউন্সিলের সম্পাদক চুনিয়া মুর্মু বলেন, 'গতবছর আমাদের অনুষ্ঠান করার কথা থাকলেও তা হয়নি। তবে আগামী ৭ তারিখ অনুষ্ঠানটি হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে আমরা সমস্ত নির্দেশিকা পেয়ে প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে কর্মসূচির প্রস্তুতি করছি।'

> **বিধাননগরেই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার কথা ভাবা হয়েছে। যদিও এখনও কিছু ঠিক হয়নি। অনুষ্ঠানের জন্য আরও জায়গা দেখা হচ্ছে।**
>
> **নরেশকুমার মুর্মু**
> কার্যনিবাহী সভাপতি,
> ইন্টারন্যাশনাল
> সাঁওতাল কাউন্সিল

শিলিগুড়ির জানালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে কাউন্সিলের সদস্যরা।

জমি বিবাদে মৃত্যু, উত্তেজনা সুজালিতে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় আহত আরও এক মহিলা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধুগছ এলাকায়। ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশি টহলদারিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, থমথমে পরিবেশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আনাওয়ারুলের সঙ্গে খাজিমুদ্দিনের জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এদিন সেই বিবাদের জেরে দুই পক্ষের লোকজন হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনায় খাজিমুদ্দিনের মামা কামিজুদ্দিনও (৫০) ছিলেন। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। আঘাতের জেরে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। আহত হয়েছেন এক মহিলাও। খবর পেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসেন। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তার বলেন, 'এমন ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। এদিন সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট জমি বিবাদ সমাধান করতে সামাজিকভাবে আলোচনায় বসার কথা ছিল। পুলিশ আইনি যা পদক্ষেপ করার করবে।'

সুজালি রাজনৈতিক সংঘর্ষের জন্য আলাদাভাবে পরিচিত। সঙ্গে জমি বিবাদের জেরে এর আগেও খুনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে এদিন ঘটনার খবর পেয়েই রামগঞ্জ ফাঁড়ি এবং ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় পৌঁছায়। টহলের নেতৃত্ব দেন ইসলামপুর থানার আইসি সুমিতকুমার বৈদ্য। তিনি বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে তল্লাশি অভিযান চলছে।'

নির্বাচনি কমিটির সভা

চোপড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বুধবার চোপড়া বিধানসভা নির্বাচনি কমিটির কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক, রাজ্য কমিটির সদস্য উত্তম পাল সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। চোপড়া বিধানসভা এলাকার নির্বাচন কনভেনার কার্তিক শীল বলেন, 'এলাকার সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এদিনের সভা অনুষ্ঠিত হয়।' জেলা সম্পাদক জানান, এবার এলাকায় জোটসঙ্গী থাকছে না। নির্বাচন সংক্রান্ত রণকৌশল ও দলীয় নির্দেশনামা কর্মীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

স্কুটার ও টাকার টোপে প্রতারিত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ব্যাটারিচালিত স্কুটারের কোম্পানিতে কাজে যোগ দিয়ে স্কুটার বিক্রি করতে পারলে মিলবে একটি নতুন স্কুটার এবং মোটা অঙ্কের টাকা! ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে জালিয়াতির নতুন এই ফাঁদে পা দিলেন ৫৪ জন গ্রাহক। প্রতারিতদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন কোম্পানির শাখা ম্যানেজার। ধৃতের নাম আরিয়ান সিং। তিনি মহারাষ্ট্রের বিরারের বাসিন্দা। বুধবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির দুধগেট এলাকায় বছর দুয়েক আগে একটি ব্যাটারিচালিত স্কুটার কোম্পানি তাদের শোরুম খোলে। তিন মাস আগে স্কুটার বিক্রি করার জন্য মোটা কমিশনের ভিত্তিতে গ্রাহকদেরই কর্মী হিসাবে নিয়োগ শুরু হয়। এই ফাঁদেই পা দেন খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি এলাকার ৫৪ জন গ্রাহক।

এক প্রতারিত রেশমা খাতুন বললেন, 'প্রথমে শোরুমের তরফে বলা হয় যে কাজে যোগ দিলে আমাদের একটি ব্যাটারিচালিত স্কুটার দেওয়া হবে। তার জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না। তবে প্রতি মাসে অন্তত একজন গ্রাহক নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য ১২ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হবে। গ্রাহক আনলে ১০ হাজার টাকা করে কমিশন মিলবে। এরপর প্রায় তিন মাস সব ঠিকঠাক চলছিল। এরপর কোম্পানির তরফে বেতন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে বোঝা যায় কোম্পানিতে কর্মী নিয়োগের আড়ালে আমাদের স্কুটার দিয়ে অজান্তে আমাদের নামেই লোন করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকে বেতন ঢোকার পরিবর্তে কাটা হচ্ছে ২০০০ টাকা কিস্তি।' এরপরই সকলে বুঝতে পারেন যে, তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। প্রতারিতদের মধ্যে মহিলাই বেশি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতারিতরা খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এনিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি অমৃত লভার বলেন, 'কোম্পানির দুধগেট শাখার ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।' খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার জানিয়েছেন, ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। বিচারক তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অল্প গরমেই পুকুরে স্নান। কোচবিহার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের পাশে সাজের পাড় এলাকায়। -অপর্ণা গুহ রায়

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের নৌকাঘাট থেকে র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের বিভিন্ন জনজাতি সহ মহিলাদের ওপর হওয়া অত্যাচার, যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি নৌকাঘাট থেকে একটি বিক্ষোভ র‍্যালির আয়োজন করছে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ। বুধবার শিলিগুড়ি জানালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানানো হয়। সংগঠনের তরফে শরদ চৌহান বলেন, 'গত ২৩ ডিসেম্বর ফাঁসিদেওয়া থানা এলাকার ঝমকলাল গ্রামে দুই মহিলার ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল। জমি দখলের ষড়যন্ত্র করে মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়া হয়। যৌন নির্যাতনের চেষ্টার পর তাঁদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়। ওই দুই মহিলার মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিলেন। ঘটনায় আহত হয়ে অকাল প্রসব হয় তাঁর এবং পরে শিশুটির মৃত্যু হয়। ঘটনায় নির্যাতিতার পরিবার এবং আক্রমণকারী দুই পক্ষকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।'

তিনি জানান, শুধু এই একটি ঘটনা বা নির্দিষ্ট জনজাতির মহিলারাই নয় নানা প্রান্তে মহিলাদের অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। তাঁদের সকলের জন্যই বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ মিছিল করা হচ্ছে। নৌকাঘাট থেকে উত্তরকন্যার দিকে র‍্যালিটি যাবে। জনজাতির মানুষদের ভয় দেখিয়ে দমন করার জন্য এসব করা হচ্ছে। মহিলাদের ওপর সম্প্রতি অমানবিক আক্রমণের বিষয়টি এসটি কমিশন এবং রাষ্ট্রপতির কাছেও লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

দেব দর্শনে রুদ্ধ ঘড়ি মোড়

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৫ ফেব্রুয়ারি : সিনেমার শুটিংয়ের চক্করে পড়ে বুধবার হুলুস্থুলু মালবাজারের প্রাণকেন্দ্র ঘড়ি মোড়ে। বায়োপিক হচ্ছে করিমুল হকের। তাতে নামভূমিকায় ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। সেই সিনেমা 'বাইক অ্যাম্বুল্যান্স দাদা'র শুটিংকে কেন্দ্র করে এদিন চরম ভোগান্তির শিকার হলেন সাধারণ মানুষ। বিকেল তিনটে থেকে স্টেশন রোডে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা আটকে দেয় পুলিশ। ফলে স্কুল ফেরত খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিস যাত্রী— সবাইকেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঘড়ি মোড়ের তিনদিক বন্ধ করে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে পৌঁছায়।

এদিন সকালে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে শুটিং শুরু হয় করিমুল হকের বায়পিক নিয়ে। সেখানে দেবের সঙ্গে ছিলেন খরাজ মুখোপাধ্যায় ও পার্থসারথি চক্রবর্তী। হাসপাতালের পর শুটিং চলে একটি বাইক শোরুমে। শোরুমের মালিক বিকে প্রসাদ বলেন, '২০০৮ সালে করিমুল এই শোরুম থেকে বাইক কিনেছিলেন। সেই ঘটনার শুটিং ছিল এদিন।' কিন্তু বিকেলের দিকে ঘড়ি মোড়ে দেব পৌঁছাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মানুষের চলাচলের পথ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় সিনেমার প্রোডাকশন টিম।

রাস্তা বন্ধ থাকায় একাধিক বড় স্কুলের বাস ও পড়ুয়ারা আটকে পড়ে। স্থানীয় এক বেসরকারি সংস্থার মহিলা কর্মী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ঘড়ি মোড়ের কাছেই আমার বাড়ি। বাস থেকে নেমে হেঁটে ঘড়ি মোড়ের কাছে এসে দেখি রাস্তা বন্ধ করে শুটিং চলছে।' এক নাজেহাল টোটোচালকের কথায়, 'সুভাষ মোড়ে দুজন যাত্রী পেয়ে দক্ষিণ কলোনি যেতে গিয়ে দেখি ঘড়ি মোড় যেন দুর্গ হয়ে গিয়েছে। কাউকে পারাপার করতে দিচ্ছে না।' প্রায় দুই ঘণ্টা এই অচলাবস্থা চলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শুটিংয়ের ছবি তুলতে গিয়ে এদিন সাংবাদিকদেরও হেনস্তার শিকার হতে হয়। এক সাংবাদিকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন শুটিং টিমের সদস্যরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী কাঞ্চন মালাকার বলেন, 'শহরের প্রাণকেন্দ্র অবরুদ্ধ করে শুটিংয়ের জন্য ভোগান্তি হয়েছে স্থানীয়দের। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যে আচরণ ওরা করেছে, তা কল্পনাতীত।' পরে পরিস্থিতি সামলাতে দেব নিজে এগিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন ও খুদে ভক্তদের সঙ্গে হাত মেলান, কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তাতে কমেনি।

এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক তর্জাও তুঙ্গে। তৃণমূলের টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার বিষয়টি শুনেছি, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার অভিযোগ, 'শুটিংয়ের অজুহাতে যথেষ্ট হয়রানি হয়েছে, অনেককেই রাস্তা পারাপারে বাধা দেওয়া হয়েছিল।'

সেতুর ওপারে আর্থিক সম্ভাবনার ভোর

নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। খরস্রোতা কুরোন্দ নদীর সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নীচা লাইন সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম। প্রায় চার বছর পর নতুন সেতু তৈরি হওয়ায় কেবল যাতায়াত সহজ হয়নি, বদলে গিয়েছে অর্থনৈতিক রূপরেখা।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি : সালটা ২০১৭। সেবারের বর্ষায় জলের তোড়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গিয়েছিল ভোজনারায়ণ চা বাগান সংলগ্ন কুরোন্দ নদীর উপরের হিউমপাইপের সেতু। এরপর প্রায় চার বছর নীচা লাইন ও মঙ্গরু লাইন সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করতেন। কারণ ওই সেতুটিই ছিল ফাঁসিদেওয়া, শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম। তবে ভোগান্তি শেষ হয় ২০২১ সালে, যখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কুরোন্দ নদীর উপর ১২০ মিটার দীর্ঘ একটি পাকা সেতু তৈরি করে। এখন ওই সেতুটিই গ্রামের বাসিন্দাদের লাইফলাইন। এর ফলে কেবল যাতায়াত সহজ হয়নি, বদলে গিয়েছে এলাকার অর্থনীতি।

কুরোন্দ নদী প্রকৃতিগতভাবেই খরস্রোতা। প্রতি বর্ষায় এই নদীর জলস্তর বেড়ে যায়। ওই সময় সেতু ছাড়া নদী পারাপার কার্যত অসম্ভব। ২০১৭ সালের বর্ষার স্মৃতি আজও ফিকে হয়নি ভোজনারায়ণ বাগানের শ্রমিকদের মনে। কিন্তু এখন নতুন সেতুটি সেই কষ্টের ইতিহাস অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছে বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। চা শ্রমিক মাঙ্গরী ইন্দুয়ারের কথায়, 'আগে কাজ সেরে ঘরে ফেরার সময় নদীর জল বাড়লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হত। চা বাগানে কাজে যাওয়া থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ বা জরুরি প্রয়োজনে ব্লক সদরে যাওয়া, সবক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই নদী। এখন সেতু থাকায় নিশ্চিন্তে যাতায়াত করা যায়।'

কুরোন্দ নদীর ওপর নতুন সেতু। -সংবাদচিত্র

নীচা লাইনের বাসিন্দা সান্তাবাহাদুর লিম্বু জানিয়েছেন, সেতুর ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এলাকায় একটি হাট গড়ে উঠেছে। ওই হাটে ফাঁসিদেওয়া থেকে জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা যায়। নীচা লাইনের রবি প্রধান বলেন, 'আমাদের এলাকার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি এসেছে।' ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা বলেন, 'সেতু ভেঙে যাওয়ায় দীর্ঘদিন মানুষ সমস্যার মধ্যে ছিলেন, যা পরবর্তীতে নতুন সেতু তৈরির কারণে সমাধান হয়েছে।' নীচা লাইনের দীপক প্রধান স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন, 'সেতুটি যখন ছিল না, তখন বর্ষার রাতে কেউ অসুস্থ হলে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হতে না পারলে, প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরে ঘোষপুকুরের একটি মিশনারি হাসপাতালের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হত। এখন যন্ত্রণা কমেছে।'

হাসছে গ্রাম

চপারের মহড়া

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বুধবার দুপুর, চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি হোটেলের উলটো দিকের মাঠের ওপর চক্কর দিচ্ছে চপার। আর মাঠে পুলিশ, দমকল ও পূর্ত দপ্তরের কর্মীদের ব্যস্ততা।

তবে মাঠের ওপর কয়েক সেকেন্ড চক্কর কেটে আবার বাগডোগরার দিকে চলে যায় চপারটি। ওই মাঠেই অস্থায়ী হেলিপ্যাড তৈরি করা হচ্ছে। এদিন ওই মাঠের ওপর চপার উড়িয়ে আদপে মহড়া চলে, স্পষ্ট করেছে পুলিশ। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই যে এদিনের মহড়া, তা পুলিশকর্তার কথায় স্পষ্ট। এ নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'নির্বাচনের সময়ের কথা মাথায় রেখেই আমরা ওই হেলিপ্যাড তৈরি করছি। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আকাশপথে যাওয়া-আসা করেন। সেই সময় হেলিপ্যাডের প্রয়োজন হয়।'

এদিন সকাল থেকেই ওই অস্থায়ী হেলিপ্যাড পরিষ্কার করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ভক্তিনগর থানার পুলিশকর্তাদের পাশাপাশি সিআইএফ-কেও সেখানে থাকতে দেখা গিয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গেই চলে আসে দমকল ও ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুল্যান্স। ঘড়ির কাঁটায় তিনটে বাজতেই শুরু হয় 'ট্রায়াল রান'।

ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বালি পাচারের সময় একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করল পুলিশ। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করা হয়। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র ইসলামপুরের দিক থেকে আসা ট্র্যাক্টর-ট্রলিটি আটক করার জন্য নাকা তল্লাশি শুরু করে। পুলিশ দেখে চালক ট্র্যাক্টর-ট্রলি ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র।

কাঠ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সেগুন কাঠ ও আসবাবপত্র উদ্ধার করল বন দপ্তর। বুধবার দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের সুকনা রেঞ্জ দুটি দোকানে অভিযান চালায়। রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলির নেতৃত্বে শালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মানিক বিশ্বাস ও ভজন রায়ের দোকানে অভিযান চালিয়ে সেগুন কাঠ ও সেই কাঠ দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়, বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিসের বাজারমূল্য আনুমানিক ৬ লক্ষ টাকা। ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিষয়টির তদন্ত শুরু করছে বন দপ্তর।

পথ দুর্ঘটনা

চোপড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ার মেরধাগছ এলাকায় বুধবার জাতীয় সড়কে বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষে জখম হলেন দুজন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইকেল আরোহী ও বাইকচালক দুজনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এলাকার এক মহিলা চা শ্রমিক সাইকেলে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে উলটোদিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে, সন্ধ্যায় সুভাষনগর এলাকায় জাতীয় সড়কে যাত্রীবোঝাই একটি টোটোর চাকা খুলে যাওয়ায় দুর্ঘটনায় চারজন জখম হলেন। টোটোয় চেপে একটি ব্যান্ডপার্টির সদস্যরা কালাগছ থেকে সদর চোপড়ার দিকে আসার পথে ঘটনাটি ঘটে। এর ফলেই টোটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝেই উলটে যায়।

খেলব হোলি রং দেব না... *গাজোলে বসন্ত উৎসবে। বুধবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।*

শামুকতলা থানায় প্রচুর নালিশ

ছ'মাসে ঘর ছেড়েছেন ১০২ বধূ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ। পরবর্তীতে সেই আলাপ প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের টানে নিজের সাত বছরের সন্তানকে নিয়ে বধূটি ঘর ছাড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হওয়া ওই ব্যক্তির সঙ্গে দু'দিন কাটানোর পরেই তাঁর মোহভঙ্গ হয়। তিনি স্বামীকে ফোন করে ক্ষমা চান। পুলিশের সহযোগিতায় ওই বধূকে উদ্ধার করা হয়।

বুধবার ডাঙ্গি এলাকার এক ব্যবসায়ী শামুকতলা থানায় তাঁর স্ত্রীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'তিন মাস আগে বৌকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দিয়েছিলাম। তারপর ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খোলে। তারপর থেকে ও অনেক অচেনা লোকের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলত। আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ওর কারও সঙ্গে প্রেম হয়েছিল। সেই প্রেমের টানেই ও ঘর ছেড়েছে বলে আমার সন্দেহ।' তিনি যোগ করেন, 'খুব আফসোস হচ্ছে। যদি আমি ওকে ফোনটা না কিনে দিতাম তাহলে বোধহয় এই ঘটনা ঘটত না।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ মাসে শুধু শামুকতলা থানা এলাকার ১০২ জন বধূ ঘর ছেড়েছেন। বধূদের ঘর ছাড়ার পিছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা প্রেমের সম্পর্ক দায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শামুকতলা থানার ওসি সঞ্জীবকুমার বর্মন বলেন, 'এই ধরনের অভিযোগ এলে আমরা সেই বধূকে উদ্ধার করার পাশাপাশি তাঁর কাউন্সেলিং করানোর চেষ্টা করি। বধূরা যাতে কোনওরকম ফাঁদে পা না দেন, তার জন্য পুলিশের তরফে লাগাতার সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয়।' তিনি যোগ করেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় গড়ে ওঠা প্রেমের সম্পর্ক ছাড়াও পারিবারিক বিবাদের কারণেও অনেক বধূ ঘর ছাড়ছেন।'

এই প্রসঙ্গে মনোবিদ শর্মিষ্ঠা পাল বলেন, 'বর্তমানে আমাদের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে। সেই চাহিদা মেটাতে আমরা অজানা পথ বেছে নিতেও দ্বিধা করছি না। এখন সবার হাতে স্মার্টফোন আছে। স্মার্টফোন আসার ফলে মানুষের জীবনে এখন অনেক অপশন। অনেকে ঝাঁ চকচকে জীবনের লোভে স্বামী-সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হওয়া ব্যক্তির কাছে চলে যাচ্ছেন। পথটা আদৌও ঠিক বা নিরাপদ কি না সেটা অনেকেই খতিয়ে দেখছেন না।' তিনি যোগ করেন, 'আসলে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা বেশকিছু সময় ওভারস্মার্ট হয়ে পড়ছি। বর্তমানে ছোট-বড় সবার জন্য সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ভীষণ জরুরি।'

ছবি : এআই

শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে আমাদের কাছে এধরনের দু'-তিনটি অভিযোগ আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরিচিত কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার বার্তা দেওয়া হচ্ছে।'

কামাখ্যাগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ বলেন, 'সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এই সমস্যা সামাধানে এগিয়ে আসতে হবে।'

হুঁশিয়ারি দিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : দাবিমতো পিডব্লিউডি মোড়ে শৌচালয় না করে দেওয়া হলে জ্যাক পুশিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন পিডব্লিউডি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। সমিতির সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলছেন, 'গত চার বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা পিডব্লিউডি মোড়ে শৌচালয়ের দাবি করে আসছি। বিভিন্ন সময় শৌচালয় করে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত দাবি পূরণ হয়নি।'

পিডব্লিউডি মোড় এলাকায় রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দোকান রয়েছে। এছাড়া মহানন্দার দিকে যাওয়ার রাস্তায় সবজি বাজারও রয়েছে। ওই বাজার ও দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে সারাদিনই সাধারণ মানুষের যাওয়া-আসা লেগে থাকে। তাঁদের জন্যই শৌচালয়ের দাবি করা হয়। বছরের পর বছর এই দাবিকে সামনে রেখে চলেছে চিঠিচাপাটি। এমনকি একাধিকবার পুরনিগমের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে বলে ব্যবসায়ী সমিতির দাবি। যদিও আলাপ-আলোচনায় এখনও পর্যন্ত কোনওকিছুই হয়নি। সবজি বাজারের ব্যবসায়ী অশোক রায় বলছিলেন, 'সারাদিন বাজারেই থাকতে হয়। আশপাশে শৌচকর্মের কোনও জায়গা নেই। তাই আমাদের যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমরা আর কতবার পুরনিগমের কাছে এ নিয়ে অনুরোধ করব?'

পার্থর কথায়, 'আমাদের সবজি বাজারের রাস্তায় কিছুদিনের মধ্যে জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শুরু হবে। তার জন্য আমাদের অস্থায়ীভাবে সরানোর কথা বলা হয়েছে। তবে শৌচালয় তৈরি না হলে ওই সবজি বাজার কোনওভাবেই অস্থায়ীভাবে সরবে না।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলছেন, 'ওরা শৌচালয়ের দাবির বিষয়টা বলেছিল। তবে জায়গা খুঁজছি, স্থায়ীভাবেই শৌচালয় করে দেওয়া হবে। তবে আপাতত জ্যাক পুশিংয়ের কাজটা তো করতে দিতে হবে।'

আইসি বদল

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বদলি হলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের দুই থানার আইসি। মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য গঙ্গারামপুর থানায় যাচ্ছেন। তাঁর জায়গায় এলেন মনোজিৎ সরকার। তিনি বিধাননগর কমিশনারেটে ছিলেন। ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী ঘাটালের কোর্ট আইসি পদে বদলি হয়েছেন। তাঁর জায়গায় এলেন পার্থসারথি মণ্ডল। তিনি বানারহাট থানার আইসি ছিলেন।

এদিকে, ইসলামপুর থানার আইসির দায়িত্ব পেলেন সন্দীপ চক্রবর্তী। বর্তমান আইসি সুমিতকুমার বৈদ্যকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর থানার আইসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের হাল জানতে দাওয়াই

বিজেপির ভরসা 'সরল' অ্যাপ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ নীচু স্তরে দলের বাস্তব পরিস্থিতিটা ঠিক কেমন, তা জানতে অ্যাপের সাহায্য নেবে বিজেপি। দলীয় সূত্রে খবর, 'সরল' নামে একটি অ্যাপে বিজেপির যাবতীয় কাজকর্ম আপলোড করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাপের আইডি, পাসওয়ার্ড থাকবে দলের শক্তি প্রমুখ থেকে শুরু করে মণ্ডল সভাপতি, জেলা সভাপতি, বিধায়ক এবং নির্দিষ্ট কয়েকজন নেতার কাছে। দলের যাবতীয় কর্মসূচির ছবি, ভিডিও সেই অ্যাপে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। দিল্লির এবং রাজ্যের নেতারা অ্যাপ থেকে দল এবং নির্দিষ্ট কিছু নেতার সক্রিয়তা বোঝার চেষ্টা করবেন। এ নিয়ে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, 'অ্যাপে সমস্ত কিছু আপলোড করা হচ্ছে। সেটা নেতাদের যোগ্যতার মাপকাঠি নয়। তবে তা দেখে দলীয় কাজের কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, ভোটের আগে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বৈঠক করছেন। তাঁদের হাতে খাতায়-কলমে থাকা সংগঠনের তথ্য আগেও দেওয়া রয়েছে বলে দাবি। কিন্তু বাস্তবে সংগঠন কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে। ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রতি হাওয়া ছিল। সেসময়ে খাতায়-কলমের হিসেব দেখে সংগঠন শক্তিশালী বলে দাবি করেছিলেন দিল্লি, কলকাতার অনেক নেতাই।

- 'সরল' নামে একটি অ্যাপে বিজেপির যাবতীয় কাজকর্ম আপলোড করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে
- এই অ্যাপের আইডি, পাসওয়ার্ড থাকবে দলের শক্তি প্রমুখ থেকে মণ্ডল সভাপতি, জেলা সভাপতি, বিধায়ক এবং নির্দিষ্ট কয়েকজন নেতার কাছে
- দলের যাবতীয় কর্মসূচির ছবি, ভিডিও সেই অ্যাপে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের

কিন্তু বাস্তবে হারের পর সেই সব তথ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে। ফাঁকি দিয়ে সংগঠনের অস্তিত্ব বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল বলে নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ভুল এবার আর করতে চাইছে না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলীয় সংগঠনের হাল খতিয়ে দেখতে প্রত্যেক সপ্তাহে নানা বৈঠক করছেন তাঁরা। প্রত্যেক জেলার বুথ থেকে মণ্ডল কমিটি এবং শাখা সংগঠনের কমিটিগুলির কাজ কেমন হচ্ছে তা যেমন নিজেরা গিয়ে দেখছেন, তেমনই অ্যাপে সব তথ্য ও ছবি আপলোড করে দিতেও নির্দেশ দিচ্ছেন। নেতৃত্ব মনে করছে, সেই অ্যাপে কারা, কোথায় কীভাবে জনসংযোগের কাজ করছেন, সেটাও বোঝা যেতে পারে। তবে তা জিপিএসের মাধ্যমে হবে কি না নেতারা বলতে পারছেন না। কেউ কেউ জানাচ্ছেন, জিপিএসের মাধ্যমে না হলে কেউ ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন।

এমন পরিস্থিতিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে দলের শক্তি থেকে শুরু করে মণ্ডল নেতাদের। কোনও কোনও মণ্ডলে ক্যামেরা, ভিডিও করার জন্য দলের আইটি সেলকে সক্রিয় করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে দাবি। বিধায়কদের অনেকে সেরকম কর্মী রাখতেও শুরু করেছেন। পারফরমেন্স ভালো না হলে যদি টিকিট থেকে নাম কাটা যায়, সেই ভয়ও অনেকের রয়েছে।

যদিও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিজেপির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলছেন, 'অ্যাপের পরিসংখ্যানই শেষ নয়। নেতাদের অনেকে ডিজিটালে পারদর্শী নাও হতে পারেন। তাঁরা অন্যের মাধ্যমে করছেন। তবে ফাঁকি দেওয়ার কোনও বিষয় নেই।'

ওঝার কাছে আর নয়

রাজগঞ্জ, ২৫ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্য দপ্তরের বোঝানোয় কাজ হচ্ছে। হাসপাতালে আসতে শুরু করেছেন আক্রান্ত গ্রামের মানুষজন। পাটাগড়া গ্রামের বাসিন্দা জুলি রায় বুধবার তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে মগরাডাঙ্গি রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ছেলেমেয়ের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করিয়েছেন। কিন্তু ওই গ্রামের বাসিন্দা নৃপেন রায়, বীরেন রায় সহ কয়েকজন এখনও হাসপাতালে না আসায় বুধবার বিকেলে ওই গ্রামগুলিতে যায় রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি এবং পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলের সদস্যদের জোড়হাত করে বলতে শোনা যায়, ওঝার কাছে গেলে যান, ক্ষতি নেই। কিন্তু হাসপাতালে অবশ্যই নিয়ে যান। রক্তের নমুনা পরীক্ষা করান এবং ডাক্তারদের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ান। অসুবিধা হলে আমাদের বলুন আমরা যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব।

এরপরই গ্রামের আক্রান্ত বাসিন্দারা প্রতিশ্রুতি দেন, বৃহস্পতিবার তাঁরা হাসপাতালে নিয়ে যাবেন পরিবারের সদস্যদের। প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তথা দলনেত্রী সবাণী ধাড়া বলেন, 'হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করেছি, তাঁরা যেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে বিনামূল্যে সমস্তরকম রক্তের নমুনার পরীক্ষা এবং ওষুধপত্র দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'এই গ্রামে না এলে বুঝতেই পারতাম না বর্তমান যুগেও হেপাটাইটিসের মতো একটি মারাত্মক অসুখে মানুষ এখনও ওঝার ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করেন। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি, পানীয় জলের ট্যাংকে করে গ্রামগুলিতে যাতে পরিস্রুত জল দেওয়া যায়।'

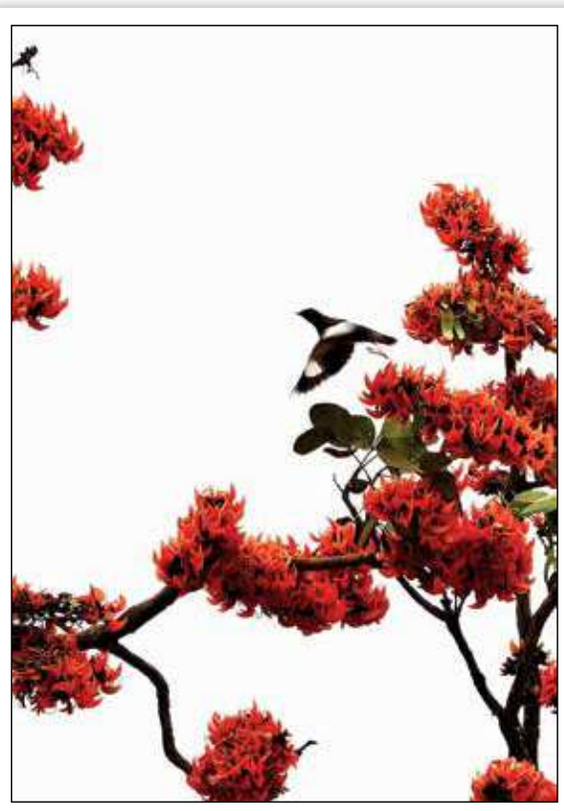

ফাগুনের টানে।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সমস্যা মেটাতে আজ বৈঠকে মেয়র

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সড়কের জায়গা দখল করে পাঁচিল দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল একটি হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ওই জায়গায় পাঁচিল দিলে তাদের গেট আটকে যাবে বলে অভিযোগ তোলে মাটিগাড়া হরসুন্দর উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে। সেই সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি স্কুল, হোটেল কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। এ নিয়ে মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'বৃহস্পতিবার সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছি।' শেডের কাজও করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বর্তমানে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। বালাসন থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত রাস্তার কাজ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সেজন্য স্কুলের মিড-ডে মিলের খাবারের জায়গায় শেডের একাংশ ভাঙা পড়ে। অভিযোগ, তার পাশ দিয়েই একটি পাঁচিল দিচ্ছে পাশের নির্মীয়মাণ একটি হোটেল কর্তৃপক্ষ। ওখানে পাঁচিল উঠলে স্কুলের গেটটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই স্কুলের তরফে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে গেটটি খোলা রাখার দাবি উঠেছিল। অভিযোগ, যেখানে পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে, সেটা হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের জমি বলে দাবি করছে। স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার মেয়র সেই এলাকায় গিয়ে খতিয়ে দেখেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু আচার্য বলছেন, 'ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে ডেকে ডিমার্কেশন করে দিতে বলা হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষের জমি হলে তারা কী করবে, সেটা তাদের বিষয়। কিন্তু জমি তাদের না হলে ঘিরে দিতে পারে না। সেই রাস্তাটা স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যই থাকার কথা। ডিমার্কেশন হলে সঠিক বোঝা যাবে।'

> **হোটেল কর্তৃপক্ষের জমি হলে তারা কী করবে, সেটা তাদের বিষয়। কিন্তু জমি তাদের না হলে ঘিরে দিতে পারে না। সেই রাস্তাটা স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যই থাকার কথা।**
>
> **কমলেন্দু আচার্য**
> *প্রধান শিক্ষক, মাটিগাড়া হরসুন্দর উচ্চবিদ্যালয়*

এদিকে, হোটেলের পক্ষে একজন বলেন, 'জমি দখল করে হোটেল কিংবা পাঁচিল দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।' দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবিতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ। সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী।

সাবেকি পন্থায় আস্থা সিপিএমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : দরজায় বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে। ভোটমুখী এই রাজ্যে তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে ঝাঁপিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। যদিও প্রচারের মাধ্যমে পার্থক্য আছে। বিজেপি এবং তৃণমূল জেন জেডদের কাছে পৌঁছাতে সামাজিক মাধ্যমকে বেছে নিয়েছে। 'দুই ফুল' রাজনৈতিক প্রচারের জন্য মিমস, রিলস এবং শর্টসকে বেছে নিলেও, বামেরা ভরসা রাখছে সাবেকি পন্থাতেই। তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে সিপিএম পথসভা এবং মিটিংয়ের ওপরই ভরসা রাখছে।

কিন্তু চিরাচরিত পন্থার মাধ্যমে কি তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছানো যাবে? দলের অন্দরেই এই প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বুধবার সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'সভা এবং বৈঠকের মাধ্যমেই নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো যাবে। তাঁদের অভিযোগের কথা সরাসরি শোনা যাবে।'

সামাজিক মাধ্যমে ভোটের প্রচার

লক্ষ্য তরুণ প্রজন্ম

করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। এই কারণে বিজেপি এবং তৃণমূল কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের দিয়ে ভোটের প্রচার করাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের তরফে 'ডিজিটাল যোদ্ধা' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। এইক্ষেত্রে বামেরা খানিক পিছিয়ে রয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও সমন এই যুক্তি মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা টিম তৈরি করে বিভিন্ন বুথে ছোট ছোট সভা এবং মিটিংয়ের আয়োজন করব। নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সঙ্গে কথা বলা হবে। তাঁদের মতামত শোনা হবে।'

সামাজিক মাধ্যমে সিপিএমের বিভিন্ন কর্মসূচি সংক্রান্ত পোস্ট করা হলেও, দলের হয়ে প্রচার করার জন্য কোনও কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে নিযুক্ত করা হয়নি। এর ফলে কি ভোট প্রচারে সিপিএম পিছিয়ে পড়ছে? উত্তরে ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলছেন, 'প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই বামপন্থীদের লক্ষ্য। অন্য রাজনৈতিক দলের কাছে অনেক টাকা আছে। তাই তারা প্রচারের জন্য কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিযুক্ত করেছে। আমাদের দলের সদস্যরাই এই কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের কাজ করছেন।'

শিলিগুড়ি কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী রিঙ্কি সরকারের কথায়, 'আমি কোনওদিন কোনও দলের সভাতে যাইনি। তবে রাজনৈতিক দলের রিলসগুলো ফিডে এলে দেখি।' মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের ছাত্র মিলন বর্মন বলেন, 'রিলস তো দেখি বটেই। অনেক সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক সভার বিভিন্ন বক্তব্য শুনি।'

সময়ের আগেই ফিরে যাচ্ছে পরিযায়ী পাখি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : রুডি শেলডাক, রিভার ল্যাপউইং, বার হেডেড গিজ সহ বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি প্রতিবছরই ঝাঁকে ঝাঁকে আসে মহানন্দা ব্যারেজে। এবারও এসেছে। কিন্তু এবার সময়ের আগেই পরিযায়ী ফিরতে শুরু করেছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যই সময়ের আগে পাখিদের এভাবে স্থান পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তার সঙ্গে খাবারে টান ও জলাভূমি কমে যাওয়াকেও দায়ী করছেন অনেকে। যার প্রভাব পড়েছে মহানন্দা ব্যারেজে প্রতিবছর আসা পরিযায়ী পাখির ওপরও।

শীতকালে এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশি অতিথিরা আসে। যা দেখতে ফুলবাড়িতে ভিড় জমান পর্যটকরা। নভেম্বরের শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সাইবেরিয়ার এই পাখিরা আসে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছরও প্রায় ৫০ প্রজাতির পাখি এসেছিল। কিন্তু এবার ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকেই রুডি শেলডাক, রিভার ল্যাপউইং, বার হেডেড গিজ সহ অন্য পাখিরা এলাকা ছাড়তে শুরু করেছে। এই সময়টায় আগের মতো আর ঠান্ডা নেই। সেকারণেই পাখিরা স্থান বদলাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিবছর শীতকালে দেশি, বিদেশি পাখির আগমনে ফুলবাড়ি ক্যানাল বার্ড ওয়াচারদের অন্যতম জনপ্রিয় জায়গা হয়ে ওঠে। পাখিদের দেখার জন্য এখানে ভিড় জমান পর্যটকরা। কিন্তু ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগাম চলে যেতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখিরা। পাখি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেন জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা লীলাবতী রায়। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এই সময় জলাভূমি কমে যাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় মাছ ধরা বেড়ে গিয়েছে। ফলে পাখিদের খাবারেরও অভাব দেখা গিয়েছে। সেজন্য আগাম স্থান পরিবর্তন করছে। এছাড়া পাখিদের ছবি তোলা নিয়ে খুব বিরক্ত করেন পর্যটকরা। বার্ড ওয়াচিং যেভাবে করতে হয়, তা মেনে চলা হয় না।'

জানুয়ারি মাসে কার্সিয়াং বন বিভাগের তরফে বাগডোগরা ও ঘোষপুকুর রেঞ্জে বনকর্মীদের নিয়ে মহানন্দা ব্যারেজে পাখিগণনার কাজ হয়েছিল। এই গণনায় দেখা যায়, প্রায় ছয় হাজার পাখি এসেছিল চলতি বছর। যা অন্য বছরের তুলনায় অনেকটা বেশি। রেড ওয়াটলড ল্যাপউইং, ক্রেস্টেড পোচার্ড , কমন পোচার্ড, নর্দার্ন শভেলার, রুডি শেলডাক সহ বিভিন্ন পাখির কলতানে মুগ্ধ হতেন স্থানীয়রা। আগাম পাখিদের স্থান বদলে দেখে স্থানীয় বাসিন্দা রিক গোস্বামী বলেন, 'গতবছরও এইসময় এত কম পাখি দেখা যায়নি। পাখি দেখতে প্রচুর মানুষ এখানে আসতেন। তবে এখন পাখি একেবারে কমে যাওয়ায় পাখিপ্রেমীরাও আসেন না। পর্যটকরা আসায় স্থানীয় খাবারের দোকানেও বিক্রি অনেকটা বেড়েছিল।'

অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ ও গাছকাটার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এরফলেই শীতকালীন পরিযায়ী পাখিরা এখানে বেশিদিন থাকতে পারছে না বলে পদ্মশ্রীপ্রাপক পরিবেশবিদ ডঃ একলব্য শর্মা জানান।

পাখিদের এই আগাম স্থান পরিবর্তনে ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলছেন, 'তিন মাস ধরে বৃষ্টি না হাওয়ার ফলে তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। তাই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জলাশয় থেকে পরিযায়ী পাখিরা সময়ের আগে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।'

ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজে পরিযায়ী পাখি। ছবি : সূত্রধর

প্রোমোটার খুন

বুধবার ভোরে হাওড়ার পিলখানায় সৌফিক খান নামে এক প্রোমোটারকে খুনের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ দুজনকে শনাক্ত করেছে। যদিও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

আইনি নোটিশ

সিনেমা তৈরির জন্য টাকা নিয়েও ফেরত দেননি বিধায়ক ও অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। এই অভিযোগে তাঁর কাছে আইনি নোটিশ পাঠানো হল। ভোটের আগে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন অভিনেতা-বিধায়ক।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বাবার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার সময় পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড়ে বাইক দুর্ঘটনায় রেহান দত্ত নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার দিদি ও বাবাকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় শোকের ছায়া।

দোল উৎসব

২ মার্চ দোলযাত্রা ও হোলি উপলক্ষ্যে নেতাজি ইন্দোর স্টেডিয়ামে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান।

রংবাজ... বুধবার কলকাতায় তোলা দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের ছবি।

কোটির বেশি নাম বাদ, শঙ্কা মমতার

ভিন্ন সুর মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা প্রথম থেকেই করেছে তৃণমূল। বুধবার ভবানীপুরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদ দিয়ে দিতে পারে নির্বাচন কমিশন। কার নাম বাদ যাচ্ছে, তিনি হিন্দু না মুসলিম, নাকি শিখ বা জৈন, সেটা আমি দেখি না। কিন্তু বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমি ন্যায়ের জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি। প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা কিন্তু ছেড়ে দেব না। আদালতের নির্দেশে এই প্রক্রিয়ায় বিচারব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে। আশা করব, প্রকৃত ভোটারদের বঞ্চিত করা হবে না।'

বুধবার ভবানীপুরে জৈন সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। সেখানেই এসআইআর প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তিনি বলেন, 'আপনারা সকলেই জানেন, তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করা হচ্ছে। প্রথমে শুনেছিলাম, ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের কেউ মৃত আবার অনেকে প্রকৃতও আছে। পরে শুনেছিলাম, ৮০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাবে। এখন তো সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিতে পারে নির্বাচন কমিশন।' সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যদিও তারপরও অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের সুযোগ থাকবে। কিন্তু কমিশনের বক্তব্য, মনোনয়ন জমা শুরুর আগে পর্যন্ত যত নামের নিষ্পত্তি হবে তা অতিরিক্ত তালিকায় তা প্রকাশ করা হবে। এবং ওই অতিরিক্ত তালিকাও চূড়ান্ত তালিকার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। ওই তালিকায় যাঁরা থাকবেন নির্বাচনে তারা ভোট দিতে পারবেন। তবে মনোনয়ন জমা শুরু হয়ে গেলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

> **প্রথমে শুনেছিলাম, ৫৮ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। পরে শুনেছি-লাম, ৮০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাবে। এখন তো দেখা যাচ্ছে, ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিতে পারে কমিশন।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

চূড়ান্ত তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে না তাঁদের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার কার্যত স্থগিত থাকবে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিপুল সংখ্যক অভিযোগ খতিয়ে দেখে তার নিষ্পত্তি করা আদৌ সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাথমিক অনুমান, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কয়েক লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি করা হলেও শেষপর্যন্ত ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকায় না থাকার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় না থাকার আশঙ্কা রয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেটাই কার্যত বোঝাতে চেয়েছেন। এসআইআর শুরুর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার দাবি করেছেন, সঠিকভাবে এসআইআর হলে এবার অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষের নাম বাদ যাবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সংখ্যার হিসেবে তা কার্যত অসম্ভব।

কারণ, প্রথম দফায় ৫৮ লক্ষের নাম বাদ যাওয়ার পর জুডিশিয়াল অফিসারদের হাতে তথ্যগত অসংগতি থাকা যে নামের যে তালিকা নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হয়েছে তা প্রায় ৬০ লক্ষ। এই দুই তালিকা যোগ করলেও বাদ পড়া নামের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ হয় না। তাছাড়া কোনও অবস্থাতেই নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া ৬০ লক্ষের তালিকার সব নামই অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এটা হতে পারে না। ফলে এবারেও শুভেন্দুর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যত ফ্লপ। এই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, '১ কোটি ২০ লক্ষ নাম তো বাদ যাবে না। উনি (মুখ্যমন্ত্রী) তো ঠিকই বলেছেন।'

এদিন ভবানীপুরের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভবানীপুর একটি মিনি ইন্ডিয়া। এখানে সবরকম মানুষ রয়েছেন। এখানকার বহু মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁদের নাম যাতে তালিকায় থাকে তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি নিজে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করেছি। আদালত বলার পরেও ৪-৫ দিন কেটে গিয়েছে। এখনও সম্পূর্ণভাবে কাজ শুরু হয়নি। আমি জানি না, ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন তালিকা প্রকাশ হবে, তখন যাঁদের নাম থাকবে না তাঁদের কতটা দুঃখ হবে। আমি চাই কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, গণতন্ত্রকে যাতে ধ্বংস না করা হয়।' নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কারও অধিকার ছিনিয়ে নেবেন না। সকলকে তাঁর অধিকার ফিরিয়ে দিন। সকলকে বাঁচতে দিন।'

চূড়ান্ত তালিকার পর অনিশ্চিত ৬০ লক্ষ

অশান্তির আশঙ্কায় বৈঠকে কমিশন-রাজ্য

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা (আংশিক) প্রকাশ হলেও ঝুলে থাকবে ৬০ লক্ষ নাম। ফলে তালিকা প্রকাশের পর সেখানে নিজের নাম দেখতে না পাওয়ার পর অনিশ্চয়তা এবং চরম উদ্বেগের মধ্যে পড়বেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তার জেরে রাজ্য জুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বড়সড়ো অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে বলেছে। সেই কারণে ইতিমধ্যেই ১ মার্চের মধ্যে রাজ্যে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এই আবহেই বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্র ও রাজ্যের পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন সিইও মনোজ আগরওয়াল এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র।

অন্যদিকে, ভোটারদের নথির অসংগতির নিষ্পত্তির সমস্যা সমাধানে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বৃহস্পতিবার বৈঠক ডেকেছেন। বৈঠকে থাকবেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক, মুখ্যসচিব, ডিজি প্রমুখ।

রাজ্যের ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ মোট ভোটার থেকে প্রথম দফায় বাদ গিয়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। এরপর আনম্যাপড ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় ছিল আরও প্রায় দেড় কোটি। এই তালিকা থেকেই কেন্দ্রের রোল অবজার্ভার, মাইক্রো অবজার্ভারদের সঙ্গে রাজ্যের ইআরও, এইআরওদের ঐকমত্য না হওয়ায় ৬০ লক্ষ নাম চূড়ান্ত করতে জুডিশিয়াল অফিসারদের দায়িত্ব দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার থেকে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, জুডিশিয়াল নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালু রেখে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। ফলে প্রকাশিত তালিকায় মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ৫৮ লক্ষের সঙ্গে জুডিশিয়াল যাচাইয়ের অধীনে থাকা ৬০ লক্ষ নামও থাকবে না।

> **নিষ্পত্তির হার এখনও খুবই কম। প্রথম দিনে ১ হাজার নথিও নিষ্পত্তি করা যায়নি। এই পরিস্থি-তিতে ধাপে ধাপে তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয়।**
>
> **-মনোজ আগরওয়াল**

প্রকাশের পর তালিকায় নাম না খুঁজে পেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আতঙ্কিত ও চরম উদ্বেগের মধ্যে পড়বেন, তা প্রায় নিশ্চিত। তার ফলে রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু জেলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর জুডিশিয়াল নথি যাচাইয়ের মধ্যে দিয়ে যেমন যেমন নিষ্পত্তি হবে কমিশন মনে করলে ধাপে ধাপে সেই অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু কমিশন ঠিক করেছে ধাপে ধাপে নয়, একলপ্তে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করবে। সিইও দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, জুডিশিয়াল নিষ্পত্তি খুব মসৃণ হলেও মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে ৬০ লক্ষ নথি যাচাই চূড়ান্ত করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তালিকা প্রকাশের পর ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতে হবে। একলপ্তে তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্তের বিষয় সিইও বলেন, 'নিষ্পত্তির হার এখনও খুবই কম। প্রথম দিনে ১ হাজার নথিও নিষ্পত্তি করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে ধাপে ধাপে তালিকা প্রকাশ সম্ভব নয়।' যদিও তার ফলে মানুষের উদ্বেগের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে না কমিশন। সিইও বলেন, 'মনোনয়ন শুরুর আগে তো চূড়ান্ত অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।' কিন্তু নিষ্পত্তির যা হার, মনোনয়ন শুরুর আগে ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি শেষ হবে কি না তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিইও।

ভোটার তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় বুথ পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে বৈঠকও স্থগিত রাখতে হয়েছে কমিশনকে। ৮০ হাজার ৬৮১টি বুথ ও ৭৮টি আবাসনে বুথের সিদ্ধান্ত আপাতত বহাল থাকছে। ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ১ ও ২ মার্চ কমিশনের একটি দলের রাজ্যে আসার কথা ছিল। কিন্তু ওই সময়ই কলকাতায় ইন্ডিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ম্যাচ ও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ ও বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র আসার কথা থাকায় সেই সফর স্থগিত হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে তদন্তে রাজ্য পুলিশের দল

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবারের পর বুধবারও রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে হুমকি ই-মেল গিয়েছে। রাজ্য সরকার এই বিষয়টিকে যে হালকাভাবে নিচ্ছে না, তা স্পষ্ট। এদিনও নবান্নে বৈঠকে বসেন রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ কর্তারা। ইতিমধ্যেই ওই ই-মেলের আইপি অ্যাড্রেস পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, তামিলনাড়ু থেকে সেগুলি পাঠানো হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের একটি দল এদিনই তামিলনাড়ু পৌঁছেছে। সেই রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে কী কারণে এই ভুয়ো ই-মেল পাঠানো হয়েছে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। এদিনের বৈঠকেও মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে, ডিজি (এসটিএফ) জাভেদ শামিম, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে এই ই-মেল পাঠানোর কারণ জানার চেষ্টা করা হবে। পুলিশের পদস্থ কর্তারা মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিচারব্যবস্থাকে যুক্ত করা হয়েছে। তাই বিচারকদের মধ্যে আতঙ্ক ধরিয়ে এই প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটানোর চক্রান্ত চলছে।

মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী বলেছেন, 'বিষয়টি হালকাভাবে নেওয়া হচ্ছে না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যে আদালতগুলিতে ই-মেল গিয়েছে, সেখানে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে।' রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে বলেন, 'আইপি অ্যাড্রেস চিহ্নিত করে আমরা অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি। তদন্ত অনেকদূর এগিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই এর বেশি বলা সম্ভব নয়।' কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'অভিযুক্তদের কিছুতেই রেওয়াত করা হবে না।' তবে বিষয়টি নিয়ে ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টা চলছে রাজনৈতিক মহলে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিনও এনআইএ তদন্তের দাবি করেছেন।

আদালতে বোমার হুমকির মেইল

মঙ্গলবার কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জেলার নিম্ন আদালতগুলিতে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। এদিন আসানসোল, সিউড়ি আদালতে বোমা রাখা হয়েছে বলে হুমকি মেল পাঠানো হয়।

পশ্চিম বর্ধমানের জেলা বিচারকের কাছে হুমকি মেল আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে তল্লাশি চালান আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ধ্রুব দাস। সিউড়ি জেলা আদালতেও বিচারকের কাছে হুমকি বার্তা আসে। ডিএসপি কুণাল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। পশ্চিমবঙ্গ সহ পড়শি রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও এই ঘটনা ঘটেছে। ধানবাদের জেলা আদালত চত্বরেও আরডিএক্স রাখা আছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ভোট নিয়ে বিধায়ক-সভা

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যসভার ভোটের মনোনয়নপত্র দাখিলে প্রার্থীদের প্রস্তাবক হিসেবে সই করার জন্য দলীয় বিধায়কদের বৃহস্পতি, শুক্র এবং সোমবার বিধানসভায় হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল। বুধবার সন্ধে পর্যন্ত রাজ্যসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা না হলেও দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ সব বিধায়ককে এই নির্দেশ মানতে হুইপ জারি করেছেন। বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে দলের বিধায়কদের দিকনির্দেশিকা দিতে এই তিনদিনের মধ্যে একদিন পরিষদীয় দলকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পরিস্থিতিতে কোন এলাকায় নাম বাদ যাওয়ার বেশি আশঙ্কা রয়েছে, তা নিয়ে বিধায়কদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিতে দলীয় বিধায়কদের সরকারি প্রকল্পের প্রচার আরও বেশি করে করতেও তিনি নির্দেশ দিতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিধানসভার গত কয়েকটি অধিবেশনে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী দিকনির্দেশিকা দিয়েছেন। রাজ্যসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসেবে সই করতে বিধায়করা আসবেন। তারই ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় বিধায়কদের নির্দেশিকা দেবেন বলেই আপাতত ঠিক আছে।'

দাগমুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী-তালিকায় কোনও দাগ রাখতে চান না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূল সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলনেত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, প্রার্থী-তালিকা এবার এমন হবে, যা নিয়ে কেউ যাতে আঙুল তুলতে না পারে। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে খোঁজখবর নিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে আইপ্যাক সব কেন্দ্রের জন্য একটি করে প্রার্থী-তালিকা তৈরি করেছে। তাদের তালিকা কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে পাঠানোও শুরু হয়েছে। আবার মুখ্যমন্ত্রী জেলাস্তর থেকে অনেক নামের সুপারিশ পাচ্ছেন। রাজ্য তৃণমূল ভবনেও প্রার্থী হতে ইচ্ছুকদের বায়োডেটা জমা হচ্ছে। সবটা নিয়েই অভিষেক, সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলে তালিকা চূড়ান্ত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সেটা ভোটার তালিকা বেরোনোর পরই হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি, খাদ্যে র‍্যাশন দুর্নীতি, আরজি কর কাণ্ডের মতো একাধিক ঘটনায় বারবার বিদ্ধ শাসকদল তৃণমূল। বাইরে প্রকাশ না পেলেও জনমানসে দল সম্পর্কে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। যার প্রতিফলন ভোটে পড়তে পারে। আর এই আশঙ্কার ওপর দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত, মন্ত্রী-বিধায়ক থেকে শুরু করে নেতাস্তরে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কাউকেই এবার প্রার্থী করা হবে না। দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গিয়েছেন বা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের প্রার্থী হওয়ার আবেদন তো নৈব নৈব চ। বুধবার দলের খবর, বর্তমানে রাজ্যে এসআইআর ও ভোটার তালিকা নিয়ে এত হইচই-এর মাঝেও মুখ্যমন্ত্রী দলে ভোটের প্রার্থী তালিকা নিয়ে কিছুটা হলেও সময় দিচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, নেত্রীর এই কড়া মনোভাবের পরও দলের আস্থা অর্জন করতে জামিনে মুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহার মতো লোকেরা আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন। লক্ষ্য একটাই, যেভাবে হোক এবারও ভোটে দলের একটা টিকিট জোগাড় করা।

দলের অন্দরের খবর, একমাত্র প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছাড়া অন্যদের টিকিট পাওয়ার নিশ্চিত কোনও আশা নেই। একমাত্র জ্যোতিপ্রিয়কেই মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সংগঠনের দায়িত্বে আবার এনেছেন। বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের সঙ্গে জেলা সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়কও করা হয়েছে তাঁকে। আশা না থাকলেও পার্থ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পানিহাটিতে গৃহ সম্পর্ক অভিযানে সুকান্ত

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে গৃহ সম্পর্ক অভিযানে নেমেছে বিজেপি। সেই সূত্রে বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি দিয়ে অভিযান শুরু করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

এদিন পানিহাটির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নাটাগড় উজ্জ্বল সংঘ থেকে গৃহ সম্পর্ক অভিযানে নামেন সুকান্ত। দলীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্রিগেডে আসন্ন প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসার জন্য আবেদন জানান তিনি।

একইসঙ্গে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যের ক্ষমতায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজেপিকে সমর্থন করার আবেদনও জানান তিনি। পরে সুকান্ত বলেন, 'এই বিধানসভার মানুষ অনেক কষ্ট সয়েছে। ঘরের মেয়েকে হারিয়েছে। এরা তৃণমূলকে ক্ষমা করবে না। বিধানসভা ভোটে আরজি করের জবাব দেবে পানিহাটির মানুষ।'

পানিহাটির বিধায়ক বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেন, 'এখানকার বিধায়ক উদ্ধত। পানিহাটির মানুষকে মানুষ বলে মনে করেন না। এই ঔদ্ধত্য চিরকাল সহ্য করে না মানুষ।'

যদিও সুকান্তর অভিযোগের জবাবে নির্মল বলেন, 'আরজি করের নিগৃহীতার প্রতি আমাদের সমবেদনা আছে। ওরা তো রাজ্য পুলিশকে দুষে সিবিআই পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য পুলিশ যা করতে পেরেছিল সিবিআই তো তার বাইরে কিছু করতে পারেনি।'

তবে পানিহাটি গিয়ে অভয়াকে নিয়ে মানুষের ক্ষোভ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও গৃহ সম্পর্ক অভিযানে অভয়ার বাড়িতে না যাওয়ায় তা নিয়ে সুকান্তকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। এখন দেখার বিধানসভা ভোটে এর কোনও প্রভাব পড়ে কি না।

পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক নাচ, গান ও অভিনয়

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : নাচ-গান-আবৃত্তি-নাটক-হাতের কাজ আর 'কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস' নয়। এবার থেকে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে এই বিষয়গুলি যুক্ত করা হচ্ছে। এমনকি বার্ষিক মূল্যায়নেও যুক্ত হবে এই 'এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস'-এর নম্বর। পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ নিচ্ছে শিক্ষা দপ্তর।

অধিকাংশ বেসরকারি স্কুলে পাঠ্যক্রমে অরিগ্যামি, সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তির মতো বাধ্যতামূলক বিষয়গুলির উপস্থিতি খুব সাধারণ। কিন্তু এতদিন রাজ্যের স্কুলগুলিতে এই সুবিধা ছিল না। পড়ুয়াদের মানসিক উন্নয়নের জন্য এবার থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা মনীষীদের জীবন কাহিনী বা অবদান পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে দপ্তর। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এই পাঠ্যক্রম পরিচালনার জন্য আদৌ সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে কি না। দপ্তরের আধিকারিকদের কথায় ডিএলএড বা বিএড-এর প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে এই বিষয়গুলি শিখতে হয়। তাই তাঁরাই অনায়াসে এই বিষয়গুলিতে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।

প্রকাশ্যে পরীক্ষার খাতা দেখা নিষিদ্ধ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বাস, ট্রেন বা স্কুলের স্টাফ রুম, কমন রুমে বসে খাতা দেখতে পারবেন না পরীক্ষকরা। কোনওরকম জনবহুল এলাকায় বসে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যাবে না। মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি স্বচ্ছ রাখতে এবার পরীক্ষকদের জন্য একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করে এমনটাই জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল নিয়ে বিন্দুমাত্র খামখেয়ালি বরদাস্ত করা হবে না। উত্তরপত্রের ছবি তোলা বা এই নিয়ে সর্বসমক্ষে আলোচনা করাও নিষিদ্ধ।

বুধবার পর্ষদ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে তা বণ্টনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেই খাতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষকদের একাধিক বিধিনিষেধ কড়াভাবে মেনে চলতে হবে। কোনওভাবেই প্রকাশ্য স্থানে বসে খাতা দেখা যাবে না। সমাজমাধ্যমে উত্তরপত্রের অংশ নিয়ে কোনওরকম আলোচনা করা যাবে না। খাতা রাখতে হবে নিরাপদ এবং তালাবন্ধ আলমারিতে, যা কেবল পরীক্ষকদের নাগালেই থাকবে। আর্দ্রতা বা অতিরিক্ত তাপ থেকে উত্তরপত্র রক্ষা করতে হবে। এমনকি বাড়ির পোষ্য কোনও প্রাণী বা পোকামাকড় যাতে উত্তরপত্রের কোনও ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। কোনওভাবেই খাতা দেখা বা নম্বর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঢিলেমি করা চলবে না। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্ভুল মূল্যায়ন শেষ করতে হবে। এর আগেও খাতা হারিয়ে যাওয়ার মতো অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছে পর্ষদের কাছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার সতর্ক থাকতে চাইছে পর্ষদ। আর তাই পরীক্ষকদের

মাধ্যমিক নিয়ে কড়া পর্ষদ

স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোপনীয়তা রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য।

ইতিমধ্যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, বিষয় ভাষা সাহিত্য হলেও পরীক্ষকদের নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পড়ুয়ারা যাতে কোনওভাবেই বেসরকারি স্কুলগুলির পড়ুয়াদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে, সেদিকেই এবার থেকে নজর রাখতে চাইছে রাজ্য।

৩২ হাজারের চাকরি বহালের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বহাল থাকার নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের হয়েছে। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। ফলে নতুন করে জটিলতার আশঙ্কা করছেন চাকরিতে বহাল থাকা প্রার্থীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন একদল স্বার্থান্বেষী আইনজীবী, এমনটাই অভিযোগ তাঁদের।

এসএলপি দাখিলের পরেই বামপন্থী আইনজীবীদের তোপ দাগছেন কর্মরত। চাকরিতে বহাল থাকা শিক্ষক তুষার নন্দী বলেন, 'এই মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিজেদের স্বার্থেই করা হয়েছে। অপর শিক্ষক অর্পণ রায়ের মতে, 'বার বার আমাদের হাতিয়ার করে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করছেন এঁরা। আশা করছি, ডিভিশন বেঞ্চের মতো সুপ্রিম কোর্টেও আমাদের যুক্তিতেই মান্যতা দেওয়া হবে।' আরেক শিক্ষক অলোক সরকারের দাবি, 'ভোটের আগে বাজার গরম করার চেষ্টা। আমাদের ক্যাভিয়েট দাখিল করা রয়েছে।' আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নাম তুলতে বাড়ছে রেজিস্ট্রি বিয়ে

সাল	নিবন্ধিত বিবাহ
২০২৫	১,৮৩,৭৩৩
২০২৪	১,৭১,৩৯৮
২০২৩	১,৬৮,৬৬৭
২০২২	১,৮১,৯২৩

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিয়ে হওয়ার পর বছর গড়িয়েছে। কারোর আবার সন্তানদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার বয়সও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আইনি মতে বিয়ে এখনও সেরে উঠতে পারেননি তাঁরা। এরকম ১ লক্ষ ৮৩ হাজারের বেশি দম্পতি গত বছর এলাকার রেজিস্ট্রি অফিসগুলিতে লাইন দিয়েছেন। কারণ একটাই, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। সরকারি কাগজে-কলমে নিজেদের নাম পাকা করতে গত এক বছরে যে সংখ্যায় বিবাহ নথিভুক্তিকরণ হয়েছে, তা রেকর্ড মাত্রা ছাড়িয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ম্যারেজেস-এর তথ্য বলছে, ২০২২ সালে কোভিড-পরবর্তী সময়ে সর্বশেষ এরকম রেকর্ড ভিড় দেখেছিল রাজ্য। এসআইআর আবহে এই বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা তখনের পরিসংখ্যানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

হিসেব বলছে, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ১৬ নম্বর ধারায় অর্থাৎ বিয়ের অনুষ্ঠানের পর নাম নিবন্ধনের নীতি অনুযায়ী গত বছর ১০,৯৬৯টি বিয়ে নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৪ জন দম্পতি বিয়ের মূল অনুষ্ঠানের পর রেজিস্ট্রি সেরেছেন। অবশ্য এই বিয়ের পর রেজিস্ট্রি সারার প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দম্পতিদের মধ্যে। এসআইআর আবহে গত বছর ৭,১৫৪ জন মুসলিম দম্পতি বিয়ের পর নিজেদের নাম নিবন্ধিত করেছেন। ২০২২ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৬৯৮৯। যদিও নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃত ১৪টি নথির তালিকায় বিয়ের শংসাপত্র নেই। তবুও শুনানির সময় বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের পদবি পরিবর্তন বা ঠিকানা বদলের ক্ষেত্রে বিয়ের শংসাপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে আইনি জটিলতা এড়াতে রেজিস্ট্রিকেই সবচেয়ে নিরাপদ পথ বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

এছাড়াও নবান্ন সূত্রে খবর, প্রবাসী ভারতীয়দের বিয়ের রেজিস্ট্রির নিয়মকানুন এখন অনেক সহজ হয়েছে। তাই অনলাইন আবেদনের সুবিধা থাকায় গতবছর সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা প্রথম বারের মতো ১ লক্ষের গণ্ডি পার করেছে। স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী এইভাবে বিয়ে নথিভুক্তিকরণ করেন দম্পতিরা। ২০২২ সালে ৯৯,৭১৫ জন এই পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করেছেন। গতবছর সেই সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৪,২৪২। এসআইআর-এর সৌজন্যে আইনি মতে বিয়ের এই বাড়বাড়ন্তকে ইতিবাচক প্রভাব বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ। এর ফলে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ পরিচয়পত্রকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া জটিলতাও ভবিষ্যতে অনেকখানি কমবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২

জট মানসিকতাতেই

গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ ভোট। স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে। ভোট প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখতে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত হওয়া উচিত। এই গুরুদায়িত্বটি নির্বাচন কমিশনের। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজটি নির্বিঘ্নে সেরে ফেলাই দস্তুর। অতীতে তেমনই হত।

কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য সরকারের দ্বৈরথ নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রতিটি পদক্ষেপে কমিশন বনাম রাজ্যের দ্বন্দ্ব খবরের শিরোনাম হচ্ছে। বিএলও-দের আত্মহত্যা থেকে খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ, আধিকারিক নিয়োগ থেকে শুনানি- সবেতেই বেনজির সংঘাত ঘটছে।

সুপ্রিম কোর্ট একারণে হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করে বকেয়া শুনানির ভার দিয়েছে বিচার বিভাগের ওপর। এতে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও শুনানি প্রক্রিয়ার জটের নিষ্পত্তি করে সময়ে প্রকাশ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। প্রকাশিত হলেও হয়তো সেটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা হবে না। ফলে রাজ্যের ভোটারদের মনে অনিশ্চয়তার মেঘ জমাট বেঁধেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দেশের আরও ১১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর হচ্ছে। বিহারে নির্বাচনের ঠিক আগেও এসআইআর হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছু খামতিও ধরা পড়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমিশন বনাম রাজ্য সরকারের সংঘাত যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা অন্য কোনও রাজ্যে দেখা যায়নি।

তামিলনাড়ুর ভোটার তালিকা থেকে ৭৪ লক্ষ নাম, গুজরাটে বাদ পড়েছে ৬৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম। মধ্যপ্রদেশে ৩৪ লক্ষের বেশি, কেরলে প্রায় ৯ লক্ষ বাদ পড়েছে। কিন্তু কোনও রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো শোরগোল নেই। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তামিলনাড়ু এবং কেরলে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বাংলার মতো ওই দুটি রাজ্যে বিজেপি বিরোধী সরকার রয়েছে।

অথচ সব রাজ্যকে ছাপিয়ে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এ সর্বাধিক জটিলতা, বিতর্ক, সংঘাত এবং চাপানউতোর চলছে। এসআইআর চলাকালীন বিএলও-দের আত্মহত্যার ঘটনা বাংলার পাশাপাশি অন্য কিছু রাজ্যেও হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিতর্ক চরমে। অথচ এসআইআর-এর মতো একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ঘিরে এত বিতর্ক হওয়ার কথাই নয়।

গত কয়েকমাস ধরে রাজ্যজুড়ে এই সংঘাতের দায় নির্বাচন কমিশনও এড়িয়ে যেতে পারে না। কমিশনের তৎপরতা ঘিরে যেসব প্রশ্ন উঠছে, তার গুরুত্ব আছে। কমিশনের দায়িত্বশীলতাও প্রশ্নের মুখে। অন্যদিকে, এসআইআর-এর অজুহাতে বিজেপির লাগাতার পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর হুমকি বাস্তবসম্মত ছিল না।

তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগও কম নয়। ভোট চুরির মতো মারাত্মক অভিযোগও উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর প্রতিটি ধাপে কমিশনের গাজোয়ারি মনোভাবও দেখা গিয়েছে। যাতে মনে হতে পারে, কমিশন দেশের মানুষকে বিশ্বাস করে না। সুপ্রিম কোর্টে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ নালিশ জানানোয় বুঝতে অসুবিধা হয় না, কমিশনের সঙ্গে রাজ্যের পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতি কোন উচ্চতায় চলে গিয়েছে।

স্বাধীন ভারতে নির্বাচন করানোর যে ইতিহাস ও পরম্পরা আছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাংলায় এসআইআর হয়নি বলেই শেষলগ্নে বিচার বিভাগকে এই প্রক্রিয়ায় শামিল করাতে হয়েছে। এসআইআর-এর মতো একটি সময়সাপেক্ষ কাজকে দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার প্রয়োজন ছিল না। বরং আরও আগে থেকে কাজটি শুরু করলে এই বেনজির সংঘাত হয়তো এড়ানো যেত।

কমিশনের কথায় ও কাজে নিরপেক্ষতা না থাকার অভিযোগ ওঠা এই সংঘাতের বড় কারণ। অন্যদিকে, কমিশনকে নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিজেপির রে রে করে ওঠা পক্ষপাতের ধারণাকে জোরালো করছে। তৃণমূল এবং বিজেপি- উভয় পক্ষই দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে এসআইআর-কে ব্যবহার করছে। সবকিছুতেই রাজনীতির ছোঁয়ার পরিণাম এটাই।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে-যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ছাব্বিশের ভোটের আসল 'চাণক্য' কারা?

জনসভার হর্ষধ্বনি আর ফুলের মালার আড়ালে অ্যালগরিদমের জাদু ঠিক করে দিচ্ছে আপনার ভোটের ভবিষ্যৎ।

জয়জিৎ বণিক

-এআই।

হাতের স্মার্টফোনটা অন করুন। ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপের ইনবক্সে যে ভিডিওটা সবেমাত্র ফরওয়ার্ড করলেন, কিংবা রিলস স্ক্রল করতে করতে যে স্লোগানটা আপনার মনে গেঁথে গেল- ওটা কিন্তু কাকতালীয় নয়। ওটা আসলে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোনও 'ওয়াররুমে' বসে থাকা এক অদৃশ্য বাহিনীর নিখুঁত ছক।

আজকের রাজনীতি আর ময়দানের ধুলোবালি মাখা সেই পুরোনো 'মিছিল-মিটিং'-এ আটকে নেই। এখন খেলাটা হয় ল্যাপটপের নীল আলোয়, এক্সেল শিটের জটিল অঙ্কে, আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মগজাস্ত্রে। সামনেই ২০২৬-এর মহাযুদ্ধ। বাংলার মাটি দখলের লড়াইয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সেনাপতিদের নাম আমরা সবাই জানি। কিন্তু এঁদের পেছনে যে 'অদৃশ্য সৈনিক'রা দিনরাত এক করে রণকৌশল সাজাচ্ছেন, তাঁদের ক'জন চেনে? আইআইএম বা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) থেকে পাশ করা ঝকঝকে তরুণ-তরুণী, যাঁরা হয়তো কোনওদিন রাজনীতির পতাকাই ধরেননি, আজ তাঁরাই ঠিক করে দিচ্ছেন- নেতা কী বলবেন, কোথায় যাবেন, আর কার সঙ্গে হাত মেলাবেন।

কর্পোরেট চাণক্য ও আইপ্যাক রহস্য

একসময় রাজনীতি ছিল 'নেতা' আর 'কর্মী'র আবেগের সমীকরণ। আজ সেখানে ঢুকে পড়েছে 'পলিটিকাল কনসালট্যান্ট' বা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। প্রশান্ত কিশোর বা পিকে এখন দৃশ্যত নেই, কিন্তু তাঁর তৈরি করা সেই 'কর্পোরেট মডেল' এখন তৃণমূল কংগ্রেসের ধমনীতে মিশে গিয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আমূল পরিবর্তনের প্রধান কান্ডারি। তিনি বুঝেছিলেন, শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেগ বা 'ক্যারিশমা' দিয়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ঝেড়ে ফেলে নির্বাচনের বৈতরণি পার হওয়া কঠিন। তাই দরকার পেশাদারিত্ব। আজ তৃণমূল ভবনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, কোন প্রার্থীর নাম তালিকায় থাকবে আর কে বাদ পড়বেন- তা ঠিক করতে স্থানীয় প্রভাবশালী 'দাদা' বা 'দিদি'দের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় আইপ্যাকের সার্ভে রিপোর্ট।

এই তরুণ তুর্কিরা- যাঁদের অনেকেই আইআইটি বা ন্যাশনাল ল' স্কুল থেকে পাশ করা- গ্রামে গ্রামে ঘুরে ডেটা সংগ্রহ করেন। কার জনপ্রিয়তা কমছে, কার বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ- সব তথ্য নিমেষে পৌঁছে যায় ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের দপ্তরে। ইডি যখন আইপ্যাকের দপ্তরে হানা দেয়, তখন বোঝা যায় এই 'অদৃশ্য শক্তি' কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিরোধীরাও জানে, তৃণমূলের আসল 'ব্রেন'টা কোথায় লুকিয়ে আছে।

'অগ্নিকন্যা' থেকে 'বাঘিনী': ব্র্যান্ডিংয়ের নতুন খেলা

রাজনীতিতে এখন 'ইমেজ' বা ভাবমূর্তিই সব। আর এই ইমেজ তৈরির কারিগররাই ঠিক করে দেন, কখন মমতাকে 'স্নেহময়ী দিদি' সাজতে হবে, আর কখন হতে হবে 'ক্ষুরধার বাঘিনী'। একটা সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর অনুগামীরা 'অগ্নিকন্যা' বলতেন। সেটা ছিল বাম জমানার লড়াইয়ের প্রতীক। কিন্তু ছাব্বিশের ভোটের আগে আইপ্যাক বুঝেছে, এখন দরকার এক লড়াকু অভিভাবকের ইমেজ। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আইপ্যাকের তৈরি ভিডিওটি খেয়াল করেছেন? ১ মিনিট ৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মমতা মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সেই ছবিই গ্রাফিকসের জাদুতে রূপ নিচ্ছে এক ক্রুদ্ধ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগ্রেস'-এ।

এটা শুধুই ভিডিও এডিটিং নয়, এটা 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার' বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। কয়েক মাস আগেই মমতা বলেছিলেন, 'আহত বাঘ কিন্তু ভয়ংকর।' সেই কথাটিকেই ভিজুয়াল এফেক্ট দিয়ে মানুষের অবচেতনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'- অভিষেকের মুখ দিয়ে এই স্লোগান প্রথম বের হলেও, এর জন্ম কিন্তু কোনও এসি ঘরের হোয়াইট বোর্ডে। স্ট্র্যাটেজিস্টরা জানেন, বাঙালি আবেগপ্রবণ, তাই বাঘের উপমা তাঁদের রক্ত গরম করবেই। মমতার এই 'রিব্র্যান্ডিং'- অগ্নিকন্যা থেকে বাঘিনী- নেপথ্যের এই কারিগরদেরই মস্তিষ্ক প্রসূত।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন আর শুধু নেতাদের ভাষণ নয়, বরং ল্যাপটপের স্ক্রিনে সাজানো এক নিখুঁত চিত্রনাট্য। মমতার 'বাঘিনী' ইমেজ থেকে বিজেপির 'ওয়াররুম'- নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন আইআইটি-আইআইএম পাশ করা 'অদৃশ্য চাণক্য'রা। আদর্শের লড়াই এখন ডেটার দখলে, যেখানে ভোটাররা শুধুই একেকটি সংখ্যা। গণতন্ত্র নাকি ডেটাতন্ত্র- কার জাদুতে মিলবে মসনদ?

বিজেপির 'ওয়াররুম': সংঘ ও প্রযুক্তির ককটেল

অন্যদিকে, বিজেপির রণকৌশল একটু আলাদা। তারা পুরোপুরি আউটসোর্সিং-এ বিশ্বাসী নয়। তাদের শক্তি হল- আরএসএস-এর সাংগঠনিক ভিত্তি আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'মাইক্রো-ম্যানেজমেন্ট'। বিজেপি এবার বাংলাকে বেশ কয়েকটি 'জোন'-এ ভাগ করে হাইটেক 'ওয়াররুম' খুলেছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, যা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত, সেখানে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রদীপ ভাণ্ডারীর মতো জাতীয় মুখপাত্রদের আনাগোনা সেখানে এমনি এমনি নয়। এঁরা টিভি ডিবেটে যেমন দাপিয়ে বেড়ান, তেমনই নেপথ্যে থেকে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফিক সমীকরণ অনুযায়ী ঘুঁটি সাজাচ্ছেন।

বিজেপির এই 'অদৃশ্য বাহিনী'-তে একদিকে যেমন আছেন নীতিন নবীন বা মঙ্গল পান্ডের মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা, তেমনই আছেন অমিত মালব্যর আইটি সেলের যোদ্ধারা। এঁদের কাজ শুধু প্রচার নয়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে 'ন্যারেটিভ' সেট করা। সন্দেশখালি হোক বা আরজি কর- সোশ্যাল মিডিয়ায় আগুনের মতো হ্যাশট্যাগ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটা এঁরাই করেন এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, এই 'ফেক নিউজ' বা 'এডিটেড ক্লিপ'-এর যুদ্ধে বিজেপি তৃণমূলকে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে।

নেপথ্যের কারিগর : এক নতুন কেরিয়ার

একসময় ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সবাই চাইত গুগল বা মাইক্রোসফটে চাকরি করতে। এখন ট্রেন্ড বদলেছে। আইআইএম আহমেদাবাদ বা বেঙ্গালুরুর ছাত্ররা এখন ইন্টার্নশিপ করছেন রাজনৈতিক দলের 'স্ট্র্যাটেজি টিম'-এ। বেতন বা প্যাকেজ? কর্পোরেট সিইও-দেরও ঈর্ষা জাগাবে! কেন এই আকর্ষণ? কারণ এখানে শুধু টাকা নয়, আছে ক্ষমতাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ। কোন বুথে কত শতাংশ হিন্দু বা মুসলিম ভোট আছে- তার নিখুঁত অঙ্ক কষে দেওয়াই এঁদের কাজ। নেতার বক্তৃতায় কোথায় পজ দিতে হবে, কোন শব্দটা জোর দিয়ে বলতে হবে- সবটাই স্ক্রিপ্টেড। আমরা যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষণ শুনে হাততালি দিই, তা আসলে বহুবার রিহার্সাল দেওয়া পারফরমেন্স।

বাম-কংগ্রেস : মান্ধাতা আমলের হাতিয়ার?

লড়াই যখন হাইটেক মিসাইলের, তখন বাম আর কংগ্রেস যেন এখনও লাঠি-সড়কি নিয়ে যুদ্ধ করছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট বা বিধান ভবনে এখনও সেই পুরোনো ধাঁচের মিটিং, লিফলেট বিলি আর মিছিলের ওপর ভরসা। তাঁদের কোনও 'প্রশান্ত কিশোর' নেই, নেই কোনও 'আইটি সেল'-এর সংগঠিত আক্রমণ। সিপিএমের তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ঠিকই, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা মাঠ কাঁপাচ্ছেন, কিন্তু তা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কোনও পেশাদার সংস্থা দিয়ে 'ইমেজ মেকওভার' বা 'ডেটা অ্যানালিটিক্স'-এর পথে তারা হাঁটেনি। তাদের যুক্তি, রাজনীতি আদর্শের ব্যাপার, ব্যবসার নয়। শুনতে ভালো, কিন্তু ছাব্বিশের বাংলা কি শুধু আদর্শ দিয়ে চলে? ভোটাররা যখন রিলস আর শর্টস-এ আসক্ত, তখন লম্বা ইস্তাহার কে পড়বে? এই 'অদৃশ্য ফায়ারপাওয়ার'-এর অভাবেই কি তারা বারবার পিছিয়ে পড়ছে?

গণতন্ত্র নাকি ডেটাতন্ত্র?

দিনশেষে প্রশ্ন একটাই- আমরা কি নেতা বাছছি, নাকি কোনও চতুর স্ট্র্যাটেজিস্টের সাজানো পণ্যের ক্রেতা হচ্ছি? ভোটের আগে যে প্রতিশ্রুতি বা 'গ্যারান্টি'র বন্যা বয়ে যায়, তা কি নেতার মনের কথা, নাকি কোনও কনসালট্যান্টের ল্যাপটপে তৈরি করা 'উইনিং ফর্মুলা'? মমতার 'বাঘিনী' ইমেজ বা মোদির 'বিশ্বগুরু' অবতার- সবই আজ সযত্নে নির্মিত। মঞ্চে আমরা যাঁদের দেখি, তাঁরা আসলে কুশলী অভিনেতা। আসল চিত্রনাট্যকাররা বসে আছেন পর্দার আড়ালে, অন্ধকারের ওপারে। ছাব্বিশের নির্বাচনেও আসল লড়াইটা হবে এই দুই 'অদৃশ্য বাহিনী'র মধ্যে। আর আমরা, সাধারণ ভোটাররা? আমরা হচ্ছি শুধুই 'ডেটা পয়েন্ট'—যাদের পছন্দ-অপছন্দকে অ্যালগরিদমে ফেলে অঙ্ক কষা হচ্ছে।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৮ সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের জন্ম আজকের দিনে।

২০২৪ আজকের দিনে প্রয়াত হন গজল শিল্পী পঙ্কজ উধাস।

আলোচিত

প্রথমে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অজুহাতে নাম বাদ দিচ্ছে। মৃত ২০ লক্ষ ধরলে ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটার বাদ চলে যাবে। আমি জানি না, ২৮ তারিখ তালিকা প্রকাশের পর যাঁদের নাম থাকবে না, তাঁদের দুঃখ কতটা হবে।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন 'বিনবুলায়ে মেহমান' এক চিতাবাঘ। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, গাজিয়াবাদের গ্রিনফিল্ড স্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে গুটিগুটি পায়ে ঢুকছে সে। স্কুল কর্তৃপক্ষ আপাতত পরীক্ষা স্থগিত করেছে।

ভাইরাল/২

শিক্ষককে বেধড়ক মারছে এক তরুণ। রাজস্থানের বিকানেরের এই ভিডিও ভাইরাল। জাতিগত শংসাপত্রের অসম্পূর্ণ আবেদনপত্রে শিক্ষককে স্বাক্ষর করতে বলেছিল তরুণ। তিনি রাজি হননি। সেই 'অপরাধে' লাঠি দিয়ে শিক্ষককে বেধড়ক মার। ঘটনায় উদ্বিগ্ন নেটিজেনরা।

জনমন জনমত

দুই দলের বিরোধের চেয়ে দেশের মর্যাদায় অগ্রাধিকার

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতার সাম্প্রতিক আচরণ গভীর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্মেলনের মতো একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে যেখানে দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপিত করা হচ্ছিল, সেখানে দলীয় বিরোধিতার প্রদর্শন নিঃসন্দেহে অপ্রাসঙ্গিক ও অনভিপ্রেত।

এই সম্মেলন কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচারের ক্ষেত্র ছিল না। এটি ছিল দেশের সম্মান, সামর্থ্য ও আত্মমর্যাদার প্রতীকী মঞ্চ। বিদেশি রাষ্ট্রনেতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সামনে এমন বার্তা দেওয়া শুধু শোভনতার পরিপন্থী নয়, বরং দেশের ভাবমূর্তির পক্ষেও ক্ষতিকর। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, সেটাই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক চিত্র। কিন্তু সেই মতভেদ কখনও দেশের স্বার্থের ঊর্ধ্বে হতে পারে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিরোধী রাজনীতি কতটা উদ্দেশ্যহীন ও দিশেহারা হলে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিসরেও দলীয় অবস্থান জাহির করার তাড়না তৈরি হয়? গঠনমূলক সমালোচনা গণতন্ত্রের প্রাণ, কিন্তু যখন বিরোধিতা নিজেই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রতিপক্ষতাকে সামনে আনা হয়, তখন তা আর সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চা থাকে না। তখন তা হয়ে ওঠে আত্মঘাতী রাজনীতি। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ, দুর্বল হয় আমাদের সম্মিলিত অবস্থান।

সমালোচনা থাকুক, বিরোধিতা থাকুক- কিন্তু তারও একটি সময়, স্থান ও ভাষা আছে। সংসদ আছে, গণমাধ্যম আছে, জনসভা আছে, সেখানে সরকারের নীতি নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলা হোক। কিন্তু দেশ যখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার পরিচয় দিচ্ছে, তখন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা নিছক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। এটি শুধু রাজনৈতিক অপরিপক্কতাই নয়, বরং জাতীয় অগ্রগতির পথেও অন্তরায়।

বিরোধী রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা, উন্নততর পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া এবং জনস্বার্থে সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনা। কিন্তু যদি সেই রাজনীতি শুধুমাত্র 'বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা'-য় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা গণতন্ত্রের শক্তি নয়- তা হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যহীন প্রতিপক্ষতা। আর উদ্দেশ্যহীন প্রতিপক্ষতা শেষপর্যন্ত দেশের স্বার্থকেই আঘাত করে, দেশের মর্যাদাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।

আজ প্রয়োজন পরিপক্ব রাজনৈতিক মানসিকতা, যেখানে দলীয় অবস্থান থাকবে, মতাদর্শ থাকবে, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে থাকবে দেশের সম্মান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমরা এক ও অভিন্ন- এই বার্তাই সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়া উচিত।

দল বড় নয়, দেশ বড়। মতাদর্শ বড় নয়, মর্যাদা বড়। রাজনীতি হোক দেশের উন্নতির সোপান, দেশের অপমানের কারণ নয়।

অলোকা রায়, ধনতলা, ক্রান্তি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ফাগুনের তেরেয়া ও প্রকৃতি বন্দনা

শীত বিদায়ের আবহে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে পালিত তেরেয়াপুজো আসলে এক নিবিড় মিলন ও প্রকৃতির উপাসনা।

শ্রাবস্তী রায়

প্রকৃতির কোল ঘেঁষেই বেড়ে ওঠা উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা। তাঁদের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃতির ছোঁয়া আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে, বিশেষ করে ফাল্গুনের আগমনে যখন শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন চাদর বিদায় নেয়, তখন রাজবংশী লোকবিশ্বাসে এক বিশেষ পার্বণ উদযাপিত হয়। ফাল্গুন মাসের তেরো তারিখ উত্তরবঙ্গের জনজীবনে 'তেরেয়াপুজো' নামে পরিচিত। এটি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং শীতকে সশ্রদ্ধ বিদায় জানানোর এক অনন্য লোকজ রীতি। বংশপরম্পরায় চলে আসা এই উৎসবটি রাজবংশী সমাজের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি ও প্রাণীকুলের প্রতি তাঁদের ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

গোয়ালের শুচিতা ও মাঙ্গলিক আচার

তেরেয়াপুজোর দিনটি শুরু হয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ভোরবেলা গৃহস্থের গোয়াল থেকে গোরু বের করে সম্পূর্ণ স্থানটি পরিষ্কার করা হয়। সংগৃহীত শুকনো গোবর এই পুজোর একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে তুলে রাখা হয়। উৎসবের এই বিশেষ দিনে বাড়ির পোষ্য গবাদিপশুকে পরম মমতায় স্নান করানোর রীতি প্রচলিত। আগেকার দিনে গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীতে নিয়ে গিয়ে গোরুকে স্নান করানো হত, যদিও বর্তমান সময়ের ব্যস্ততায় অনেকে বাড়ির আঙিনাতেই এই মাঙ্গলিক স্নান সম্পন্ন করেন। বাড়িঘর লেপাপোছা করে শুদ্ধ করার

পর শুরু হয় শিশুদের আনন্দযজ্ঞ। বড়রা ছোটদের জন্য কলা গাছের খোল বা 'ঢোনা' দিয়ে বিশেষ গাড়ি বানিয়ে দেন, যা এই উৎসবের এক প্রধান আকর্ষণ।

শিশুদের ঢোনা গাড়ি ও লোকবিশ্বাস

শিশুদের বানানো সেই ঢোনা গাড়িতে সাজিয়ে রাখা হয় শিমুল ফুল, মাদার ফুল (স্থানীয় ভাষায় মান্ডাল ফুল), ঝাড়ুর কাঠি এবং আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখা শুকনো গোবর। এরপর সেই গাড়িটি টেনে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের রাস্তার তেমাথায়। সেখানে ফুল ও জল দিয়ে ভক্তিভরে পুজো দেওয়া হয়। পুজোর শেষে শিশুরা নিকটবর্তী জলাশয়ে স্নান করে এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে আসে। এই রীতির সঙ্গে এক গভীর লোকবিশ্বাস জড়িয়ে আছে- দৌড়ে ফেরার সময় নাকি পেছন ফিরে তাকাতে নেই। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, পেছন ফিরে তাকালে বিদায় নেওয়া শীত পুনরায় ফিরে আসতে পারে। এই সরল বিশ্বাসই রাজবংশী সমাজের লোকসংস্কৃতিকে এক মায়াবী রূপ দান করেছে।

আখোয়ালি পির ও রাখাল সেবার মিলন

তেরেয়াপুজোর দ্বিতীয় পর্বটি মূলত পুরুষকেন্দ্রিক। কোচবিহার জেলায় এই সময়ে 'আখোয়ালি পির'-এর পুজোর প্রচলন লক্ষ করা যায়। ফাল্গুনের শুরুতে কিশোররা বাঁশের আগায় পাটের আঁশ বেঁধে গ্রামজুড়ে 'মাগন' বা ভিক্ষা সংগ্রহ করে। তেরেয়ার দিনে সেই সংগৃহীত উপচার দিয়েই আখোয়ালি পিরের আরাধনা করা হয়। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলায় ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। সেখানে সন্ধ্যার দিকে গ্রামের ফসলি জমিতে বা 'দোলাবাড়িতে' উনুন তৈরি করে রান্নাবান্নার আয়োজন করেন পুরুষরা। উনুনকে পুজো দিয়ে শুরু হয় রন্ধনকার্য। এরপর গ্রামের সকলে মিলে মেতে ওঠেন 'রাখাল সেবা' বা বনভোজনে। এই সামূহিক ভোজন কেবল উদরপূর্তি নয়, বরং গ্রামীণ ঐক্যের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য ও মিলনের বার্তা

সুদীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতির উপাসনার মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের ছাপ বজায় রেখেছে। তেরেয়াপুজোর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজন আসলে বৃহত্তর সমাজকে একাত্ম করার এক বলিষ্ঠ বার্তা দেয়। যেখানে নেই কোনও কৃত্রিমতা, আছে কেবল অনাবিল আনন্দ আর প্রাণের স্পন্দন। তবে বর্তমান আধুনিকতা ও ব্যস্ততার যুগে এই প্রাচীন লোকাচারগুলি আজ ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। বিশ্বায়নের দাপটে ধুঁকতে থাকা এই গ্রামীণ সংস্কৃতিগুলো হারিয়ে গেলে উত্তরবঙ্গের মাটির আসল গন্ধটাই হয়তো ফিকে হয়ে যাবে।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। ধূপগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮০

পাশাপাশি : ১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ ৩। কুয়ো থেকে জল তোলার কপিকল ৪। হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ৫। এক ধরনের ঘুড়ি ৭। ধনুক থেকে যে অস্ত্র ছোড়া হয় ১০। শরীরের মধ্যভাগ, কোমর ১২। তর না সওয়া, তাড়াহুড়ো ১৪। নদী যেখানে সাগরে মেশে ১৫। অহংকারী ব্যক্তি ১৬। রত্ন ব্যবসায়ী।

উপর-নীচ : ১। যা দখলে বা অধিকারে আছে ২। চোখের প্রসাধন, কেউ কেউ বলে অঞ্জন ৩। কারও ওপর নির্ভরশীল না থাকা ৬। তারকাসুর বধের জন্য যে দেবতার জন্ম হয়েছিল ৮। কৌতুক বা মশকরা ৯। আড়ষ্টভাব দূর করতে গা মোড়া দেওয়া ১১। ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ সূচক মন্তব্য ১৩। রান্না করা নয়, কাঁচা তরকারি।

সমাধান ■ ৪৩৭৯

পাশাপাশি : ২। মহাপ্রভু ৫। জিওল ৬। অল্পবিস্তর ৮। গলি ৯। দার ১১। পাচনবাড়ি ১৩। পামীর ১৪। আতান্তর।

উপর-নীচ : ১। পুঁজিপাটা ২। মল ৩। প্রকল্প ৪। বিকার ৬। অলি ৭। বিদুর ৮। গর্দান ৯। দাড়ি ১০। অধিরথ ১১। পাদানি ১২। বাফতা ১৩। পার।

বিন্দুবিসর্গ

আসছেন শা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ভোটমুখর বাংলায় তৃণমূলের পাশাপাশি পদ্মশিবিরের তৎপরতাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। বিজেপি সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই ফের রাজ্যে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর এই সফরেই রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে বিজেপির প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত হতে পারে। সেই বিষয়ে শা-র সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের একটি বৈঠক হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তিনজন করে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম পাঠানো হয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। জেলা সভাপতি, জেলা ইনচার্জ এবং বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছ থেকেও আলাদাভাবে তিনটি করে নাম চাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একাধিক স্তরে সমান্তরাল অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করেছে দল। রাজ্য থেকে নির্বাচিত বিজেপি সাংসদদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের নিজ নিজ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভা আসনগুলির জন্য তিনটি করে সম্ভাব্য নাম পাঠাতে।

দাঁড়ি নাল্লাকান্নুর

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ক্ষমতার লড়াই নয়, তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল মানবসেবার ব্রত। মানবদরদি জননেতা সিপিআইয়ের আর নাল্লাকান্নু প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ১০১। বুধবার চেন্নাইয়ের পার্ক টাউনের রাজীব গান্ধি গভর্নমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সিপিএমের শংকরাইয়ার মৃত্যুর পর নাল্লাকান্নুই ছিলেন তামিলনাড়ুর শেষ শতবর্ষী কমিউনিস্ট নেতা। ব্রিটিশ-বিরোধী

আন্দোলনে জেল খেটেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন থাকাকালীনই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তখন নাল্লাকান্নুর বয়স ১৮। প্রায় ২৫ বছর সিপিআইয়ের তামিলনাড়ু রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। পরে তামিলনাড়ু সরকার নাল্লাকান্নুকে থাগাইসাল থামিজার পুরস্কারস্বরূপ ১৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। তিনি তা সরকারি ত্রাণ তহবিলে দান করেন। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন।

এআই-টোকাটুকি

মুম্বই, ২৫ ফেব্রুয়ারি : উচ্চমাধ্যমিকে হাইটেক জালিয়াতি। চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে টোকাটুকি। মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলার চামোর্শিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে উত্তর তৈরি করে তা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিলি করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থল জেকে বোমানওয়ার হাইস্কুল। এআইয়ের দায়ের গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ শিক্ষক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের একজন পিওন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষায় এই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে মহারাষ্ট্রের শিক্ষামহলে।

ভুয়ো জজিয়তি

ইসলামাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ডিগ্রি ছাড়াই টানা পাঁচ বছর বুক ফুলিয়ে জজিয়তি করে গিয়েছেন পাকিস্তানের ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি তারিক মাহমুদ জাহাঙ্গিরি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পদচ্যুত হলেন ধরা পড়ে গিয়ে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে দেখা গিয়েছে, ১৯৮৮ সালে পরীক্ষায় জাল এনরোলমেন্ট নম্বর ব্যবহারের অভিযোগে তাঁকে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এরপর ১৯৯০ সালে তিনি অন্য এক ছাত্রের পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে ফের বসেন পরীক্ষায়। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এক ১১৬ পাতার রায়ে আদালত জাহাঙ্গিরির নিয়োগকে 'শুরু থেকেই অবৈধ' ঘোষণা করে বরখাস্ত করেছে তাঁকে।

বন্ধ রেস্তোরাঁ

লন্ডন, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ঝাঁপ পড়ল ভারতীয় রেস্তোরাঁর। পাকিস্তানি জঙ্গি ও খালিস্তানি হুমকির মুখে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল লন্ডনের হ্যামারস্মিথের রংপ্রেজ রেস্তোরাঁ। লোভনীয় তড়কা ডাল, কড়াই চিকেন, বাটার চিকেন, শাহি পনিরের জন্য খাদ্যরসিকদের ভিড়ে ঠাসা থাকত হরমন সিং কাপুরের রেস্তোরাঁ। ১৬ বছর হাজার হাজার ভারতীয় জিভের স্বাদ মিটিয়েছেন। মঙ্গলবার হরমন জানিয়েছেন, ফোন, অনলাইনে তাঁকে প্রচুর হুমকি দেওয়া হয়েছে। রেস্তোরাঁর রেটিং নষ্ট করা হয়েছে ফেক রিভিউ দিয়ে। ভয় দেখানো হয়েছে কর্মীদের। পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েও পাননি। তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছেন, 'জীবনের নিরাপত্তা না থাকায় দোকান বন্ধ করা ছাড়া পথ ছিল না।'

ইজরায়েলে মোদি ■ প্যালেস্তাইন ইস্যুতে সরব কংগ্রেস

হামাসের হামলার নিন্দা

তেল আভিভ ও নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ভারত ইজরায়েলের পাশে আছে- সে দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, 'ভারত ও ইজরায়েলের সম্পর্ক লেখা রয়েছে রক্ত দিয়ে।'

গাজা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বললেও মোদি ইজরায়েলের উপর হামাস-এর হামলার নিন্দা করেন। ওই হামলাকে তিনি ২৬/১১ মুম্বই হামলার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন। মোদির ভাষায়, 'জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হওয়ার যন্ত্রণা ভারত খুব ভালোভাবেই জানে।'

শান্তি ফেরানোর কথা বললেও প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের লাগাতার হামলা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তবে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে গাজায় শান্তি ফেরানোর পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন।

মোদি বলেন, 'শান্তি ফেরানোর পথ সহজ নয়। গোটা বিশ্বের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে শান্তি ফেরানো সম্ভব।' তাঁকে এদিন ইজরায়েলের সংসদের সর্বোচ্চ সম্মান 'স্পিকার অফ দ্য কেনেসেট মেডেল' সম্মান দেওয়া হয়। ইজরায়েলি সংসদে 'মোদি, মোদি' স্লোগানও শোনা যায়।

বুধবার বিকেলে তেল আভিভের বেন গুরিয়ান বিমানবন্দরে প্রোটোকল ভেঙে মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। মোদির এই দ্বিতীয় ইজরায়েল সফর দু-দেশের প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যিক কূটনীতিতে নতুন

নেতানিয়াহুর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি। বুধবার তেল আভিভে।

দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

এদিনই প্রধানমন্ত্রী মোদি ও নেতানিয়াহুর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। গাজা পরিস্থিতি এবং লোহিত সাগরের নিরাপত্তা নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়েছে। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'নেতানিয়াহু দম্পতির অভ্যর্থনায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত।' অন্যদিকে, নেতানিয়াহু মোদিকে তাঁর 'প্রিয় বন্ধু' অভিহিত করে দু-দেশের জোটকে স্থিতিশীলতার প্রতীক বলে বর্ণনা করেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, এই সফর পারস্পরিক বিশ্বাস এবং প্রতিরক্ষা ও কৃষির মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ইজরায়েলের 'আয়রন ডোম'-এর আদলে ভারতের 'সুদর্শন চক্র' আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বড়সড়ো চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

মোদির এই সফর নিয়ে দেশের

> নেতানিয়াহু দম্পতির এই অভ্যর্থনায় আমি অত্যন্ত সম্মানিত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় করতে আমি উন্মুখ।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

অন্দরে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ইজরায়েল সফরকে প্রধানমন্ত্রীর 'নৈতিক কাপুরুষতা' বলে কটাক্ষ করেছেন। রমেশ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি নেতানিয়াহুকে নির্লজ্জভাবে আলিঙ্গন করছেন, যিনি গাজাকে ধুলো আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছেন এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে (ওয়েস্ট ব্যাংক) অবৈধ বসতি স্থাপনের কাজ চালাচ্ছেন।'

আপসের অভিযোগে বিজেপি-কংগ্রেস তর্জা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : কম্প্রোমাইজড প্রধানমন্ত্রী বনাম কম্প্রোমাইজড পরিবার। নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের লাগাতার আক্রমণের জবাবে শেষমেশ ফের নেহরু-গান্ধি পরিবারকেই নিশানা করল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, কংগ্রেস এখন কম্প্রোমাইজড কংগ্রেস পার্টিতে পরিণত হয়েছে। নেহরু-গান্ধি পরিবারই দেশের স্বার্থের সঙ্গে বিভিন্ন সময় আপস (কম্প্রোমাইজড) করেছে। পালটা আক্রমণে অবশ্য কংগ্রেস এপস্টাইন ফাইল নিয়েই মোদিকে কাঠগড়ায় তুলেছে।

এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের জামা খোলা প্রতিবাদ নিয়ে আগাগোড়া সরব গেরুয়া শিবির। এদিন দলের নেতা তথা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, 'রাহুল গান্ধি বিদেশি ও ভারত বিরোধী শক্তি এবং সংগঠনগুলির হাতের পুতুল। উনি যেভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কম্প্রোমাইজড বলেছেন তাতে স্পষ্ট, উনি এই দেশের সঙ্গে ছেলেখেলা করছেন এবং দেশবাসীর স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিয়েছেন।' এরপরই গান্ধি পরিবারকে নিশানা করেন তিনি। পীযূষ গোয়েল বলেন, 'ওঁরা হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা, নতুন ভারত এবং আধুনিক বিশ্বে ভারতের একাধিপত্য সহ্য করতে পারছেন না। সেই কারণেই মিথ্যার

> রাহুল গান্ধি বিদেশি ও ভারত বিরোধী শক্তি এবং সংগঠনগুলির হাতের পুতুল।
>
> **পীযূষ গোয়েল**

ওপর মিথ্যা বলে দেশের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করছেন।'

ইন্দিরা গান্ধির আমলে সিমলা চুক্তির সময় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর নেওয়া হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন গোয়েল। ভারতের বদলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ চিনকে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখে নেহরু দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপস করেছিলেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বফর্স কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধি এবং ইউপিএ আমলে সোনিয়া গান্ধির হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকায় দেশের স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করা হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

বিজেপির এই আক্রমণের জবাবে মোদিকে বিঁধে রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'আপনি আবার নিঃশব্দে ইজরায়েলে চলে গেলেন। একবার আপনি এপস্টাইনের কথায় ইজরায়েলে নাচ-গান করেছিলেন। এবার ওখানে কার কথায় দেশের বিরুদ্ধে চুক্তি করবেন?' মোদি সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেরা। 'জেফ্রি নে বনা দি জোড়ি' শীর্ষক একটি পোস্টার উন্মোচন করে তিনি বলেন, 'জেফ্রি এপস্টাইন সাধারণ মানুষের চোখে একজন যৌন অপরাধী, খলনায়ক। কিন্তু মোদি সরকারের বিদেশনীতির কাছে এপস্টাইন একজন নায়ক।'

কলঙ্কিত বিচারবিভাগ
অসন্তুষ্ট শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : অষ্টম শ্রেণির এনসিইআরটি পাঠ্যবইয়ে 'বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি'র প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এই বিষয়ে কড়া অবস্থান নিয়ে জানিয়েছেন, দেশের বিচারবিভাগকে কলঙ্কিত করার কোনও প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে আদালত এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরু করতে পারে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

এদিকে এনসিইআরটির পাঠ্যক্রম নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। বুধবার সরকার জানিয়েছে, অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে বিচারবিভাগে দুর্নীতির উল্লেখ সংক্রান্ত অংশটি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের মতে, পাঠ্যবইয়ে বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির উল্লেখ থাকা 'অনভিপ্রেত'। এর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জন্য 'অনুপ্রেরণামূলক' বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল।

বিতর্কের মূলে রয়েছে অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বইয়ের 'সমাজে বিচারবিভাগের ভূমিকা' শীর্ষক একটি সংশোধিত অধ্যায়। সেখানে আদালতের কাঠামো ও কাজের বর্ণনার পাশাপাশি বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি এবং মামলার পাহাড়প্রমাণ জটকে অন্যতম বড় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরা

> ### বিতর্কিত পাঠ্য সরাচ্ছে কেন্দ্র

হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের মতে, এই ধরনের পাঠ্য বিষয় পড়ুয়াদের মনে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল এবং নেতিবাচক ধারণা তৈরি করতে পারে। প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'কাউকেই এই প্রতিষ্ঠানকে অপমান করার অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি নিজে বিষয়টি দেখছি। আইন তার নিজের পথেই চলবে।'

বুধবার আদালতে বিষয়টি তোলেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং অভিষেক মনু সিংভি। তাঁদের প্রশ্ন, সমাজে দুর্নীতির আরও অনেক দিক থাকলেও কেন কেবল বিচারবিভাগকেই পাঠ্যবইয়ে এভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হল? তাঁদের মতে, অষ্টম শ্রেণির কোমলমতি পড়ুয়াদের জন্য এই ধরনের বিষয় কেবল অনভিপ্রেতই নয়, তা বিভ্রান্তিকরও বটে। আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা ও প্রজ্ঞা পারিজাত সিংয়ের দাবি, বিচারব্যবস্থার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও 'মৌলিক কাঠামো' রক্ষার লড়াইকে আড়ালে রেখে কেবল নেতিবাচক দিক তুলে ধরা অনুচিত।

এনসিইআরটির বিতর্কিত বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ মামলার জটের পরিসংখ্যানও দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠিক বিশ্লেষণ ছাড়া এমন উপস্থাপনা বিচারব্যবস্থার ওপর জনমানসে আস্থার অভাব ঘটাতে পারে।

দীপকের প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বজরং দলের হাত থেকে এক মুসলিম দোকানিকে রক্ষা করা মহম্মদ দীপকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার মহম্মদ দীপক ওরফে দীপক কুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। দুজনের সাক্ষাতের ভিডিও বুধবার সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন রাহুল। কংগ্রেস নেতার মতে, 'দীপক আমাদের তেরঙা এবং সংবিধানকে রক্ষা করেছেন। হিংসার বিরুদ্ধে অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্বলকে রক্ষা করেছেন। এর থেকে বড় দেশপ্রেম আর কিছু হতে পারে না।' রাহুল বলেছেন, 'কোটি কোটি ভারতীয়ের হৃদয়ে সম্ভাব আর ভালোবাসার বিচারধারা রয়েছে। কিন্তু মনে ভয় রয়েছে। দীপক ওই সমস্ত মানুষকে নিজের সাহসের মাধ্যমে দিশা দেখিয়েছেন।' কীভাবে মুসলিম দোকানিকে রক্ষা করতে তিনি অকুতোভয় হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার বর্ণনাও রায়বেরেলির সাংসদের সামনে তুলে ধরেছেন মহম্মদ দীপক।

আত্মজীবনী

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ২০২৮-এ হোয়াইট হাউস যাওয়া তাঁর লক্ষ্য। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। মঙ্গলবার তাঁর আত্মজীবনী 'ইয়ং ম্যান ইন আ হারি' প্রকাশিত হল। রাজনৈতিক মহলের মতে, নিজের জীবনের গল্প প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ২০২৮-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে নিজের প্রার্থীপদ মজবুত করার সুপরিকল্পিত কৌশল হল বইপ্রকাশ। মার্কিন রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার আগে নিজেদের জীবনদর্শন ও সাফল্য নিয়ে বইপ্রকাশ একটি অলিখিত নিয়ম।

প্রার্থনা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। বুধবার মহারাষ্ট্রের শেগাঁও।

আজকের মধ্যে সব নথি বিচারকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়া আর কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তার আগে এক শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ইলেক্টোরাল রোল অফিসারদের কাছে জমা থাকা অথচ কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড না হওয়া

> ### সুপ্রিম নির্দেশ

সমস্ত নথি অবিলম্বে জুডিশিয়াল অফিসারদের হাতে তুলে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে আপলোড না হওয়া সব এসআইআর সংক্রান্ত নথি জুডিশিয়াল অফিসারদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ২৮ ফেব্রুয়ারি। অথচ এখনও লক্ষ লক্ষ ভোটারের জমা দেওয়া নথি কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও যাচাই প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতেই ওই নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এদিন বলেন, 'মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে, যেমন জন্মতারিখ ও পিতা-মাতার নাম। ফলে বয়সের প্রমাণ এবং পারিবারিক তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই নথি কমিশনের কাজে সহায়ক হবে।'

আদালত আরও জানিয়েছে, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাধ্যমিক পাশের শংসাপত্রও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে। যে কেউ এই নথি যাচাই করতে পারবেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ভোটার তালিকার মতো সংবেদনশীল প্রক্রিয়ায় কোনও নথি ঝুলে থাকা চলবে না। ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইআরওদের কাছে জমা পড়া অথচ আপলোড না হওয়া সব নথিই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধানে দিতে হবে।

কনেকে গুলি

পাটনা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের পিঁড়িতে বসা ১৮ বছর বয়সি কনে আরতি কুমারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল এক তরুণ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বিহারের বক্সারে। বিয়ের আচার চলাকালীন দীনবন্ধু নামে এক পড়শি মঞ্চের সামনে থেকে আরতির পেটে গুলি করে। গুরুতর জখম অবস্থায় কনেকে বারাণসী ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়। পুলিশের অনুমান, প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনেই এই ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত পলাতক হলেও তার বাবা-মাকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে আসা তরুণ বিয়ে না করেই ফিরে যান।

'বাঁদর নই'

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেকটা অংশজুড়ে থাকে বর্ণবৈষম্যমূলক উসকানি। সম্প্রতি ইন্টারনেটে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওবামাকে নিচুস্তরের প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করে প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্র কেবল ব্যক্তির অপমান নয়, তাতে পুরো কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মর্যাদাহানি হয়েছে। সেটা বোঝাতে ট্রাম্প তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডেমোক্র্যাট এমপি এআই গ্রিন 'কৃষ্ণাঙ্গরা বাঁদর নয়' সাইনবোর্ড তুলে ধরেন। গ্রিনকে অধিবেশনকক্ষ থেকে বার করে দেওয়া হয়। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। টেক্সাসের এমপি গ্রিনকে বার করে দেওয়ার পর প্রতিবাদে সরব হন ডেমোক্র্যাটরা। ব্যাহত হয় অধিবেশন।

'প্রেম ভাঙলেই অপরাধ হয় না'

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : কেবল সম্পর্কের বিচ্ছেদ বা হৃদয় ভেঙে যাওয়াকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া বলা যায় না। একটি মামলার শুনানিতে সম্প্রতি এমনটাই জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি মনোজ জৈন বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-র ১০৮ ধারার অধীনে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ আনতে হলে উসকানি বা প্ররোচনা এমন পর্যায়ের হতে হবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে আত্মহনন ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না।

অভিযুক্তকে জামিনের নির্দেশ দিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, তরুণীর আত্মহত্যার অনেক আগেই তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল। তাছাড়া আত্মহত্যার সময়ে কোনও সুইসাইড নোট যে উদ্ধার হয়নি, তা-ও উল্লেখ করেছে আদালত।

আদালতের পর্যবেক্ষণটি এসেছে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করার সময়। ওই ব্যক্তির প্রাক্তন প্রেমিকা তাঁর অন্য মহিলার সঙ্গে বিয়ের পাঁচ দিন পর আত্মহত্যা করেন। প্রায় আট বছরের দীর্ঘ সম্পর্ক থাকার পর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অক্টোবর মাসে আত্মঘাতী হন ওই মহিলা। মৃতের বাবার অভিযোগ ছিল, বিয়ের শর্ত হিসাবে ধর্মান্তরিত

হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল মৃতাকে, যদিও তাঁর বন্ধুরা এমন কোনও দাবির সপক্ষে তথ্য দেননি।

বিচারপতি বলেন, বর্তমানে বিচ্ছেদ বা হৃদয় ভাঙা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একে প্ররোচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না। মৃতের কোনও মৃত্যুকালীন জবানবন্দিও মেলেনি। শেষপর্যন্ত আদালত অভিযুক্তকে ২৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

ভক্তদের ঢল

ভোপাল, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ(এএসআই)-এর রিপোর্টে মন্দিরের প্রমাণ মেলায় মধ্যপ্রদেশের ধর শহরের ভোজশালা চত্বর ভক্তদের ভিড়ে জমজমাট। তাঁরা বাগদেবী সরস্বতীর পুজো দিলেন। মঙ্গলবার আরতির সময় বহু প্রবীণ ব্যক্তির চোখে জল দেখা যায়। তাঁদের বিশ্বাস প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে স্বীকৃতি মেলায় অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে। এক ভক্তের কথা, 'আমরা জানতাম, মা এখানে আছেন, বিজ্ঞানের হাত ধরে সেই সত্য সামনে এল।' ভোজশালা মুক্তিযজ্ঞের আহ্বায়ক গোপাল শর্মা বলেছেন, '১৯৯৭ সালে আমরা যে লড়াই শুরু করেছিলাম, এতদিনে তার ফল পেলাম। আমার জীবনের স্বপ্ন আজ সত্যি হল।' এএসআই-এর দু'হাজার পাতার ১০ খণ্ডের রিপোর্ট বলছে, ভোজশালা মন্দির ভেঙে গড়া হয় কমল মৌলা মসজিদ।

সাড়ে ৩ কোটির মৃত্যু হত

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ভারত ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য পরমাণু যুদ্ধ রুখে দিয়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ফের একই দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার ক্যাপিটলে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের দ্বিতীয় 'স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন' ভাষণে ট্রাম্প দাবি করেন, গত বছর মে মাসে দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশের সংঘর্ষে তিনি হস্তক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেত। তাঁর কথায়, 'আমার মেয়াদের প্রথম ১০ মাসে আমি ভারত-পাকিস্তান সংঘাত সহ আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আমাকে বলেছেন, 'আমার হস্তক্ষেপ না থাকলে সাড়ে ৩৫ মিলিয়ন (সাড়ে ৩ কোটি) মানুষ মারা যেত।'

২০২৫-এর মে-তে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তার পরবর্তী চারদিনের সামরিক সংঘাত নিয়ে

> ### দাবি ট্রাম্পের

ট্রাম্পের এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, তিনি মধ্যস্থতা না করলে এই লড়াই পরমাণু যুদ্ধের রূপ নিত। শুধু তাই নয়, এর আগে বিভিন্ন সময়ে তিনি নিহতের সম্ভাব্য সংখ্যা ২৫ মিলিয়ন বা ১০ মিলিয়ন বললেও এবার সেই অঙ্ক বাড়িয়ে ৩৫ মিলিয়নে নিয়ে গিয়েছেন। এমনকি ধ্বংস হওয়া যুদ্ধবিমানের সংখ্যাও আট থেকে বাড়িয়ে ১১ বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের যাবতীয় দাবি খারিজ করে দিয়েছে ভারত। দিল্লির স্পষ্ট অবস্থান, পাকিস্তান ও জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত যে কোনও ইস্যু দ্বিপাক্ষিক। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন দু-দেশের সামরিক বাহিনীর ডিজিএমও স্তরে আলোচনার মাধ্যমেই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল।

সংগম-স্নানে শাহি ফর্দ, কোপে কর্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগে পুণ্যস্নান বলে কথা। প্রস্তুতিতে কি খামতি থাকলে চলে! সেই মতোই এলাহি আয়োজনের ব্যবস্থা করেছিলেন বিএসএনএল-এর ডিরেক্টর বিবেক বানজাল। প্রস্তুতিতে যাতে খাদ না থাকে, তার জন্য লম্বা ফর্দ ধরিয়েছিলেন অধস্তনদের হাতে। কিন্তু সেই অতিরিক্ত আবেগই শেষমেশ কাল হল তাঁর। কোপে পড়ে গেলেন খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার।

ইতিমধ্যে বিএসএনএল-এর ওই শীর্ষকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কঠোর পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। সিন্ধিয়া বুধবার জানিয়েছেন, বানজালকে শোকজের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে হবে। তার জবাব খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে যোগাযোগ মন্ত্রক।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক সরকারি

নির্দেশিকা জানাচ্ছে, মাত্র দু'দিনের প্রয়াগ সফরে যাওয়ার কথা ছিল বানজালের। ওই সফরে তাঁর ব্যক্তিগত তদারকির জন্য প্রায় ৫০ জন আধিকারিককে ২০টি বিচিত্র কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সংগমে স্নানের গামছা, চিরুনি, আয়না—এসব তো ছিলই, সঙ্গে অন্তর্বাস থেকে তেল পর্যন্ত জোগাড়ের গুরুদায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল বিএসএনএল কর্মীদের। হোটেলে কর্তার জন্য ড্রাই ফ্রুটস, ফলের ঝুড়ি এবং শেভিং কিট সাজিয়ে রাখার নির্দেশও ছিল তালিকায়।

এই 'শাহি' আয়োজনের খবর মন্ত্রীর কানে যেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। তাঁর কথায়, 'চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন ও লজ্জাজনক কাজ। একেবারেই বরদাস্ত করা যায় না।' বিএসএনএল কর্তৃপক্ষও স্পষ্ট জানিয়েছেন, এমন আচরণ সংস্থার পেশাদারিত্বের পরিপন্থী। ফলে পুণ্যস্নান বানজাল বানজালের। শাস্তির খাঁড়া নামল বলে তাঁর ঘাড়ে!

চলো যাই
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ভ্রমণের নতুন ঠিকানা

অরণ্যের দিনরাত্রি

একশৃঙ্গ গন্ডারের ডেরা ও ডুয়ার্সের ফ্রিশফ্রিশানি

উত্তরের সদর শহর শিলিগুড়ির চেনা ব্যস্ততা, গাড়ির ধোঁয়া আর যানজট ছাড়িয়ে গাড়ি যখন সেবকের রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করে, তখন থেকেই যেন জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে চারপাশের দৃশ্যপট বদলাতে থাকে। করোনেশন ব্রিজের নীচ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তার স্নিগ্ধতা পেরিয়ে গাড়ি যত পুবের দিকে এগোয়, মালবাজার, চালসা, মেটেলি ছাড়িয়ে দু'পাশের দিগন্তবিস্তৃত চা বাগানের সবুজ যেন চোখের আরাম হয়ে ধরা দেয়। উত্তরের হাওয়া যখন চা বাগানের পাতা ছুঁয়ে সোজা এসে ধাক্কা মারে গাড়ির কাচে, আর রাস্তার দু'পাশের চেনা কোলাহল ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে জায়গা করে নেয় এক আদিম নিস্তব্ধতা, তখন বুঝতে হবে আপনি ডুয়ার্সের হৃদপিণ্ডের খুব কাছাকাছি। আর শিলিগুড়ি থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার দূরত্বে থাকা এই ডুয়ার্সের এক অবিসংবাদিত মুকুটহীন সম্রাট হল জলদাপাড়া।

সবুজের এমন এক সুবিশাল সাম্রাজ্য, যেখানে হাতির পিঠে চড়ে শিশিরভেজা সকালে গহিন অরণ্যে প্রবেশের রোমাঞ্চ আজও পর্যটকদের শিরায় শিরায় শিহরণ জাগায়। তোর্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এই জাতীয় উদ্যান কেবল একটি গন্তব্য নয়, বরং এক জীবন্ত ক্যানভাস, যার প্রতিটি ছত্রে লুকিয়ে আছে রহস্য এবং উন্মাদনা। লম্বা এলিফ্যান্ট গ্রাস, স্যাঁতসেঁতে মাটির গন্ধ, আর যে কোনও মুহূর্তে একশৃঙ্গ গন্ডারের মুখোমুখি হওয়ার উত্তেজনা— সব মিলিয়ে জলদাপাড়া এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। এই বিশাল অরণ্যের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে তোর্ষা নদী। সঙ্গে দোসর হয়ে আছে মালঙ্গি, হলং, চিরেখাওয়া, শিসামারা। বর্ষায় নদীগুলি ভয়ংকরী রূপ নিলেও, বছরের অন্য সময়ে এই নদীগুলোর স্ফটিক-স্বচ্ছ জল আর তার পাড়ে জল খেতে আসা বন্যপ্রাণীদের দৃশ্য যেন কোনও শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতো মনে হয়।

ইতিহাসের ধুলো ঝেড়ে ওড়া এক সবুজ ফিনিক্স

এই যে সবুজের এক নিশ্ছিদ্র আবরণ, এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং রোমাঞ্চকর ইতিহাস। আজকের এই সুরক্ষিত জঙ্গল একদিনে তৈরি হয়নি। একসময় এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল কোচবিহারের রাজাদের অধীনে। ১৮০০ শতকের শেষ দিকেও এই গভীর অরণ্য ছিল রাজাদের অন্যতম প্রধান শিকারের জায়গা। ব্রিটিশরা যখন এই অঞ্চলে চা বাগানের বিস্তার ঘটাতে শুরু করল, তখন জঙ্গল কাটার মহোৎসব শুরু হয়। সেই সময় এই অঞ্চলে অবাধে শিকার চলত। বিশেষ করে একশৃঙ্গ গন্ডার এবং হাতির দাঁতের লোভে চোরাশিকারিদের উপদ্রব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র এক চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়। গন্ডারের সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছিল।

তখনই টনক নড়ে প্রশাসনের। ১৯৪১ সালে গন্ডারদের সুরক্ষিত করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে এই বনাঞ্চলকে একটি 'স্যাংচুয়ারি' বা অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অভয়ারণ্য ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয় সংরক্ষণের এক নতুন অধ্যায়। চোরাশিকার বন্ধ করতে নেওয়া হয় কড়া পদক্ষেপ। তিলতিল করে গড়ে তোলা হয় আজকের এই গন্ডারদের স্বর্গরাজ্য। অসমের কাজিরাঙ্গার পরেই ভারতে সবচেয়ে বেশি একশৃঙ্গ গন্ডারের বাস এই জলদাপাড়াতেই। দীর্ঘ কয়েক দশকের নিরলস প্রচেষ্টার পর, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের এই অভূতপূর্ব সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১২ সালের মে মাসে জলদাপাড়াকে 'ন্যাশনাল পার্ক' বা জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দেওয়া হয়। আজ এই ২১৬.৫১ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শাল, খয়ের, শিশু, শিমুল আর শিরীষ গাছের ছায়ায় শুধু গন্ডার নয়, চিতাবাঘ, হাতি, সম্বর হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুয়োর এবং নানা প্রজাতির পাখির এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছে। বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান, ক্রেস্টেড ইগল, ময়ূর এবং আরও অসংখ্য পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে এই বনাঞ্চল।

অরণ্যের নিস্তব্ধতা : কেন রাত্রিবাস জরুরি?

ডুয়ার্সের এই রত্নভাণ্ডারে এসে পর্যটকরা সচরাচর একটি মস্ত বড় ভুল করে বসেন। অনেকেই মনে করেন, সকালে এসে একবার জিপ সাফারি করে বিকেলের মধ্যেই ফিরে যাওয়া বোধহয় যথেষ্ট। কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জলদাপাড়াকে সত্যিই চিনতে হলে, তার আত্মাকে ছুঁতে হলে এখানে অন্তত এক বা দুটো রাত কাটানো আক্ষরিক অর্থেই বাধ্যতামূলক। দিনেরবেলায় জঙ্গল থাকে একরকম, কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পর থেকেই অরণ্য তার রূপ বদলাতে শুরু করে। পর্যটকদের কোলাহল যখন থামতে শুরু করে, সাফারির জিপগুলোর ওড়ানো ধুলো যখন থিতিয়ে আসে, তখনই শুরু হয় জঙ্গলের আসল জীবন।

রাত্রিবাসের জন্য জলদাপাড়ার পর্যটন আবাসগুলো এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতার ডালি সাজিয়ে বসে থাকে। সন্ধের আলো জ্বলার পর জঙ্গল ঘেঁষা কোনও বারান্দায় বসে সামনের সল্ট পিটের (লবণাক্ত মাটির ঢিবি) দিকে নজর রাখলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠতে বাধ্য। কারণ জঙ্গলের নিস্তব্ধতা ভেঙে সেখানে নিঃশব্দে জল বা নুন খেতে আসে বাইসন বা গন্ডারের পাল। জোনাকির আলোয় ঢাকা অন্ধকারে যখন দূরের তোর্ষা নদীর জল বয়ে যাওয়ার শব্দ আর একটানা ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না, তখন মনে হয় যেন সভ্যতার সমস্ত কোলাহল থেকে আলোকবর্ষ দূরে কোথাও বসে আছি। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ শোনা যায় কোনও রাতচরা পাখির ডাক, বা শুকনো পাতা মাড়িয়ে কোনও বন্যজন্তুর হেঁটে যাওয়ার শব্দ। এই নৈশকালীন শিহরন দিনের আলোয় কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণে কোনওভাবেই অনুভব করা সম্ভব নয়।

জলদাপাড়ার কথা উঠলে হলং বাংলোর কথা বলতেই হয়। সরকারি এই বাংলোর কাঠের মেঝে আর প্রাচীন স্থাপত্যে এক অদ্ভুত মায়া জড়িয়েছিল। যদিও ২০২৪ সালের জুন মাসে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হলং বাংলো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় আপাতত সেই সুখানুভূতি থেকে বঞ্চিত পর্যটকরা। বাংলোটির কাজ নতুন করে শুরু হলেও আগের সেই মায়া ফিরবে কি না তা সময়ই বলবে।

তাছাড়া, জলদাপাড়ার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল ভোরবেলার এলিফ্যান্ট সাফারি বা হাতির পিঠে জঙ্গল ভ্রমণ। দিনের আলো ফোটার আগে, কুয়াশায় মোড়া অরণ্যে হাতির পিঠে চেপে যখন জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করা হয়, তখন মনে হয় যেন এক আদিম যুগে ফিরে গিয়েছি। হাতির পিঠে বসে উঁচু ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে একেবারে গন্ডার বা বন্য হাতির পালের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার যে রোমাঞ্চ, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। যাঁরা রাত্রিবাস করেন না, তাঁদের পক্ষে ভোরে এই সাফারির টিকিট পাওয়া বা সেই ভোরবেলার মায়াবী জঙ্গলকে চাক্ষুষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই জঙ্গলকে তার সমস্ত আদিমতা, নিস্তব্ধতা এবং রহস্যময়তার সঙ্গে উপভোগ করতে চাইলে, রাত কাটানোর কোনও বিকল্প নেই। এই রাত্রিবাস কেবল একটি হোটেলের ঘরে থাকা নয়, এটি প্রকৃতির এক বিশাল সিম্ফনির অংশ হয়ে ওঠার একটা সুযোগ।

জলদাপাড়াকে কেন্দ্র করে আশপাশের ভ্রমণ

অরণ্যের এই নৈশকালীন রোমাঞ্চ এবং ভোরের স্নিগ্ধতা উপভোগ করার পর, জলদাপাড়াকে কেন্দ্র করে বা বেস ক্যাম্প বানিয়ে অনায়াসেই বেড়িয়ে পড়া যায় আশপাশের আরও কিছু বিস্ময়কর ঠিকানায়। জলদাপাড়া এমন এক ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে, যেখান থেকে ডুয়ার্সের অন্য রত্নগুলো খুব সহজেই ছুঁয়ে আসা যায়।

চিলাপাতার জঙ্গল ও নলরাজার গড় :

তোর্ষা নদী পেরোলেই চিলাপাতার জঙ্গল। জলদাপাড়া আর বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মাঝে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এলিফ্যান্ট করিডর। এই জঙ্গল তার নিজস্ব এক বন্যতার জন্য বিখ্যাত।

টোটোপাড়া :

জলদাপাড়া থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত টোটোপাড়া। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এবং বিরল জনজাতি 'টোটো'-দের একমাত্র বাসভূমি। টোটোরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং স্বল্পভাষী। ভুটান সীমান্তের কোলে অবস্থিত এই ছোট্ট গ্রামটি যেন বাইরের পৃথিবীর সমস্ত আধুনিকতা থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি লেপার্ড রেসকিউ সেন্টার

জলদাপাড়া থেকে খুব কাছেই (প্রায় ১৫ কিমি) অবস্থিত এই পার্কটি মূলত একটি চিতাবাঘ এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পুনর্বাসনকেন্দ্র। এখানে এনে সুস্থ করে তোলা হয়।

ফুন্টশোলিং (ভুটান সীমান্ত)

জলদাপাড়া থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে ভারতের সীমান্ত শহর জয়গাঁ। সেই সীমান্ত পেরোলেই ভুটানের প্রবেশদ্বার ফুন্টশোলিং। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা, শান্ত পরিবেশ এবং পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কারবান্দি মনাসটেরি এক অন্যরকম প্রশান্তি এনে দেয়।

কীভাবে যাবেন?

সড়কপথে

শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে জলদাপাড়ার দূরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। সেবক, করোনেশন ব্রিজ, মালবাজার, চালসা, বানারহাট হয়ে ডুয়ার্সের মোহময় চা বাগানের বুক চিরে মাদারিহাট পৌঁছাতে সময় লাগে মেরেকেটে ৩ থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টা। চমৎকার রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে এই যাত্রা এক আলাদা অনুভূতি দেয়। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস বা বেসরকারি বাসেও সরাসরি মাদারিহাট আসা যায়।

ট্রেনে

ট্রেনে আসতে চাইলে সবচেয়ে কাছের এবং সুবিধাজনক স্টেশন হল হাসিমারা। শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস বা অন্যান্য ট্রেন ধরে হাসিমারা পৌঁছানো যায়। হাসিমারা থেকে মাদারিহাট বা জলদাপাড়ার দূরত্ব মাত্র ৭ কিলোমিটার। এছাড়া ফালাকাটা বা আলিপুরদুয়ার জংশনে নেমেও সড়কপথে অনায়াসেই জলদাপাড়া পৌঁছানো যায়।

বিমানে

বিমানে আসতে চাইলে নামতে হবে বাগডোগরা বিমানবন্দরে। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সরাসরি মাদারিহাট পৌঁছানো যায়, দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার।

আদর্শ ট্যুর প্ল্যান (২ রাত ৩ দিন)

জলদাপাড়ার প্রকৃত স্বাদ পেতে ২ রাত ৩ দিনের একটি পরিকল্পনা সবচেয়ে আদর্শ।

প্রথম দিন

সকালে শিলিগুড়ি বা হাসিমারা থেকে মাদারিহাটে পৌঁছান। আগে থেকে বুক করে রাখা রিসর্টে চেক ইন করুন। দুপুরের খাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন বিকেলের জিপ সাফারির জন্য। পড়ন্ত বিকেলে জঙ্গলের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে যায়। সাফারি শেষে রিসর্টে ফিরে সন্ধের সময়টা বারান্দায় বসে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা উপভোগ করুন। রিসর্টে স্থানীয় আদিবাসীদের নৃত্যের আয়োজন থাকলে সেটি উপভোগ করতে পারেন।

দ্বিতীয় দিন

এই দিনটি শুরু করতে হবে খুব ভোরে। কুয়াশামাখা জঙ্গলে এলিফ্যান্ট সাফারি জলদাপাড়া ভ্রমণের সেরা আকর্ষণ। হাতির পিঠে চড়ে গন্ডার বা বন্যপ্রাণী দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। সাফারি থেকে ফিরে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়ুন আশপাশের জায়গাগুলো দেখতে। গাড়ি ভাড়া করে ঘুরে আসুন চিলাপাতার জঙ্গল ও নলরাজার গড়। সেখান থেকে সরাসরি চলে যান টোটোপাড়ায়। টোটো জনজাতির জীবনযাত্রা দেখে বিকেলে ফেরার পথে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি লেপার্ড রেসকিউ সেন্টার ঘুরে আসুন। সন্ধের আগে লজে ফিরে বিশ্রাম। একদিনে এতগুলো জায়গা ঘুরতে ধকল মনে হলে আরেকদিন বাড়তি থাকতে পারেন।

তৃতীয় দিন

শেষ দিনের সকালে একটু দেরিতে উঠলেও ক্ষতি নেই। প্রাতরাশ সেরে লজ থেকে চেক আউট করুন। হাতে সময় থাকলে ফেরার পথে অনায়াসেই ভুটান সীমান্ত পেরিয়ে ফুন্টশোলিং শহর আর কারবান্দি মনাসটেরি ঘুরে আসা যায়। সেখান থেকেই দুপুরের খাওয়া সেরে একরাশ সবুজ স্মৃতি আর অরণ্যের ঘ্রাণ সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথ ধরুন।

জরুরি তথ্য : সাফারি বুকিং ও খরচ

বুকিং

জলদাপাড়ায় জিপ সাফারির অগ্রিম বুকিং পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট (www.wbsfda.org) থেকে করা যায়। মাদারিহাট ও সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর প্রাইভেট হোটেল বা রিসর্ট রয়েছে।

জলদাপাড়া গ্রিন টাচ রিসর্ট

জলদাপাড়ার অপূর্ব জঙ্গল দেখবেন, গাছগাছালির গন্ধ নেবেন, আর এখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে যাবেন না? জলদাপাড়া গ্রিন টাচ রিসর্ট এ ধরনের পর্যটকদের কাছে আদর্শ স্থান হতে পারে। এখানে আদিবাসী নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়। ছোটদের জন্য রয়েছে চিলড্রেন্স পার্ক। কাছেই চা বাগান। এ অনেকটা সেই একটার সঙ্গে একটা ফ্রি। জঙ্গলের সঙ্গে চা বাগান। খাবার সুস্বাদু। যোগাযোগ— ৯৭৩৩০৭৩২৩১

ব্লু বার্ড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

পর্যটকদের অনেকেই জলদাপাড়ায় এসে এই অভয়ারণ্যের প্রেমে পড়ে যান। আবার নিকটবর্তী সুন্দর জায়গাগুলিও দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে শুরু করে ভুটানে কী করে যাবেন? তাদের সবরকম ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জলদাপাড়ায় রয়েছে ব্লু বার্ড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। গাড়ি, ট্যুর প্যাকেজ, হোটেল বুকিং— সব ব্যবস্থা তারা করে দেয়। যোগাযোগ— -৯৭৩৩১৪১০৯১, ৯৪৩৪৩০৯৯২২ ই-মেল—bluebird.jaldapara@gmail.com

জলদাপাড়া গোল্ডেন রিসর্ট

মাদারিহাটে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের ঠিক মুখে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এই রিসর্ট সপরিবারে ছুটি কাটানোর উপযোগী। সদলবলে এলেও অসুবিধে নেই। এখানে রয়েছে ২৫টি সুসজ্জিত, আরামদায়ক এবং পরিচ্ছন্ন রুম। রয়েছে বনফায়ার এবং বাইরে বসার ব্যবস্থা, যেখানে আপনি পাবেন নির্মল বাতাস এবং সবুজের মাঝে মনের শান্তি।

সুস্বাদু খাবার, পছন্দের কোনও পদ চাইলে সেটাও পাবেন

যোগাযোগ— ৯৭৩৩১৯০০৯১, ৯৮০০৯৪৬১০২ ই-মেল—jgoldenresort@gmail.com

জলদাপাড়া জঙ্গল ক্যাম্প ও অরণ্য রেস্তোরাঁ

পর্যটকদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাদারিহাটে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কোল ঘেঁষেই রয়েছে এই সুদৃশ্য রিসর্ট। পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকার উপযোগী।

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার এবং অভিনেতা প্রসেনজিতের মতো ব্যক্তিত্বরা এখানে থেকে গিয়েছেন।

এখানে রয়েছে ডিলাক্স এসি রুম, স্মার্ট টিভি, গিজার, ওয়েলকাম কিটস, ফ্রি ওয়াইফাই, ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি।

রয়েছে ব্যালকনি। পছন্দের বাঙালি ও চাইনিজ সুস্বাদু খাবার। যোগাযোগ- ৭৯০৮৭০৪৪৭১/৯৭৩৩২৬৭৫১৭

ওয়াইল্ডউড রিসর্ট

মাদারিহাটে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণের হাতছানি ও আধুনিকতায় অবগাহনের ঠিকানা ওয়াইল্ডউড রিসর্ট। জলদাপাড়ায় বেড়াতে এসে বন্যপ্রাণের রোমাঞ্চ এবং সবুজে ঘেরা প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধতা উপভোগ করতে পারেন। রয়েছে বিলাসবহুল আধুনিক সব সুযোগসুবিধা সহ একটি জাদুকরি, রোমান্টিক পারিবারিক ছুটির আনন্দের আয়োজন। এখানে বন্য অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে পরম স্বাচ্ছন্দ্যের এক নিখুঁত মেলবন্ধন রয়েছে। সহজেই আপনার অবিস্মরণীয় জঙ্গল ট্রিপ বুকিংয়ের সুবিধা।

যোগাযোগ— ৮২৪০২৪৯১৫৩

দেবরানি গ্রিনউড রিসর্ট

বসন্ত উৎসবের জন্য এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে মাদারিহাটের এই রিসর্ট। ৪ মার্চ তাদের বিশেষ আয়োজন রং উৎসব ২০২৬। সকাল এগারোটা থেকেই রঙিন হয়ে উঠবে দেবরানি। অনেকের কাছে রং মানেই আতঙ্ক। তাদের কথা ভেবে রাখা হচ্ছে অগানিক রং। থাকছে পুল পার্টি, ডিজে, আনলিমিটেড স্ন্যাকস, গালা বুফে লাঞ্চ। কাপলদের জন্য খাবারে থাকছে বিশেষ ছাড়।

অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ— ৯০৭৩১১১১৫৩, ৯০৭৩১১১১৫৪

স্টার্লিং ভিলা

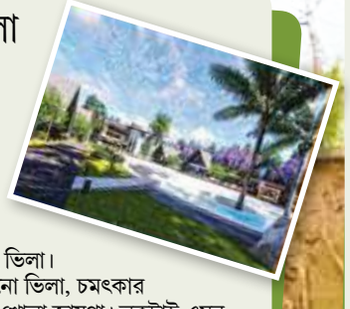

বেড়াতে বের হলে কখনো-কখনো পকেটের দিকেও একটু খেয়াল রাখতে হয়। তাদের কথা ভেবেই জলদাপাড়ায় শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে স্টার্লিং ভিলা। সুন্দর সাজানো-গোছানো ভিলা, চমৎকার রুম, বাইরে অনেকটা খোলা জায়গা। লুকটাই এমন যে একবার তাকালে মনে হবে, এখানে কয়েকটা দিন কাটানো যেতে পারে। স্মার্ট রুম, ট্রাভেল ডেস্ক, ওয়াইফাই, সিসিটিভি আধুনিক সব ব্যবস্থা থাকবে। যোগাযোগ— ৯৭৩৪৯৮১৭৬৭, ৯৭৪৯৯৪৬০৮৪

জলদাপাড়া ওয়াইল্ড হাট

জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক, মাদারিহাট ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। একেবারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া এক্সক্লুসিভ ফ্যামিলি রিসর্ট। মূল গেট থেকে মাত্র ২০০ মিটার। ৩০ হাজারের বেশি গ্রাহক পরিবার।

রয়েছে নিজস্ব মাল্টি কুজিন রেস্টুরেন্ট— ওয়াইল্ড রুট।

রয়েছে নিজস্ব ওয়াচ টাওয়ার, এসি, নন এসি রুম, গিজার, স্মার্ট টিভি, ওয়াইফাই, ব্যালকনি, সিসিটিভি।

যোগাযোগ : ৯৮৩২০৪৮৩৪৩, www.jaldaparawildhut.in

জলদাপাড়া রাইনো রিসর্ট

জলদাপাড়ায় বেড়াতে এলে যেখানে আপনি নির্ভয়ে থাকতে পারবেন সে হল এই জলদাপাড়া রাইনো রিসর্ট। অবস্থান পূর্ব খয়েরবাড়ি। কটেজগুলি বাইরে থেকে যেমন সুন্দর, ভেতরেও নজরকাড়া। রেস্টুরেন্টে পাবেন মনপসন্দ খাবার। বাচ্চাদের জন্য কিডজ জোন, বাগান, ফ্রি ওয়াইফাই ও পার্কিং। পিক-আপ এবং ড্রপের সুবিধাও রেখেছে তারা। কোথায়, কীভাবে যাবেন তার হদিস ও সহযোগিতা পাবেন।

যোগাযোগ— ৯০০৭৬৬১৮০০, ৭৮৭২১৫২৭২২ ই-মেল— jaldapararhinoresort777@gmail.com

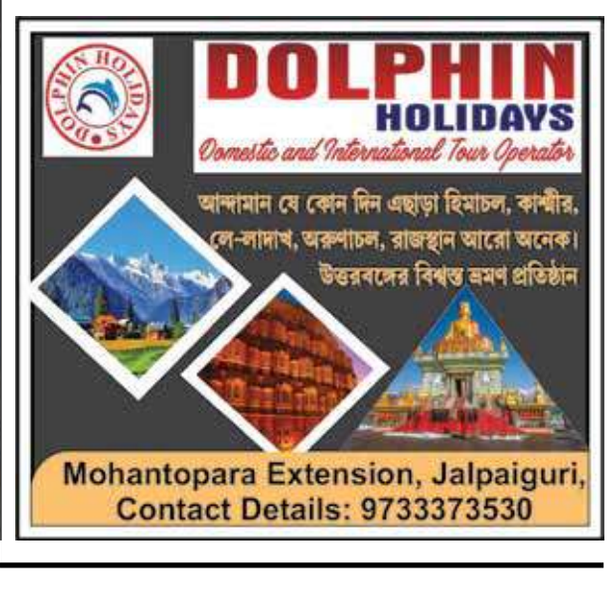

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া স্বর্ণব পাল। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে ভালোবাসে এই খুদে।

সাবেকি সাজে বসন্ত বন্দনা

বসন্ত মানেই রং। ইতিমধ্যে শহরের বাজারেও যেন লেগেছে বসন্তের ছোঁয়া। বসন্ত উৎসবে কেমন শাড়ি পরবেন, তার সঙ্গে কোন জুয়েলারি এসব নিয়েও চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দিনের বেলার এই উৎসবে কেমন মেকআপ করলে আকর্ষণীয় লাগবে তা নিয়েও নানারকম পরিকল্পনা চলছে বন্ধুদের মধ্যে। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শাড়ি নাকি কুর্তি

বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। কারও পছন্দ শাড়ি আবার কারও কাছে কুর্তি বেশি আরামদায়ক। তবে দু'ক্ষেত্রে হলুদ রংয়ের প্রতি একটা আলাদা টান রয়েছে ক্রেতাদের। প্রধাননগরের এক বুটিকের মালিক দেবী দে-র কথায়, 'শাড়ির মধ্যে মূলত সুতি, হ্যান্ডলুম, মসলিন, কটকি প্রিন্ট এই ধরনের হালকা শাড়ির চাহিদা বেশি। রংয়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্রেতা খোঁজ করছেন হলুদ রংয়ের। তবে সবুজ, গোলাপি ইত্যাদি হালকা রংগুলির বেশ চাহিদা রয়েছে।'

তবে শুধু শাড়ি নয়, অনেকে বসন্ত উৎসবে কুর্তি ও জিনস পরবেন বলেও ঠিক করেছেন। নেহা রায়, অমৃতা সাহা ইতিমধ্যে কুর্তির সঙ্গে মানানসই জুয়েলারি বানানোর অর্ডার দিয়েছেন।

প্রিন্টেড সুতির ব্লাউজ

বসন্ত উৎসব মানেই রংয়ের খেলা। তাই শাড়ি এক রংয়ের হলেও ব্লাউজটি হতে হবে উজ্জ্বল রংয়ের। শহরের ফ্যাশন ডিজাইনার ডালিয়া দাস বললেন, 'এক রংয়ের শাড়ির সঙ্গে হাতকাটা অথবা ফুলহাতা প্রিন্টেড সুতির ব্লাউজ পরতে নতুন প্রজন্ম বেশ পছন্দ করে। আবার ব্লাউজটি যদি এক রংয়ের হয় তাহলে তার সঙ্গে কলমকারি বা আজরাক প্রিন্টের শাড়িও খুব ট্রেন্ডি।

হালকা মেকআপ

বসন্ত উৎসবের সাজ কেমন হবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির এক মেকআপ আর্টিস্ট সৌমি মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এই উৎসবটি মূলত দিনের বেলা হয়। তাই উগ্র মেকআপ ভালো লাগবে না। দিনের বেলা মানেই ছিমছাম সাজ। মেকআপের আগে সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিতে হবে। তার ওপর দিয়ে কনসিলার ও পাউডার দিয়ে নিলেই মেকআপ সেট। সেইসঙ্গে চোখে কাজল ও ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক।'

খোপায় পলাশ

শুধু সুন্দর শাড়ি বা কুর্তি পরলেই হবে না। সাজ সম্পূর্ণ করতে মেকআপের সঙ্গে চাই সুন্দর হেয়ার স্টাইল। কারও পছন্দ খোলা চুল, আবার কেউ ভালোবাসেন খোপা করতে। অনেকের মতে, বসন্ত উৎসব মানে যেহেতু আবির খেলা তাই চুলে খোঁপা করে নেওয়াই ভালো। আর বসন্ত মানেই পলাশ, তাই কেশসজ্জায় থাকতে পারে পলাশ ফুল।

মানানসই জুয়েলারি

শাড়ি বা কুর্তির সঙ্গে চাই মানানসই জুয়েলারিও। কোন পোশাকের সঙ্গে কেমন জুয়েলারি মানাবে তা নিয়ে আমরা অনেক সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকি। এবিষয়ে মেকআপ আর্টিস্ট সৌমি বলেন, 'শাড়ির রং উজ্জ্বল হলে তার সঙ্গে ক্লে জুয়েলারি খুব ভালো লাগে। তবে শাড়ির রং যদি একটু হালকা হয় তাহলে তার সঙ্গে অক্সিডাইজড জুয়েলারি বেশ মানায়। আবার কানের দুলটি যদি বেশ বড় হয় তবে গলায় হার পরলেও চলবে। তবে হাতে চুড়ি পরতে হবে।' তাঁর মতে, সালোয়ারের সঙ্গে পাটিয়ালা প্যান্ট পরলে কানে ভারী ঝুমকো আর হাত ভরে চুড়ি পরলে খুব ভালো লাগে।

হলুদ ধুতি পাঞ্জাবি

বসন্ত উৎসবে ছেলেদের পোশাকেও চাই রংয়ের ছোয়া। তাই বাজারে এখন সাদা ও হলুদ রংয়ের পাঞ্জাবির বেশ চাহিদা রয়েছে। এক্ষেত্রে সুতি বা সিল্কের কাপড় বেশ আরামদায়ক বলে মনে করছেন শহরবাসী। আবার পাঞ্জাবির সঙ্গে একপাশে চাদর নিলেও দেখতে বেশ ভালো লাগে।

সরকারি দপ্তরে পুলিশ দেখে চটলেন শংকর

'দু'দিন পরে আমি সরকার চালাব'

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : 'দু'দিন পরে আমি সরকার চালাব।' বুধবার দার্জিলিংয়ের ডেপুটি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর অফিসের বাইরে বিশাল পুলিশবাহিনী দেখে এমনই মন্তব্য করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। আর যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে চর্চা শুরু হয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে এভাবে কথা বলা নিয়ে বিধায়ককে কটাক্ষ করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

শিলিগুড়িতে ফুড সেফটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় ডেপুটি সিএমওএইচ-২'এর দপ্তরে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ অন্য বিজেপি কাউন্সিলাররা। পাশাপাশি বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরাও ছিলেন। এদিকে, নিরাপত্তার খাতিরে সেখানে আগে থেকেই মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি (পূর্ব) সোমনাথ দাসের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী উপস্থিত ছিল। দপ্তরে ঢুকতে গিয়ে এত পুলিশকর্মীকে দেখে মেজাজ হারান শংকর। তখনই সহকারী পুলিশ কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে ওঠেন, 'আপনারা একদিন আগে ভালো কাজ করলেন, আমরা ধন্যবাদ জানালাম। এখন আবার এরকম করছেন। আমি পজিটিভ হতে চাই। দু'দিন পর আমি সরকার চালাব। এটা আপনি বুঝে রাখুন, আমি সরকার চালাব। আমি আপনাদের দেখে অবাক, এত লোক এসেছেন আপনারা।'

পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদ শংকর ঘোষের। বুধবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বিধায়কের এমন মন্তব্য নিয়ে মেয়র গৌতম দেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেন, 'শংকরের বিষয়ে যে কোনও জবাব আমাদের যুব নেতা জয়ব্রত দেবে।' পরে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের কাছে যা খবর আছে তাতে শংকর ঘোষ এবার টিকিট পাচ্ছেন না। তাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে এই সমস্ত কথা বলছেন।'

পুলিশের সঙ্গে এভাবে কথা কাটাকাটির কিছুক্ষণের মধ্যেই সদলবলে ডেপুটি সিএমওএইচ-এর ঘরে যান শংকর। সেখানে জেলা ফুড সেফটি টাস্ক ফোর্সের কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পক্ষপাতিত্ব করে রেস্তোরাঁগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি গত শনিবারের অভিযানে যে নমুনা সংগ্রহ হয়েছে তার রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চান। যদিও কর্তব্যরত আধিকারিক জানিয়ে দেন, সাতদিন পরে রিপোর্ট দেখাতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে শংকরের বক্তব্য, 'এতদিন ধরে এত নমুনা সংগ্রহ করা হল, কিন্তু সেগুলির রিপোর্ট কী সেটা কেউ জানাতে পারল না। বেছে বেছে রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অবিলম্বে সকলের বিরুদ্ধে সমান পদক্ষেপ করার কথা বলেছি।'

প্লাইবোর্ড বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : আইএসআই চিহ্ন না থাকা নকল প্লাইবোর্ড মজুত রাখা কারখানায় অভিযান চালিয়ে ৩০০টি প্লাইবোর্ড বাজেয়াপ্ত করল ভারতীয় মাননির্ণায়ক সুচক সংস্থার (বিআইএস) আধিকারিকেরা। বুধবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি গুদামে হানা দেয় বিআইএসের কলকাতা শাখার পাঁচ সদস্যের একটি দল। ভক্তিনগর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয়। যারা নকল প্লাইবোর্ড মজুত রেখেছিল এবং যারা বিক্রি করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া পাওনার দাবিতে শিলিগুড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি করল সারা বাংলা পিএইচই কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন (সিভিল)। জল জীবন মিশন প্রকল্পে বকেয়ার দাবিতে বুধবার পিএইচই-র উত্তরবঙ্গ সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অফিসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, প্রায় ১৮ মাস ধরে তাঁরা টাকা পাচ্ছেন না। বকেয়ার দাবিতে রাজ্যজুড়ে ঠিকাদাররা আন্দোলন চালাচ্ছেন। শিলিগুড়ি পিএইচই কনট্রাক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুপ বসু বলেন, 'রাজ্যজুড়ে আমরা আন্দোলন চালাচ্ছি। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর আমাদের দিয়ে কাজ করিয়েছে। বকেয়া টাকা না পেলে আগামীতে কলকাতায় গিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বসে পড়তে আমরা বাধ্য হব।'

তদন্তের আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাঘরে বৈঠক করে জেলা শাসক বলেন, 'ব্যবসায়ীদের সমস্যাগুলি শুনেছি। তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হবে।'

স্টল নিয়ে হাতবদল করা এবং ভাড়া খাটানোর অভিযোগ তুলেছিলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা মিউটেশনের দাবিও তুলেছিলেন। সমস্যা সমাধানে মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হয়েছিল ফল এবং আনাজ ব্যবসায়ী সংগঠন। মঙ্গলবার মেয়র নিয়ন্ত্রিত বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেখান থেকেই জেলা শাসককে ফোন করে বৈঠক করতে অনুরোধ করেছিলেন। বুধবার সেই বৈঠক হয়। তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মিত্রকে। বৈঠকের পরে মেয়র বলেন, 'ব্যবসায়ীদের দাবিগুলি প্রশাসন সমাধানের চেষ্টা করবে।'

বাজারের আনাজ ও ফল ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক শিব কুমার বলেন, 'তদন্ত করে সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

মেয়রের বৈঠক নিয়ে অসন্তোষ আশাকর্মীদের

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বলা হয়েছিল পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে বৈঠক করবেন মেয়র। সেই মতো কাজ বন্ধ রেখে যথা সময়ে হাজির হয়েছিলেন আশাকর্মীরা। তবে আদতে যা হল তাতে অবাক আশাকর্মীরা। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, কেন পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে বৈঠকে ডেকে সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি শোনানো হল।

বুধবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে হাউজিং ফর অল প্রকল্পের ঘর দেওয়ার পাশাপাশি পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সকাল ১১টা থেকে হাউজিং ফর অল এবং বেলা ১টা থেকে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে মেয়র গৌতম দেব দুপুর দেড়টার সময় মঞ্চে আসেন বলে অভিযোগ। ফলে আলাদা করে কোনও বৈঠক না করে শুধু আশাকর্মীদের জন্য রাজ্য সরকার কী কী করেছে তার লম্বা তালিকা শুনিয়ে বেরিয়ে যান মেয়র। পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে মেয়র একটি বাক্য খরচ করেননি বলে অভিযোগ।

আশাকর্মীরা বলছেন, শুধুমাত্র ভিড় বাড়ানোর জন্যই তাঁদের ডাকা হয়েছিল। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে গৌতমের সাফাই, 'যে অনুষ্ঠানের জন্য আশাকর্মীদের ডাকা হয়েছিল, সেটা হয়েছে।'

বুধবার বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন-এর কাজ ছিল। তবে বৈঠকের জন্য কেউ সেই কাজ মাঝপথে ছেড়ে, কেউ আবার পুরোপুরি বন্ধ করে এসেছিলেন। শান্তা গোস্বামী নামে এক আশাকর্মীর কথায়, 'বৈঠকে থাকার জন্য সবকয়টি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় কর্মরত আশাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখানে এসে দেখি যাঁরা হাউজিং ফর অলের জন্য ঘর পেয়েছেন তাঁদের মেয়র শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন।' বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সঞ্জীব মজুমদারের বক্তব্য, 'পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে যা বলার তা বলা হয়েছে।' স্বাস্থ্য আধিকারিকের মন্তব্য মানতে চাননি আশাকর্মীরা। রিঙ্কু বিশ্বাস নামে এক আশাকর্মী বললেন, 'ভিড় বাড়ানোর জন্য আমাদের ডাকা হয়েছিল। কাজ ছেড়ে আসতে গিয়ে অনেককে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে।'

শহিদ স্মারক

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শিলিগুড়ি তথা সমগ্র তরাই অঞ্চলের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুধবার স্টেশন ফিডার রোডে শহিদ স্মারক উদ্যানের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব।

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তনের শেষদিন

জাগিয়ে রাখলেন শ্রীকান্ত

রামসিংহাসন মাহাতো

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : হিলকার্ট রোড তখন অতটা চওড়া ছিল না। রাস্তায় আলোও অত বেশি ছিল না। সেই সময় মানে, গত শতকের নয়ের দশকে এই পথ দিয়ে আর পাঁচজন শিলিগুড়িবাসীর মতোই হেঁটে বেড়িয়েছেন এই সময়ের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার শ্রীকান্ত আচার্য। দু'চার মাস নয়, টানা ৭ বছর। তখন তিনি এ শহরে বেসরকারি সংস্থার সেলসে চাকরি করেন। বুধবার দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করতে এসে নিজমুখেই এ কথা জানালেন শিল্পী।

মিত্র সম্মিলনীর দু'দিনের সমাবর্তনের বুধবার ছিল শেষ দিন। কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় সংস্থার নিজস্ব প্রযোজনা 'শ্যামের সাইকেল' নাটক দিয়ে। পরিচালনায় ছিলেন সুদীপ রাহা। নাটক শেষে মূল মঞ্চ ও ব্যালকনির প্রবল করতালির আওয়াজই বুঝিয়ে দিয়েছে, গতকাল কলকাতার নাটকের চেয়েও আজকের নাটক দর্শকদের বেশি ভালো লেগেছে। নাটকের পর মিত্র সম্মিলনীর সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য উপস্থিত দর্শকদের জানালেন, এবার মিত্র সম্মিলনীর দুর্গাপুজোর শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। এই পুজোকে তাঁরা সমগ্র শিলিগুড়ির পুজো হিসেবে তুলে ধরতে চান। সেই সূত্রে তিনি শহরবাসীর কাছে সমস্ত রকম সহযোগিতার আহ্বান জানান। নাটকের শিল্পীদের সংবর্ধিত করেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য।

শ্রীকান্ত যখন মঞ্চে গান শুরু করেন তখন বাজে রাত আটটা। কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই শিল্পী শুরু করলেন-- তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ, ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া। ভূমিকা এসেছে পরে। তারপর ১৬টি গানে, টুকরো কথায় শিল্পী জয় করলেন শ্রোতাদের হৃদয়। আর শ্রোতারাও সুরের সাগর পাড়ি দিতে তৈরি। আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ গানটি শুরু করে শিল্পী থেমে গিয়েছেন কিন্তু শ্রোতারা সমবেত কণ্ঠে সেই গান এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। অভূতপূর্ব এক আবেশ ছড়িয়ে আসর শেষ হয়। বাংলা গান যে সব প্রজন্মের শ্রোতাদেরই এখনও ভালো লাগছে তা বোঝা গেল প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন প্রান্তে মোবাইলে অনুষ্ঠানের লাইভ রেকর্ডিং করতে দেখে। দেশবন্ধুপাড়ার রূপাঞ্জনা নন্দী অনুষ্ঠান শেষে গানের ঘোর নিয়েই মায়ের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। এখনকার পড়ুয়ারা যে ধরনের গান পছন্দ করে শ্রীকান্ত তো তেমন গান গাননি। তাহলে? রূপাঞ্জনা বলল, 'খোলা জানালা' খুব খুব ভালো লেগেছে। লেকটাউনের পৌলোমী ভট্টাচার্যের ভালো লেগেছে 'আমার সারাটা দিন'। অদ্রিকা দাস আকাশ ভরা সূর্য তারার সঙ্গে গলা মিলিয়ে রীতিমতো আপ্লুত। বোঝা গেল, শ্রীকান্ত সব প্রজন্মের শ্রোতাদেরই মন জয় করতে পেরেছেন।

মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তনে গায়ক শ্রীকান্ত আচার্য। ছবি : সুশান্ত পাল

এসএফ রোডে ফুটপাথে চেয়ার-টেবিল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : এসএফ রোডে ফুডস্টলের পেছনে রাখা টুলের ওপর বসে ফাঁকা সেবক রোডে ঘটে যাওয়া দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় তরুণের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তিন বন্ধুর আলোচনা চলছে। দুর্ঘটনার হাড়হিম করা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁরা যে একপ্রকার আতঙ্কিত, তা তাঁদের আলোচনাতেই স্পষ্ট হচ্ছিল। শহরে রাতের রাস্তায় পথচলা কতটা নিরাপদ, তা নিয়েই মূলত নিজেদের আলোচনায় প্রশ্ন তুলছেন দেশবন্ধুপাড়ার নির্ণয়, কৌশিক ও রাহুল। আলোচনা আছে, বক্তব্যে আছে আতঙ্ক-আশঙ্কা। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই রাস্তা ধরে দ্রুতগতির দুটি মোটরবাইক চলে গেল। যা প্রশ্ন তুলে দিল, সচেতনতা কোথায়?

দমকলকেন্দ্রের উলটোদিকে এসএফ রোডের যে স্টলের পেছনে বসে নির্ণয়, কৌশিকরা চা পান করছিলেন, তার পাশের একাধিক স্টলের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চেয়ার-টেবিল। অধিকাংশই ফুটপাথের ওপর। রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে, চলে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত। পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলে বিভিন্ন যান। নিয়ন্ত্রণের একটু এদিক-ওদিক হলেই গাড়িগুলি চলে যেতে পারে ফুটপাথের ওপর পাতা চেয়ার-টেবিলের ওপর দিয়ে। যদি এমনটা ঘটে, তবে যাঁরা ওই চেয়ার-টেবিলে বসে খাবার খান বা পরিবার নিয়ে আড্ডা মারেন, তাঁদের পরিণতি কী হবে?

এমন ঘটনা ঘটলে যে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠবে, অস্বীকার করছেন না ফুডস্টলের ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তারপরেও ক্রেতা টানতে এভাবে কেন চেয়ার-টেবিল বা টুল পেতে রাখা, মেলে না তেমন সদুত্তর। নির্ণয় সরকার বললেন, 'রাতে এসএফ রোডে অনেক গাড়ির গতি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে। কোনও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়লে বড় বিপদ হতে পারে। সে কারণে স্টলের সামনে থেকে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।'

স্টলগুলির সামনে যাতে চেয়ার-টেবিল বা টুল পেতে না রাখা হয়, সে জন্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছিল। তারপর কয়েকজন ব্যবসায়ী স্টলের পেছনে খদ্দেরদের জন্য চেয়ার-টেবিল পেতে দেন। কিন্তু সকলে সেই নিয়মের তোয়াক্কা করেননি। স্টলের সামনের ফুটপাথের ওপর চেয়ার-টেবিল পেতে রেখে ব্যবসা করছেন। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'রাত পর্যন্ত রাস্তার মধ্যে টেবিল, চেয়ার পেতে ব্যবসা করার অভিযোগ আমার কাছেও এসেছে। আমরা রাতের শহরের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে বসছি। রাস্তার ওপর রাতে চেয়ার-টেবিল পেতে ব্যবসা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত আমরা নিচ্ছি।'

এসএফ রোডের ফুড স্টলের সামনে ফুটপাথে আড্ডা।

সোমা পাল সাহা নামে এক মহিলা এসএফ রোডে চায়ের স্টল চালান। মহিলার স্টলের সামনে টুল পাতা। সেবক রোডের দুর্ঘটনা দেখে মহিলা ভয় পেয়েছেন। কেন স্টলের সামনে চেয়ার-টেবিলে পেতে রেখেছেন, প্রশ্ন করতেই স্টলের পেছনে থাকা কয়েকটি চেয়ার দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ক্রেতা টানতে অনেকে স্টলের সামনে চেয়ার পেতে রাখছেন। আমি মাত্র কয়েকটি টুল পেতেছি। তাছাড়া যাঁরা চায়ের জন্য আসেন, তাঁরাও টুল নিয়ে ফুটপাথে বসে পড়েন।' একইরকমভাবে দোকান চালাচ্ছেন শম্পা চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'একটু রাত হতেই চেয়ার, টুল গুটিয়ে ফেলি। বিষয়টি নিয়ে আরও সতর্ক হব।'

কিন্তু সকলের হুঁশ ফিরবে কবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

পৃথিবীর পাঠশালা

৪৩৮ দিন মাঝসমুদ্রে

সমুদ্রের মাঝে একা আটকে পড়লে মানুষ ক'দিন বাঁচে? মেক্সিকোর জেলে হোসে সালভাদর আলভারেঙ্গা মাঝসমুদ্রে হারিয়ে গিয়ে টানা ৪৩৮ দিন অর্থাৎ এক বছরেরও বেশি সময় বেঁচে ছিলেন। ২০১২ সালে ঝড়ের কবলে পড়ে তাঁর নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গে থাকা এক সঙ্গী কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। কিন্তু হোসে হার মানেননি। তিনি খালি হাতে কচ্ছপ, মাছ ও সমুদ্রের পাখি ধরে কাঁচা মাংস খেতেন। বৃষ্টির জল বা কচ্ছপের রক্ত পান করে তিনি তৃষ্ণা মেটাতেন। প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার ভেসে তিনি যখন প্রশান্ত মহাসাগরের এক প্রত্যন্ত দ্বীপে এসে পৌঁছান, তখন তিনি মৃতপ্রায়। মানুষের বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তির এমন নিদর্শন আধুনিক ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। সম্প্রতি তাঁর এই লড়াকু জীবন নিয়ে একটি নতুন তথ্যচিত্র সামনে আসায় খবরটি ফের আলোচনায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নকল প্যারিস

যুদ্ধ জেতার জন্য কতরকম ফন্দিই না আঁটতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বোমারু বিমান থেকে প্যারিস শহরকে বাঁচাতে ফরাসিরা এক অদ্ভুত ছক কষেছিল। তারা আসল প্যারিস থেকে কিছুটা দূরে আস্ত একটি নকল প্যারিস তৈরি করে ফেলেছিল। সেখানে আসল শহরের মতো রাস্তাঘাট, নকল আইফেল টাওয়ার, ট্রেনের লাইন এমনকি কাঠের তৈরি নকল কারখানাও বসানো হয়েছিল। রাতের বেলা আলো জ্বালিয়ে এমন মায়া তৈরি করা হত, যাতে আকাশ থেকে জার্মান পাইলটরা তাকেই আসল প্যারিস ভেবে ভুল করে আর নকল শহরে বোমা ফেলে চলে যায়। যদিও এটি পুরোপুরি তৈরি হওয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তবুও ফরাসিদের এই অবিশ্বাস্য স্থাপত্য আর বুদ্ধির গল্প আজও সামরিক ইতিহাসবিদদের অবাক করে।

কুকুরদের আত্মহত্যার ব্রিজ

স্কটল্যান্ডের ওভারটোন ব্রিজ দেখতে আর পাঁচটা সাধারণ ব্রিজের মতোই সুন্দর। কিন্তু এর গায়ে জড়িয়ে আছে এক হাড়হিম করা রহস্য। এই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কুকুররা হঠাৎ করেই নীচে ঝাঁপ দেয়। ১৯৫০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ কুকুর এই ব্রিজ থেকে লাফ দিয়েছে, যাদের মধ্যে অন্তত ৫০টি কুকুর মারা গেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, যারা লাফ দিয়ে বেঁচে গেছে, তারা পরে আবার সেখানে গেলে ফের ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করে। কেন এমন হয়? কেউ বলেন ওখানে অশুভ আত্মা আছে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করেন, ব্রিজের নীচে থাকা মিঙ্ক বা এক ধরনের বেজির তীব্র গন্ধে কুকুররা পাগল হয়ে লাফ দেয়। কারণ যা-ই হোক, স্থানীয়রা আজও পোষ্যদের নিয়ে এই ব্রিজের দিকে পা বাড়াতে ভয় পান।

বিজ্ঞানীর সহকারী বিড়াল

বিজ্ঞানের গবেষণাপত্রে সাধারণত বড় বড় প্রফেসরদের নাম থাকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ফিজিক্সের একটি বিশ্বখ্যাত জার্নালে এমন একটি গবেষণাপত্র ছাপা হয়েছিল, যার সহ লেখক ছিল একটি বিড়াল। আমেরিকার বিজ্ঞানী জ্যাক হ্যাথরিংটন তাঁর গবেষণাপত্রটি লেখার পর দেখেন তিনি সর্বত্র 'আমি'-র বদলে 'আমরা' লিখেছেন। নিয়ম অনুযায়ী একজন লেখক হলে 'আমি' লিখতে হয়। পুরো লেখাটি নতুন করে টাইপ করার ভয়ে তিনি এক অদ্ভুত বুদ্ধি বের করেন। তিনি তাঁর পোষা সিয়ামিজ বিড়ালটির নাম দিয়ে দেন সহ লেখক হিসেবে। বিড়ালের নাম দেওয়া হয় এফডিসি উইলার্ড। রীতিমতো কালির ছাপ দিয়ে সইও করানো হয় বিড়ালটিকে। পরে এই জালিয়াতি ধরা পড়লেও, বিজ্ঞান মহলে এই বিড়ালটি রীতিমতো সেলেব্রিটি হয়ে যায়।

সফরে শা

কিশনগঞ্জ, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বুধবার দুপুরে কিশনগঞ্জে পৌঁছে ভারতের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিশেষ সমীক্ষা নিয়ে ২ ঘণ্টার বেশি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনদিনের বিহার সফরে এসে এদিন মেচি অডিটোরিয়ামের কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। ফলে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় মোড়া ছিল শহর। শা বলেন, 'যে কোনও মূল্যে এলাকার উন্নয়ন করতে হবে। তার জন্য এসএসবি, বিএসএফ এবং আইটিবিপি-র সমন্বয় প্রয়োজন।' বৈঠকে বারবার শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রসঙ্গও ওঠে বলে খবর। এই নিয়ে কেন্দ্রের তরফে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সেতু ভাঙল

প্রথম পাতার পর

রাস্তার একপাশে জমিতে বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে আর হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের লাগোয়া জমিতে রড, সিমেন্ট সহ নির্মাণসামগ্রী মজুত রয়েছে। সেতুর ওপর দিয়ে নির্মাণসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বিষয়টি জানার পর সেতুটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মেয়র বলেন, 'অত্যন্ত অন্যায় ও দুঃসাহসিক কাজ প্রোমোটারি সংস্থা করেছে। ওই এজেন্সিকে সাবধান ও সচেতন হয়ে যেতে বলছি। এগুলি শহরে বরদাস্ত করা হবে না।'

মেয়রের নির্দেশের পর এদিন দুপুরে পুরকর্মীরা আর্থমুভার দিয়ে লোহার সেতুটি ভেঙে ফেলেন। শহরে এমন সেতু নির্মাণ হয়েছে খবর পেয়ে সেখানে যান শিলিগুড়ির বিজেপির বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিধায়ক বলেন, 'শহরজুড়ে কীভাবে অবৈধ নির্মাণ চলছে, তার বড় প্রমাণ আজকে মিলল। কতটা সাহস আর অর্থের জোর থাকলে এভাবে রাস্তার ওপর দিয়ে অবৈধ সেতু প্রোমোটার বানিয়ে ফেলতে পারেন। এই ওয়ার্ডে মেয়র ও বরো চেয়ারপার্সন দুজনের বাড়ি। মেয়রের সব জানা বোঝার মধ্যে দিয়ে এইসব হয়। এই কারণে মেয়র পারিষদ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই বলে বোর্ডকে কটাক্ষ করেন।'

রাস্তার ওপর দিয়ে সেতু তৈরি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীও। আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে কতটা নিয়ম মানা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। শহরজুড়ে এর আগে প্রোমোটারদের একাংশের বিরুদ্ধে বহুবার নিয়মের তোয়াক্কা না করে নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে বরো চেয়ারপার্সন মিলি সিনহা বলেন, 'রাতারাতি সেতুটি বানিয়েছে। বিষয়টি দেখার পরেও প্রোমোটার সংস্থাকে ডেকে অনুমতিপত্র দেখতে চাই। কিন্তু আমাকে কিছু দেখাতে পারেনি। প্রোমোটার সংস্থা কাউকে জানায়নি। মেয়রকে বিষয়টি জানাই। তারপরই মেয়র ভাঙার নির্দেশ দেন।'

প্রোমোটার সংস্থার তরফে নরেশ আগরওয়াল অবৈধ সেতু তৈরি নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। নরেশ বলেন, 'লোহার কাঠামোর ওপর দিয়ে পাইপের মাধ্যমে সামগ্রী আনার জন্য সেতু বানানো হয়েছিল। হাঁটাচলার জন্য সেটি বানানো হয়নি। দু'দিন পর যাতে খুলে ফেলা যায়, সেইভাবে সেটি বানানো হয়েছিল। হয়তো সেটি ঠিক করে বোঝাতে পারিনি। সেটা আমাদেরই ভুল। সেইজন্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে।'

তবুও আশাবাদী কেএলও প্রধান

কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক স্থগিত

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : শেষমুহূর্তে স্থগিত হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কেএলও চিফ জীবন সিংহ এবং কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। বুধবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রের তরফে বৈঠক স্থগিত রাখার কথা জানানো হয়। একেই দিল্লির পরিবর্তে বৈঠক অসমে হবে বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও হল না। ফলে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শান্তি চুক্তি হওয়া নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও অসম থেকে টেলিফোনে জীবন বলেন, 'শান্তি আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলছে। আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্রই বৈঠক ডাকবে কেন্দ্র।' তবে এদিন বৈঠক না হওয়ায় কোচ, কামতাপুরি ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজমাধ্যমে বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

গত বছরের ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রের তরফে উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত থাকা উপদেষ্টা একে মিশ্র বৈঠক করেছিলেন। ওই বৈঠকে জীবন সিংহ, কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি তপতী রায় মল্লিক, জীবনের সঙ্গে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী অসমের অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল দেবকুমার শইকিয়ারা উপস্থিত ছিলেন। এরপরেই পরবর্তী বৈঠক ২৫ ফেব্রুয়ারি হবে বলে কেন্দ্রের

■ জায়গার পরিবর্তনের পরেও জীবন সিংহদের সঙ্গে কেন্দ্রের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক স্থগিত

■ বুধবার বৈঠক শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে স্থগিত সিদ্ধান্ত জানানো হয় কেন্দ্রের তরফে

■ বৈঠক না হওয়ায় সমাজমাধ্যমে বিজেপির সমালোচনা, প্রভাব পড়তে পারে ভোটবাক্সে

তরফে জীবনদের জানানো হয়েছিল। তবে প্রথমে দিল্লিতে বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও, পরবর্তীতে জায়গা পরিবর্তন করে অসমের কথা বলা হয়। বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার রাতে উত্তরবঙ্গ থেকে অসমে পৌঁছান স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, বুধবার প্রথমে দেবকুমার এবং পরবর্তীতে জীবনের সঙ্গে আলোচনা করে বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেবকুমার ফোনে বলেন, 'প্রথম থেকে শান্তি আলোচনা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিযুক্ত উপদেষ্টা একে মিশ্র। কিন্তু তিনি ৩ মার্চ অবসর নিচ্ছেন। তাঁর জায়গায় অজিতকুমার পাল ৫ মার্চ দায়িত্ব নেবেন। তাই বৈঠক স্থগিত রাখা হল বলে কেন্দ্রের প্রতিনিধি জানিয়েছেন।' বৈঠক স্থগিত নিয়ে তপতী কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। শান্তি আলোচনা চলছে দাবি করলেও, এদিন জীবনের গলায় ছিল না আগের মতো তেজ। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির সঙ্গে অনেক অভ্যন্তরীণ আলোচনা হয়েছে। যা এখন গোপনীয় রাখা হচ্ছে। ফের দ্রুত আলোচনা হবে এই আশা করছি। আমাদের শান্তি আলোচনা এর আগের বৈঠকেই শেষ হয়েছে। এখন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে চাই। আমাদের পৃথক রাজ্য গঠন, ভাষার সংবিধান স্বীকৃতি সহ কোচ কামতাপুরিদের এসটি স্বীকৃতির দাবি থেকে এক পা নড়ছি না।'

তবে বৈঠক স্থগিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কোচ, কামতাপুরিদের অনেকেই সমাজমাধ্যমে হইচই শুরু করে দেন। বিজেপিকে গালমন্দ করা হয়। সামনেই অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট। ফলে ভোট ঘোষণার আগে বৈঠক না হলে তার প্রভাব ভোটবাক্সে পড়বে বলেও সমাজমাধ্যমে অনেকে লিখেছেন।

ভারত-বাংলাদেশ ফের বাস, বরফ গলার আভাস

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ বিরতির পর মঙ্গলবার ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বাস পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। আগরতলার আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাসটি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। প্রায় ১৮ মাস বন্ধ থাকার পর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাস পরিষেবা ফের চালু হওয়ায় দু'দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে পরিবর্তন হয়েছে। নির্বাচনে জিতে ওপার বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তারেক রহমান। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পালটে যাওয়ায় ধীর চালে হলেও বদল আসছে দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বাস পরিষেবা ফের চালু হওয়া দু'দেশের সম্পর্কের শৈত্য কাটার প্রথম ধাপ বলে ধারণা সংশ্লিষ্ট মহলের।

বাংলাদেশের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে দু'দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। যার ফলে ট্যুরিস্ট ভিসা দিয়ে যাত্রী পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় মিতালি সহ একাধিক যাত্রীবাহী ট্রেন।

সূত্রের খবর, খুব দ্রুত দুই দেশের মধ্যে ট্যুরিস্ট ভিসা সহ অন্যান্য ভিসা নিয়ে জটিলতা কাটতে চলেছে। দুই দেশের মধ্যে পুনরায় যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু

খালপাড়ার আন্তর্জাতিক রেলগেট।

হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ১৯ মাস বন্ধ থাকার পর খালপাড়া সীমান্তের আন্তর্জাতিক রেলগেটের তালা খোলা হতে পারে। পুনরায় হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে মিতালি এক্সপ্রেস চালু হওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

সিলেটের ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার অনিরুদ্ধ দাস ওপার বাংলার সাংবাদিকদের বলেন, 'খুব দ্রুত ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার জট কাটানোর জন্য পদক্ষেপ করা হবে।' বাংলাদেশের সড়ক, রেল ও নৌপরিবহণমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেন, 'ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পুনরায় রেল চলাচল করার বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। দেশের স্বার্থর দিকটি বিবেচনা করে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে।'

এই প্রসঙ্গে হলদিবাড়ির স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারি বলেন, 'এখনও এই বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও নির্দেশ এসে পৌঁছায়নি।'

পাহাড়ি পথে দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্য। ছবি : সূত্রধর

নামে শহর

প্রথম পাতার পর

তখন বাধ্য হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে হয়।' এই ওয়ার্ডের পালপাড়ায় বিশাল ভ্যাটের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ী বিকাশ রায়। সাফসাফাই নিয়ে ক্ষুব্ধ নেতাজি সরণির বাসিন্দারাও। কাউন্সিলার পিংকি সাহার যুক্তি, 'বরো অফিস থেকে গাড়ি না এলে সমস্যা হয়। তবে নতুন জলপ্রকল্প হলে এই কষ্ট থাকবে না।'

৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও বঞ্চনার কথা শুনিয়েছেন। সূর্যনারায়ণ কলোনির সুজন দে'র আক্ষেপ, 'এলাকায় তিনটি পথবাতি থাকলেও একটাও জ্বলে না।' গীতলপাড়ার নীলা দে জানান, তাঁর বাড়ির সামনের ট্যাপকলটি অনেকদিন ধরেই নষ্ট। ভীম কলোনির বিমল রায়ের ক্ষোভ, 'কাউন্সিলারের দেখাই পাওয়া যায় না।' তবে কাউন্সিলার রাজেশপ্রসাদ শা পালটা রাজনৈতিক চাল চেলেছেন। তাঁর দাবি, 'আমি নিয়মিত এলাকায় ঘুরি। যে আমাকে দেখতে পান না বলছেন, তিনি সম্ভবত বিজেপি করেন।'

'জঙ্গির বাড়ি'

প্রথম পাতার পর

বলছিলেন, ফারুক এই কাজ করতেই পারেন না। পুলিশের কোনও ভুল হয়েছে। কিন্তু বুধবার সেই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, প্রতিবাদের চেয়ে আতঙ্কের পাল্লা ভারী। গত পরশুও যাঁরা কথা বলার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, এদিন তাঁরাই কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছেন, এড়িয়ে যাচ্ছেন।

বুধবার দুপুরে ফারুকের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল বেশ ভিড়। উঠোনভর্তি লোকজন। ফারুকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁদের আত্মীয়রা। বাড়ির সামনেও জটলা করছেন লোকজন। সকলের চোখে একটা সতর্ক চাহনি।

বাড়ির ছোট্ট উঠানে একটি চেয়ারে বসে ছিলেন ফারুকের বাবা আখতার আলি। তাঁকে ঘিরে তখন বসে গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক বাসিন্দা। ঘটনার কথা শুনে বাড়িতে হাজির ফারুকের এক পিসি। ছিলেন ফারুকের শ্বশুরবাড়ির লোকজনও। তবে কেউ কথা বলতে নারাজ। ফারুকের মা রহিমা বিবি, বাড়ির বারান্দার এক কোণে বসে একনাগাড়ে আল্লাহর কাছে ছেলের জন্য দোয়া করে যাচ্ছেন। বারবার একটা কথাই বলছেন, 'আমার ছেলে নির্দোষ। আমার ছেলেকে মুক্ত করে দাও আল্লাহ।' ফারুকের বাবা সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও বারবার তাঁকে থামিয়ে দিচ্ছেন ফারুকের স্ত্রী সেমি খাতুন সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে নারাজ ফারুকের স্ত্রীও। শুধু জানালেন, ফারুককে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছিল। ফারুকের স্বপক্ষে উকিল দাঁড় করানো হয়েছিল। সেমির সাফ কথা, 'আমাদের আর কিছু বলার নেই। আপনারা এখন আসতে পারেন।'

গত সোমবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শেখ মণিরুল, ফারুকেরই সহপাঠী, সাংবাদিকদের সঙ্গে যেচে কথা বলেছিলেন। এদিন খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে পাওয়া গেল না। ফোন করলে সাফ জানালেন, এব্যাপারে আর কথা বলবেন না। শুধু মণিরুল নন, ফারুকের অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও পাড়াপড়শিরা সকলেই চুপচাপ। পুলিশ সূত্রের খবর, ফারুকের ফোনের কল রেকর্ড নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। সেই রেকর্ড খুঁজতে গিয়ে গ্রামের কেউ বা কারা জড়িয়ে যেতে পারে বলে একটা চাপা আতঙ্ক রয়েছে। প্রায় সকলের একটাই বক্তব্য, আমরা কিছু জানি না।

দু'মাসে আটটি টয়ট্রেন ভাড়া

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) টয়ট্রেন বা খেলনাগাড়ি নিয়ে পর্যটকদের উন্মাদনা বরাবরই। তবে বর্তমান সময়ে সাধারণ যাত্রার পাশাপাশি আস্ত ট্রেন ভাড়া (চার্টার্ড) করার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বুধবারও ১৫ জন বিদেশি পর্যটক টয়ট্রেনের ঐতিহ্যবাহী স্টিম ইঞ্জিন ভাড়া করে শিলিগুড়ি থেকে পাড়ি দিলেন মেঘের দেশ কার্সিয়াংয়ে।

ইংল্যান্ডের বাসিন্দা এই ১৫ জনের দলে ছিলেন অলিভিয়াও। তাঁর কথায়, 'অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল টয়ট্রেনে চেপে ঘুরব। তাই মা এবং বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।' ডিএইচআর সূত্রে খবর, গত দু'মাসে প্রায় আটটি চার্টার্ড টয়ট্রেন ভাড়া নেওয়া হয়েছে। যা বিগত কয়েক বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

এ প্রসঙ্গে ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আস্ত ট্রেন ভাড়া নেওয়ার সংখ্যা আগের চাইতে অনেকটা বেড়েছে। এটা খুবই ভালো দিক। ডিএইচআর-কে মানুষের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে আমরা বিষয়টি নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছি।' বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের কাছে দার্জিলিংয়ের ন্যারোগেজ রেলওয়ের আকর্ষণ দিন-দিন বাড়ছে। বিশেষ করে কয়লাচালিত স্টিম ইঞ্জিনের নস্টালজিয়া উপভোগ করতে বিদেশি পর্যটকরা ঘন ঘন পাহাড়ে আসছেন।

এদিকে, চার্টার্ড টয়ট্রেনের ক্ষেত্রে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন বেশি ভাড়া করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

যদিও এই ইঞ্জিনগুলি শতবর্ষ পুরোনো হওয়ায় এগুলির সঙ্গে একটি করে ডিজেল ইঞ্জিনও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। কামরার পেছনের দিকে থাকছে ডিজেল ইঞ্জিনটি। কোনও কারণে স্টিম ইঞ্জিনে সমস্যা হলে পাহাড়ের বাঁক পার করতে পিছন থেকে সাহায্য করবে এই ডিজেল ইঞ্জিন। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ার পাশাপাশি এই ধরনের অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকছেন অনেকেই। বিদেশিদের পাশাপাশি দেশের পর্যটকদের মধ্যেও ট্রেন ভাড়া নেওয়ার চাহিদা বাড়ছে। টয়ট্রেনের এই চার্টার্ড পরিষেবা ডিএইচআর-এর রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি দার্জিলিং ও কার্সিয়াংয়ের স্থানীয় অর্থনীতিতেও দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জনপ্রিয় হচ্ছে চার্টার্ড খেলনাগাড়ি

পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'ডিএইচআর যেভাবে প্রচার চালাচ্ছে তাতে মানুষ অনেক বেশি জানতে পারছে।' এদিকে, আগামীদিনে এই চাহিদা বাড়বে বলে আশাবাদী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। তাছাড়া পর্যটকদের কাছে চার্টার্ড পরিষেবা আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে রেলের তরফে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

মেঘের দেশে ডিজিটাল অফিস

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ডিজিটাল যুগের এই যাযাবররা সেই চেনা ছকটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তাঁরা এখানে ছুটি কাটাতে আসেন না, আসেন জীবনকে পাহাড়ের ছন্দে মিলিয়ে দিয়ে কাজ করতে। হাইস্পিড ইন্টারনেট আর ল্যাপটপকে সম্বল করে প্রদীপ্তরা প্রমাণ করছেন যে, রুজিরুটির জন্য এখন আর মহানগরের যান্ত্রিক খাঁচায় বন্দি থাকার প্রয়োজন নেই। এই পরিবর্তনের হাত ধরেই দার্জিলিংয়ের ব্রিটিশ বাংলো থেকে শুরু করে নির্জন হোমস্টেগুলো হয়ে উঠছে আধুনিক কর্পোরেট দপ্তরের বিকল্প। যেখানে জানলা খুললেই কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রতা স্বাগত জানায়, যেখানে কাজের ক্লান্তিও যেন পাহাড়ি ঝোরার মতো অনায়াসে বয়ে যায়।

প্রযুক্তি মানুষকে একসময় ঘরবন্দি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই প্রযুক্তিকেই হাতিয়ার করে মানুষ আজ প্রকৃতির অন্দরমহলে নিজের ডেস্ক সাজিয়ে নিচ্ছে। এই বিবর্তনের মূলে রয়েছে মানসিক প্রশান্তির খোঁজ। ইট-কাঠ-পাথরের শহরে এসির কৃত্রিম বাতাসে বসে যখন সৃজনশীলতা শুকিয়ে যায়, তখন পাহাড়ের বিশুদ্ধ অক্সিজেন আর পাইন বনের ধ্বনি হয়ে ওঠে টনিক। ডিজিটাল নোম্যাডরা দার্জিলিংয়ের পর্যটনকে এক নতুন স্থায়িত্ব দিয়েছেন। আগে যেখানে পর্যটন ছিল কেবল নির্দিষ্ট মরশুমের ওপর নির্ভরশীল, এখন সেখানে বারো মাসই এই ডিজিটাল কর্মীদের আনাগোনা। মেঘলা বর্ষায় যখন পর্যটকরা ভয়ে পাহাড় এড়িয়ে চলেন, তখনও কোনও এক ক্যাফেতে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করে যান এই নতুন প্রজন্মের কর্মীরা। তাঁদের কাছে পাহাড়ের নির্জনতাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এই সংস্কৃতি কেবল ব্যক্তির কর্মস্পৃহা বাড়াচ্ছে না, বরং পাহাড়ের স্থানীয় অর্থনীতিতেও এক দীর্ঘমেয়াদি স্থিরতা আনছে। হোটেল বা হোমস্টে মালিকরাও আজ পর্যটকদের জন্য কেবল গদিওয়ালা বিছানা নয়, বরং ভালো ওয়াই-ফাই আর এক চিলতে বারান্দার ব্যবস্থার দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন।

আমাদের হোটেল থেকেই খবর মিলল লেবং কার্ট রোডের একটি হোমস্টে'র, তুলনায় কম খরচে থাকা-খাওয়ার সঙ্গে অসাধারণ সৌন্দর্য দেখার সুযোগ মেলে ওই হোমস্টে থেকে। ডিজিটাল নোম্যাডদেরও ভীষণ পছন্দ ওই হোমস্টে। ছিমছাম হোমস্টে'র ব্যালকনিতে কাজের জন্য চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। বাড়ির মালিক প্রকাশ সুব্বার কথা, 'বছর দেড়েক আগে একবার দিল্লি থেকে একটি মেয়ে এসে দেড় মাস ছিল। ওর আবদারেই ব্যালকনিতে টেবিল-চেয়ার পেতেছিলাম। ও খেত আর ল্যাপটপে কাজ করত। একটি মেয়ে কেন এতদিন থাকছে ভেবে প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। পরে আমার এক ভাইপো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছে। এখন অনেকেই আসছেন। কেউ দশদিন, কেউ এক মাস থাকছেন। অফ সিজনেও ওঁরা আসেন।'

তবে পর্যটনের এই বিবর্তনকে স্থায়িত্ব দিতে প্রয়োজন প্রশাসনিক দূরদর্শিতা। বর্তমানে জিটিএ বা পর্যটন দপ্তরের খাতায় ডিজিটাল নোম্যাডদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনও নীতি নেই। পাহাড়ের অর্থনীতিতে এই নতুন জোয়ারকে ধরে রাখতে গেলে সাবেকি পরিকাঠামোর খোলস ত্যাগ করা জরুরি বলেই মনে করছেন ডিজিটাল নোম্যাডরা। গ্লেনারিজের বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল খড়্গপুরের প্রীতম জানার সঙ্গে। কনটেন্ট রাইটার প্রীতমের কথা, ''যেখান থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় হোটেলের এমন ঘর বা হোমস্টেগুলিই আমাদের বেশি পছন্দ। হোমস্টেগুলিতে হাইস্পিড ইন্টারনেট এবং লোডশেডিংহীন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করলে পাহাড়ে ডিজিটাল নোম্যাডদের ভিড় নিশ্চিতভাবেই বাড়বে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রশাসনকে কাজের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই দার্জিলিং হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'রিমোট ওয়ার্ক ডেস্টিনেশন'।''

পর্যটকদের পরিষেবা প্রদানকারী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী এলাকাকে হাইস্পিড ইন্টারনেট জোন হিসাবে ঘোষণা করে পরিকাঠামো উন্নত করতে সুনির্দিষ্ট নীতি জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকারের এব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া দরকার। সেটা হলে ডিজিটাল নোম্যাডদের হাত ধরে দার্জিলিংয়ের পর্যটন মানচিত্র বদলে যাবে।' জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা জানিয়েছেন, ডিজিটাল নোম্যাডদের জন্য তাঁরা আলাদা নীতির কথা ভাবছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পর্যটনকে বাঁধাধরা গণ্ডি থেকে বের করার চেষ্টা করছি আমরা। প্রত্যন্ত এলাকায় হাইস্পিড ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য নানা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।'

থানায় বেধড়ক মার

প্রথম পাতার পর

এমনকি ওই ঘটনা কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্টের কড়া পর্যবেক্ষণের জেরে সেই সময় পুলিশ মহলকে রীতিমতো অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়। ফলে নতুন করে ফের থানায় মারধরের অভিযোগের ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুসব্বার বলেন, 'আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। অন্যায় করলে পুলিশ ছেড়ে দিল কেন? আর ছাড়লই যখন তাহলে এভাবে মারল কেন?' যন্ত্রণায় কাতরে কথাগুলি বলার সময় চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে মুসব্বারের। তাঁর সংযোজন, 'গুরগাঁওয়ে পরিযায়ী শ্রমিক ছিলাম প্রায় ২২ বছর। লকডাউনে কাজ হারিয়েছি। তিন সন্তান ও স্ত্রীর মুখে অন্ন তুলে দিতে টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি।'

বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলেন, 'নোটিশ দিয়ে জেরার জন্য থানায় ডাকাটাই কাম্য। তবু যদি ডাকতেই হয়, সেক্ষেত্রে মারধর সাংঘাতিক অপরাধ। তাই তদন্তে যদি পুলিশকর্মীরা দোষী প্রমাণিত হন তাহলে আইনের কোপে তাঁদের পড়তে হবে। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন কাউকে শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না। সেই কারণে পুলিশ হেপাজতে থাকা অভিযুক্তদের রোজ মেডিকেল করানো হয়।' আইসি বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

তারা সুন্দরীকে নিয়েও

প্রথম পাতার পর

যার সঙ্গে তারা সুন্দরীর জীবনের কোনও মিল খুঁজে পান?

গার্গী অবশ্য সোজা ব্যাটেই খেললেন। খুব স্পষ্টভাবে জানালেন, তিনি নিজেকে নিয়ে খুব সচেতন। তিনি বিশ্বাস করেন, পরিচালকরা বুদ্ধিমান, তাই তাঁরা সঠিক চরিত্রের জন্য তাঁকেই বেছে নেন। তিনি অনেক চরিত্র না করেছেন কারণ তিনি সেগুলোতে নিজেকে দেখতে পাননি। তবে তিনি যা করেছেন, তা মানুষকে ভালোবাসাতে পেরেছেন। তারা সুন্দরীর মতো অবহেলিত তিনি হননি কারণ তিনি খুব শক্ত জমির ওপর দিয়ে হেঁটেছেন। তিনি জানেন তিনি কতটা চান বা কতটা পেতে পারেন। তাঁর সীমানাটা তিনি নিজেই ঠিক করে দেন, তাই কোনও সংকট তৈরি হতে পারে না। গার্গীর কথায়, 'তারা সুন্দরীর প্রতি যে অবহেলা ছিল, সেটা হয়তো অনেকের জীবনেই থাকে। কিন্তু আমি নিজে সেভাবে ভুক্তভোগী নই। তবে এটা ঠিক, তারা সুন্দরীর চরিত্রের সেই জেদ, সেই পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোর মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম বোধ করি।'

কথায় কথায় উঠে এল তারা সুন্দরীর অভিনয়ের প্রসঙ্গ। অমিতাভ বললেন, ইতিহাসে তারা সুন্দরী সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই। ছবিও খুব ঝাপসা। এই অবস্থায় চরিত্রটিকে মঞ্চে জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে পরিচালক কতটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং গার্গী কতটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন? গার্গী জানালেন, তিনি পুরো স্বাধীনতাটাই নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, পরিচালক যদি অভিনেতাকে বিশ্বাস করে স্বাধীনতা দেন, তবেই সেরাটা বেরিয়ে আসে। তিনি এবং তাঁর টিম মিলে তারা সুন্দরীকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন। তিনি এও মনে করিয়ে দিলেন, ইতিহাস অনুসরণ করা জরুরি, কিন্তু সমাজকে বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না। তারা সুন্দরীর জীবনের ওঠাপড়া, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর ঘুরে দাঁড়ানো- সবটাই তিনি নিজের মতো করে আত্মস্থ করেছেন।

তারা সুন্দরীর জীবন ছিল নাটকের মতোই। ছোটবেলায় প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রেম টেকেনি। আবার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এই যে বারবার পড়ে যাওয়া এবং আবার উঠে দাঁড়ানো, এটাই তারা সুন্দরীর জীবনের মূল সুর। গার্গী এই সুরটাকেই ধরতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, একজন অভিনেত্রীর সবচেয়ে বড় গুণ হল মানুষকে ভালোবাসানো। তিনি যদি সেটা করতে পারেন, তবেই তিনি রাজা। তারা সুন্দরীর অভিনয়ের যে দাপট ছিল, সেটাকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল গার্গীর চ্যালেঞ্জ। তিনি বললেন, 'আমি যদি আমার অভিনয় দিয়ে অন্তত কিছু মানুষের মনে দাগ কাটতে পারি, সেটাই আমার সাফল্য।'

বড় পর্দা থেকে প্রায় আট-নয় বছরের বিরতির পর আবার মঞ্চে ফেরা। প্রশ্ন শেষের আগেই গার্গী খোলসা করলেন, মঞ্চই তাঁর প্রথম প্রেম। একটা সময় আসে যখন মানুষ ফিরে ফিরে যেতে চায়, পুরোনো জিনিসগুলোকে ছুঁতে চায়। তাহলে এই ফিরে আসাটা কি কেবলই দর্শকদের চাহিদার কথা ভেবে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রসায়ন কাজ করেছে? গার্গী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় হাসিমুখেই উত্তর দিলেন, 'ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও রসায়নই এখানে কাজ করছে না। তিনি বরাবরই শিকড়ের টান অনুভব করেন। তাঁর অভিনয়ের প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায়। তার আগে তিনি নিজের আনন্দে নাচতেন, গাইতেন। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না, কিন্তু ছিল অদম্য আনন্দ।' গার্গীর ভাষায়, 'ওই যে ক্ষিদ্দা বলেছিল, সাঁতার শিখবি? কোনি বলেছিল, আমি জানি। জানা আর শেখার মধ্যে তফাত আছে। আমি নিজের আনন্দেই কাজটা করি। এই আনন্দে কাজ করাটাই আমাকে মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছে, ফিরিয়ে এনেছে সেই শিকড়ের কাছে।'

একসময় কাজ করেছেন সংবাদপাঠিকা হিসেবে। দীর্ঘদিন টেলিভিশন, আবার বড় পর্দাতেও। বরাবরই 'নাক উঁচু' স্বভাবের গার্গী নিজের চরিত্র নিয়ে বড়ই খুঁতখুঁতে। তাই খোলামেলা আলোচনায় নিজেই ভাঙলেন নিজেকে। তাঁর কথায়, 'আমার একটা স্বভাব আছে, আমি খুব তাড়াতাড়ি বোর হয়ে যাই। তাই প্রতিটি শো-তে নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। মঞ্চ আমাকে সেই স্বাদ দেয়, মঞ্চ আমাকে ভালোবাসে। আমি বিশ্বাস করি, আমি আরও ভালোভাবে বাঁচতে পারছি কারণ অভিনয়টা করছি।'

গার্গী অভিনীত তারা সুন্দরী ইতিমধ্যে দর্শকের মন জয় করেছে। প্রশংসাও পেয়েছে প্রচুর। এখনও পর্যন্ত যতগুলি শো হয়েছে, সবক'টাই হাউসফুল। গার্গী কিন্তু এর জন্য শুধু নিজেকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন না। বরং তিনি মনে করছেন, এই প্রাপ্তি তাঁর নিজের টিম বা দলের। এটি একক অভিনয় হলেও, এর পেছনে রয়েছে আলো, আবহ এবং নেপথ্যের কুশীলবদের এক বিশাল ভূমিকা। তিনি একটা টিমওয়ার্ক তৈরি করতে পেরেছেন, এটাই তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি।

তৃপ্তি মিত্র থেকে শুরু করে কেতকী দত্ত, শাঁওলি মিত্র অনেকেই একক অভিনয়ে মঞ্চ কাঁপিয়েছেন। গার্গীও কি সেই ঐতিহ্যের শরিক হতে চেয়েছেন? গার্গী বলছেন, 'ঐতিহ্যের চেয়েও আমি বেশি গুরুত্ব দিই সমাজকে। আমি সমসাময়িক সময়ের মানুষ।'

তিনি বায়োপিক পছন্দ করেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পছন্দ করেন মানুষের দাপট দেখতে। অভিনেত্রীর ভাষায়, 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা যখন বলেন, ছেলেদের থিয়েটারে মেয়েরা তো দাসী- তখন সেই কথার ওজন অনেক। তারা সুন্দরী সেই কথা বলেছিলেন। আমি সেই মানসিকতাটাকে ধরতে চেয়েছি। আমি মনে করি, অভিনেত্রী হিসেবে আমার শক্তি হল অভিনয়। লেখকের কলম যেমন শক্তি, অভিনেতার অভিনয়ও তাই। আমি সেই শক্তি দিয়েই তারা সুন্দরীকে ফিরিয়ে এনেছি।'

গম্ভীরের পাশে প্রসাদ, তোপ যশস্বীর কোচের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের লজ্জার হারের জেরে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে এখন জোর কাঁটাছেঁড়া। কেউ বলছেন এটা পতনের শুরু, কারও মতে নিছকই দুর্ঘটনা। তবে এই চরম ডামাডোলের মাঝেও টিম ইন্ডিয়া এবং হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের পাশেই ঢাল হয়ে দাঁড়াচ্ছেন প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ। অন্যদিকে, গম্ভীরের রণকৌশলকে রীতিমতো তুলোধোনা করলেন ব্রাত্য যশস্বী জয়সওয়ালের কোচ জোয়ালা সিং।

মঙ্গলবার একান্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে প্রসাদ স্পষ্ট জানান, সুপার এইটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে একটা হারের পর অহেতুক 'গেল-গেল' রব তোলা অর্থহীন। তাঁর সাফ কথা, 'এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। গত দেড় বছরে এমন এক-আধবার হয়েছে। টুর্নামেন্টের মাঝপথে অহেতুক কাদা ছোঁড়াছুড়ি না করে গম্ভীরের ওপর ভরসা রাখুন।' টানা শূন্য করা অভিষেক শর্মার ফর্ম নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন প্রসাদ। তাঁর যুক্তি, 'অভিষেক এই আগ্রাসী স্টাইলে খেলেই বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার হয়েছে। ওর উচিত মাথা ঠান্ডা রেখে নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলে যাওয়া।' তবে প্রথম একাদশে প্রসাদও কেবল একটি বদলই চাইছেন- ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে অক্ষর প্যাটেলের প্রত্যাবর্তন।

অন্যদিকে, প্রসাদের এই ইতিবাচক সুরের ঠিক উলটো মেরুতে দাঁড়িয়ে গম্ভীরের দিকে কার্যত তোপ দাগলেন জোয়ালা সিং। তাঁর সোজা অভিযোগ, গম্ভীরের মাত্রাতিরিক্ত 'ফাটকা' আর পরীক্ষানিরীক্ষাই দলকে ডোবাচ্ছে। ক্ষুব্ধ জোয়ালার কথায়, 'দল নিয়ে শুধু পরীক্ষাই চলছে। কখনও সুন্দর তিনে নামছে, তো কখনও ফিনিশার রিঙ্কু সিং আটে! আবার ব্যাটারদের জোর করে বোলার বানানোর চেষ্টাও দেখছি। দলের সহ অধিনায়ক অক্ষরই প্রথম একাদশে নেই! আসল সমস্যা হল, গম্ভীর কোনও সিদ্ধান্তেই স্থির থাকতে পারছেন না।"

অভিষেক, তিলকদের টানা ব্যর্থতার পর টি২০ দল থেকে যশস্বীর বাদ পড়া নিয়ে আক্ষেপ ক্রমশ বাড়ছে। যা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তাঁর কোচকেও। হতাশা উগরে দিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জোয়ালা বলেছেন, 'গম্ভীর নিজেই আগে যশস্বীকে তিন ফরম্যাটের প্লেয়ার বলত, আর দায়িত্ব নিয়েই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা! গত টি২০ বিশ্বকাপ দলে ও ছিল। আইপিএলে ১৬০-এর ওপর স্ট্রাইক রেট, টেস্টেও টি২০-র গতিতে রান করে। বিশ্বের তাবড় তারকারা প্রশংসা করলেও দলের কাছে প্রাপ্য মর্যাদাটুকু যশস্বী পেল না। তবে ওর কাজ পরিশ্রম করে যাওয়া, বাকিটা তো টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে।'

একদিকে প্রাক্তন নির্বাচকের ভরসা, অন্যদিকে ক্ষুব্ধ কোচের সমালোচনা- সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবারের 'ডু অর ডাই' ম্যাচের আগে রীতিমতো ফুটছে ভারতীয় ক্রিকেট।

> দল নিয়ে শুধু পরীক্ষাই চলছে। কখনও সুন্দর তিনে নামছে, তো কখনও ফিনিশার রিঙ্কু সিং আটে! আবার ব্যাটারদের জোর করে বোলার বানানোর চেষ্টাও দেখছি। দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলই প্রথম একাদশে নেই! আসল সমস্যা হল, গম্ভীর কোনও সিদ্ধান্তেই স্থির থাকতে পারছেন না।
>
> -জোয়ালা সিং
> যশস্বী জয়সওয়ালের কোচ

সমালোচনার তির ঘোরাতে কোচ গৌতম গম্ভীরের ভরসা জসপ্রীত বুমরাহ।

প্রশ্নের মুখে হেসনের 'মডার্ন' থিওরি

পাক ক্রিকেটে সার্কাস!

লাহোর, ২৫ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে মাঠের ভেতরে পাকিস্তানের পারফরমেন্স যেমনই হোক না কেন, মাঠের বাইরে রীতিমতো 'সার্কাস' শুরু হয়ে গিয়েছে! প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ক্ষোভ, হতাশা আর তীব্র বাক্যবাণে আক্ষরিক অর্থেই এক কদর্য 'গৃহযুদ্ধ' চলছে পাক ক্রিকেটে। দলের পারফরমেন্স এতটাই তলানিতে যে, লাইভ টিভিতে রীতিমতো হাতাহাতি আর চূড়ান্ত বাদানুবাদে জড়াচ্ছেন দেশের প্রাক্তন কিংবদন্তিরা।

প্রথম চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে একটি লাইভ টেলিভিশন শোয়ে। যেখানে পাক দলের হতশ্রী দশা নিয়ে আলোচনা করতে বসে কার্যত একে অপরের দিকে তেড়ে যান দুই প্রাক্তন তারকা সাকলিন মুস্তাক এবং মহম্মদ হাফিজ। ক্রিকেটারদের দায়বদ্ধতা এবং ফর্ম নিয়ে হাফিজের করা কিছু তীক্ষ্ণ ও কড়া মন্তব্যে হঠাৎই মেজাজ হারান সাকলিন। লাইভ ক্যামেরার সামনেই তিনি হাফিজকে থামিয়ে দিয়ে আঙুল উঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'তুমি ওর সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে পারো না!' দুই প্রাক্তনের এই অন-এয়ার 'কদর্য' লড়াই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, পাক ক্রিকেটের অন্দরের পরিবেশ এখন কতটা বিষাক্ত।

এই বিতর্কের আগুনে রীতিমতো ঘি ঢেলেছেন প্রাক্তন ব্যাটার বাসিত আলি। বর্তমান পাক দল এবং বিশেষ করে তরুণ ওপেনার সাইম আয়ুবকে তুলোধোনা করেছেন তিনি। দলের ক্রিকেটারদের 'লাডলে' (আদুরে সন্তান) বলে চরম কটাক্ষ করে বাসিত জানিয়েছেন, দিনের পর দিন জঘন্য পারফর্ম করেও এরা শুধু ম্যানেজমেন্টের 'আদরে' দলে জায়গা পেয়ে যাচ্ছে। জবাবদিহির কোনও বালাই নেই, অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে পাক দল এখন শৌখিনতার চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছেছে বলে তোপ দাগেন তিনি।

তবে সমালোচনার সবচেয়ে বড় তির ধেয়ে এসেছে হেড কোচ মাইক হেসনের দিকে। হেসন সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, তিনি পাকিস্তান দলকে 'মডার্ন ক্রিকেট' বা আধুনিক টি২০ ক্রিকেট খেলাতে চান। আর কিউয়ি কোচের এই বড় বড় বুলি শুনেই আকাশ থেকে পড়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক সলমন বাট। তিনি হেসনের থিওরিকে রীতিমতো মাটিতে আছড়ে ফেলে বলেছেন, 'মডার্ন ক্রিকেট খেলার মতো প্লেয়ার বা সিস্টেম কি পাকিস্তানের আদৌ আছে? আগে তো বেসিক ক্রিকেটটা ঠিকমতো খেলতে হবে! স্কিল নেই, টেকনিক নেই, আর কোচ এসেছেন মডার্ন ক্রিকেটের স্বপ্ন দেখাতে!' বাটের মতে, দলের আসল খামতিগুলো ঢাকার জন্যই হেসন এইসব ভারী ভারী শব্দের আড়ালে লুকোতে চাইছেন।

একে দলের ছন্নছাড়া পারফরমেন্স, তার ওপর প্রাক্তনদের এই কাদা ছোড়াছুড়ি। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপের মঞ্চে বাবর আজম-শাহিন শা আফ্রিদিদের দল যে শুধু বাইশ গজে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজেদের দেশের প্রাক্তনদের ক্ষোভ আর ইগোর বিরুদ্ধেও লড়ছে, তা বলাই বাহুল্য। পাক ক্রিকেটের এই রিয়েলিটি শোয়ের শেষ কোথায়, আপাতত সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

কার পেছনে কে লুকাই? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে উসমান তারিক, সলমন মির্জারা।

কর্ণাটকের কেভি অনীশকে ঢুঁসো জম্মু ও কাশ্মীরের পরস ডোগরার।

রনজি ফাইনালে পরসের 'হেডবাট'

জম্মু ও কাশ্মীর- ৫২৭/৬
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

হুবলি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির ফাইনালে ফিরল জিনেদিন জিদানের স্মৃতি।

প্রথমবার ফাইনাল খেলতে নেমেই রনজি জয়ের স্বপ্ন দেখছে জম্মু ও কাশ্মীর। ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে কর্ণাটক। এরই মাঝে বিতর্কের আঁচ। মাঠেই প্রতিপক্ষ দলের ক্রিকেটারকে হেডবাট করেন জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক পরস ডোগরা।

ঘটনার সূত্রপাত প্রথম ইনিংসের ১০১তম ওভারে। বাইশ গজে পরসের সঙ্গে ছিলেন কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান। বল করছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। ওভারের প্রথম বল খেলার পরই শর্ট লেগে থাকা কর্ণাটকের ফিল্ডার কেভি অনীশের দিকে তেড়ে যান পরস। হেডবাট করেন জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক। পরে বোঝা যায়, স্লেজিং সহ্য করতে না পেরে মেজাজ হারিয়েই এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। কর্ণাটকের অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল, লোকেশ রাহুলরাও পালটা জবাব দেন পরসকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আম্পায়ারদেরও হস্তক্ষেপ করতে হয়। শাস্তিস্বরূপ ডোগরার ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। এই ঘটনার পর আরও একবার বাকবিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন দুই দলের ক্রিকেটাররা। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাটিংয়ে এর কোনও প্রভাব পড়েনি।

শুরুতে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেট খুইয়ে ২৮৪ রান তুলেছিল জম্মু ও কাশ্মীর। ১১৭ রানে অপরাজিত ছিলেন শুভম পুন্দির। ৫২ রান করে উইকেটে ছিলেন আবদুল সামাদ। দুজনের কেউই এদিন বেশিক্ষণ বাইশগজে টিকে থাকতে পারেননি। ১২১ রান করে আউট হন শুভম। ৬১ রান করে সাজঘরে ফেলেন সামাদ। এরপর ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক পরস ও কানহাইয়া। জুটিতে ১১০ রান যোগ করেন তাঁরা। দুইজনেই ৭০ রানে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫৭ রান করে অপরাজিত রয়েছেন সাহিল লোত্রা। ২০ রান করে উইকেটে রয়েছেন আবিদ মুস্তাক। দিনের শেষে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ৬ উইকেটে ৫২৭।

কোণঠাসা কর্ণাটক

চিন্তা সাউল, মিগুয়েলকে নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : প্রথম দুইটি ম্যাচ জিতে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে এখন ফুরফুরে মেজাজ। জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে কোচ অস্কারের স্বস্তি বাড়িয়ে দলে ফিরছেন নাওরেম মহেশ সিং।

চোট সারিয়ে বুধবার পুরোদমে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করলেন মহেশ। কোনও অস্বস্তি অনুভব করেননি তিনি। তাঁকে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দলে রাখতে পারেন অস্কার। তবে প্রথম একাদশে নাও দেখা যেতে পারে। মহেশকে নিয়ে স্বস্তির মাঝেও অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করছে দলের অন্দরমহলে। এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো ও ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরা। দুইজনেই

ফিট হচ্ছেন মহেশ

শুরুতে দলের সঙ্গে হালকা গা ঘামিয়ে বাকি সময়টা সাইডলাইনে ছিলেন। তবে মিগুয়েলকে নিয়ে কোনও চিন্তার কারণ নেই বলেই দাবি ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। অনুশীলন শেষে তিনি জানিয়ে গেলেন, ব্রাজিলীয় তারকার কোনও সমস্যা নেই। জামশেদপুর ম্যাচে খেলতে পারবেন মিগুয়েল।

তবে মিগুয়েলকে নিয়ে চিন্তিত না হলেও সাউল ক্রেসপো চিন্তায় রেখেছেন কোচ অস্কারকে। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। বিগত কয়েক মরশুম ধরেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাউলের চোট বারবার বিপদে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গলকে। ফলে প্রতি ম্যাচের আগে দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ ঝাড়াই-বাছাই করতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কোচকে। যেমন তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ঝাড়াই-বাছাই করেন।

এদিকে, প্রথম দুইটি ম্যাচে গ্যালারি থেকে সমর্থকরা আতশবাজি ফাটানোয় বেকায়দায় ইস্টবেঙ্গল। ফলে জামশেদপুর ম্যাচের আগে সদস্য-সমর্থকদের কাছে আতশবাজি না নিয়ে ঢোকার অনুরোধ করা হয়েছে লাল-হলুদ শিবিরের পক্ষ থেকে।

ইতালি ক্রিকেটে বিতর্কের ছায়া

রোম, ২৫ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে আবির্ভাবেই নজর কেড়েছে ইতালি। যদিও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়। এরই মধ্যে ইতালি ক্রিকেটে বিতর্কের ছায়া। যৌন হেনস্তার অভিযোগ দেশের ক্রিকেট সংস্থার এক প্রভাবশালী কর্তার বিরুদ্ধে।

ক্রিকেট ফেডারেশনের ওই কর্তার বিরুদ্ধে তাঁকে অশালীন স্পর্শের অভিযোগ জানিয়েছেন ইতালি জাতীয় দলের এক মহিলা ক্রিকেটার। ঘটনাটি অবশ্য বছরখানেক আগের। সেইসময় পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেও দল থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় মুখ খোলেননি জাতীয় দলের ওই মহিলা ক্রিকেটার। প্রভাবশালী ওই কর্তা এতদিন ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন বলে খবর।

তবে ঘটনা জানাজানি হতেই হইচই পড়ে গিয়েছে ইতালি ক্রিকেট মহলে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে নিবাসিত করেছে ইতালিয়ান ক্রিকেট ফেডারেশন।

ঘরে বাঘ তকমা ঘোচালেন ব্রুক

পাল্লেকেলে, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব ক্রিকেটের পরবর্তী 'ফ্যাব ফোর'-এর আলোচনায় তাঁর নামটা বারবারই উঠে আসে। কিন্তু নামের পাশেই একটা অদৃশ্য প্রশ্নচিহ্নও সেঁটে থাকত—তিনি কি তবে শুধুই 'ঘরের বাঘ'? দেশের মাটিতে যতটা ভয়ংকর, বিদেশের মাটিতে তিনি ততটাই নিষ্প্রভ। অন্তত তাঁর অতীত পরিসংখ্যান সেই দিকেই আঙুল তুলছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে পাল্লেকেলেতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর সেই মহাকাব্যিক শতরান যেন সমস্ত সমালোচকদের মুখের ওপর সপাটে জবাব ছুড়ে দিল। স্পিন-জুজু কাটিয়ে হ্যারি ব্রুকের এই ম্যাচ-জেতানো সেঞ্চুরির হাত ধরেই, সুপার এইটে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেলল ইংল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজ হোক বা বিগ ব্যাশ, কিংবা আইপিএল—বিদেশের মাটিতে ব্রুকের রেকর্ড বরাবরই বেশ হতাশাজনক। চলতি বিশ্বকাপের প্রথম পাঁচটি ইনিংসেও তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল মাত্র ১০২ রান। বিশেষ করে মাঝের ওভারে স্পিনারদের বিরুদ্ধে বারবার খাবি খাচ্ছিলেন এই ব্রিটিশ তারকা। আর ঠিক এখানেই মাস্টার স্ট্রোক খেললেন ইংল্যান্ডের হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম।

মঙ্গলবার ম্যাচের দিন সকালেই ম্যাককুলাম ঠিক করেন, পাঁচ নম্বরের বদলে ব্রুককে পাঠানো হবে তিনে। লক্ষ্য একটাই—পাওয়ার প্লে-র ফিল্ডিং বাধ্যবাধকতার সুযোগ কাজে লাগানো। সেই ফাটকাই যে এভাবে কাজে লেগে যাবে, তা হয়তো ম্যাককুলাম নিজেও ভাবেননি! ১৬৫ রান তাড়া করতে নেমে শাহিন শা আফ্রিদির আগুনে স্পেলের সামনে যখন ইংল্যান্ড ৫৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, তখন দলের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন সেই ব্রুকই।

চাপের মুখে কোনও হঠকারিতা নয়, বরং নিখুঁত স্ট্র্যাটেজি মেনে ইনিংস গড়লেন। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে স্পিনার মহম্মদ নওয়াজকে জোড়া বাউন্ডারি আর একটা ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচের মোমেন্টামটাই ঘুরিয়ে দিলেন। উইল জ্যাকসের সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটে মাত্র ৩১ বলে ৫২ রানের পার্টনারশিপ গড়ার পথে শুধু বিগ হিট নয়, দুই উইকেটের মাঝে দুরন্ত দৌড়েও বিপক্ষকে চাপে রাখলেন তিনি। যে মন্থর এবং স্কিডি পিচে বল থমকে আসছিল, সেখানেই ব্রুকের ব্যাট থেকে বেরোল একের পর এক দর্শনীয় শট।

স্পিনের বিরুদ্ধে অচল, কটাক্ষ গিলতে সমালোচকদের বাধ্য করেছেন হ্যারি ব্রুক।

মেক্সিকোয় দাঙ্গা, বিশ্বকাপ ঘিরে সংশয়!

মেক্সিকো সিটি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়া 'এল মেনচো'-র মৃত্যুর পর ব্যাপক দাঙ্গায় রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে মেক্সিকো। আর এই চরম ডামাডোলের মাঝেই বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো। কিন্তু দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যা অবনতি হয়েছে, তাতে সেখানে আদৌ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করা নিরাপদ কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় তৈরি হয়েছে। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন। মেক্সিকোর ম্যাচগুলো অন্যত্র সরানো হবে কি না, ফুটবল মহলে এখন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

ফের চার্চিলের হয়ে সওয়াল ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : আজব কাণ্ড অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। দেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরু হওয়ার পর কোনও ক্লাবকে নেওয়া যায় কি না, তা ভেবে দেখার অনুরোধ করে বাকি ক্লাবগুলিকে চিঠি দিল ফেডারেশন। এদিন আইএসএলের ১৪ ক্লাবকে চিঠি লেখে ফেডারেশন। যেখানে ফের একবার চার্চিল ব্রাদার্সকে আইএসএলে নেওয়ার কথা ভেবে দেখতে অনুরোধ করা হয়েছে। এই চিঠির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এফসি গোয়া ও স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির লেখা চিঠিও। যেখানে ভারতীয় ফুটবলে চার্চিলের অবদানের উল্লেখ রয়েছে।

বাগানের জয়

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৬ জুনিয়ার লিগের ম্যাচে অ্যাডামাস ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচের একেবারে শেষলগ্নে সবুজ-মেরুনের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে স্যামুয়েল লালরিনজুয়ালা।

বিদায় ইন্টার মিলানের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চমক বোডোর

ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে জয়ের পর উচ্ছ্বাস নরওয়ের ক্লাব বোডো/গ্লিমটের। মিলানে মঙ্গলবার।

মিলান, ২৫ ফেব্রুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আবির্ভাবেই চমক। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের পর জায়েন্ট কিলার বোডো/গ্লিমটের শিকার এবার ইন্টার মিলান।

প্লে-অফের প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে ইন্টারকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল নরওয়ের ক্লাবটি। বোডোর বর্তমান তাপমাত্রা শূন্যের নীচে। বরফে ঢাকা শহর। স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারের ওই হারকে অঘটনের তালিকাতেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল ঘরের মাঠে অনায়াসেই ঘুরে দাঁড়াবেন জান সোমার, মার্কাস থুরাম, ম্যানুয়েল অ্যাকাঞ্জিরা। তবে সান সিরোর মাঠেও ছবিটা বদলাল না। দ্বিতীয় লেগেও ২-১ গোলে হার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে দিল গতবারের রানার-আপ ইন্টারকে। সেই সঙ্গে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল বোডো/গ্লিমট। ১৯৯৬-'৯৭ মরশুমে রোসেনবর্গের পর এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করল নরওয়ের কোনও ক্লাব।

দলের মোট বাজেট ৫৭ মিলিয়ন ইউরো। সেই অর্থে কোনও তারকা ফুটবলার নেই। সেই সীমিত শক্তি নিয়েই বোডোর এই লড়াই রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। ৫২ মিনিটে সান সিরোকে স্তব্ধ করে বোডোকে এগিয়ে দেন জেনস পিটার হগ। ৭২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান হাকন এভিয়েন। চার মিনিট পর ইন্টারের আলেসান্দ্রো বাস্তোনি একটি গোল শোধ করেন। তবে লড়াই জারি রাখতে আরও তিনটি গোল করতে হত ইন্টারকে। তা আর সম্ভব হয়নি। প্লে অফের দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ ব্যবধানে জিতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল বোডো/গ্লিমট। এছাড়াও শেষ ষোলোর ছাড়পত্র পেল নিউক্যাসল ইউনাইটেড, বেয়ার লেভারকুসেন ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ **৪-১** ক্লাব ব্রাগ
(দুই লেগ মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো ৭-৪ গোলে জয়ী)

ইন্টার মিলান **১-২** বোডো/গ্লিমট
(দুই লেগ মিলিয়ে বোডো ৫-২ গোলে জয়ী)

নিউক্যাসল ইউনাইটেড **৩-২** কারাবাগ এফকে
(দুই লেগ মিলিয়ে নিউক্যাসল ৯-৩ গোলে জয়ী)

বেয়ার লেভারকুসেন **০-০** অলিম্পিয়াকোস
(দুই লেগ মিলিয়ে লেভারকুসেন ২-০ গোলে জয়ী)

মিলার বনাম হেটমেয়ার লড়াইয়ে নজর ভারতের

আহমেদাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি : টানা চার ম্যাচ জিতে মোতেরাকে কার্যত নিজেদের 'ড্রয়িংরুম' বানিয়ে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বারবার ব্যাগ গোছানোর ঝক্কি নেই, চেনা পরিবেশ, পরিচিত রুটিন। অন্যদিকে গোটা ভারত চষে বেড়িয়ে এবার আহমেদাবাদে পা রেখেছে ছক্কার জাদুকর ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বৃহস্পতিবার বিকেলে টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে মুখোমুখি এই দুই অপরাজিত দল। কিন্তু মজার বিষয় হল, মোতেরার এই মহারণের দিকে সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে টিম ইন্ডিয়া! কারণ, এই বাইশ গজের ফলের ওপরেই ঝুলে রয়েছে ভারতের সেমিফাইনালের ভাগ্য।

একদিকে প্রোটিয়াদের মগজাস্ত্র আর চেনা ছক, অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানদের ভয়ংকর পেশিশক্তি। এবারের বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই ৫৫টি ছক্কা হাঁকিয়ে বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেখানে প্রোটিয়াদের ঝুলিতে রয়েছে ৪১টি ওভার বাউন্ডারি। এই লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে দুই বিধ্বংসী ব্যাটারের দ্বৈরথ- ডেভিড মিলার বনাম শিমরন হেটমেয়ার। আগের ম্যাচেই এই মোতেরাতেই ভারতকে ৭৬ রানে চূর্ণ করে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছে মিলাররা। আবার জিম্বাবোয়েকে ১০৭ রানের বিশাল ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফুটছে ক্যারিবিয়ান শিবিরও। আজ জিতলেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত ক্যারিবিয়ানদের।

তবে আহমেদাবাদের পিচ আসলে একটা আস্ত গিরগিটি। আগের ম্যাচগুলোতেই তার প্রমাণ মিলেছে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ যে পিচে হয়েছিল, আগামীকাল ঠিক তার পাশের লাল মাটির পিচে খেলা। ফলে স্পিনারদের চেয়ে জোরে বোলাররাই বেশি সাহায্য পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সঙ্গে বিকেল ৩টের গনগনে রোদ। শিশিরের কোনও গল্পই নেই। প্রোটিয়া স্পিনার কেশব মহারাজ তাই বলেছেন, 'এই মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা অবশ্যই কাজে লাগবে। জোরে বোলাররা সুবিধা পাবে। তবে পিচ যেহেতু বদলাচ্ছে, তাই দ্রুত মানিয়ে নেওয়াটাই আসল তফাত গড়ে দেবে।' ক্যারিবিয়ান কোচ ফ্লয়েড রেইফার আবার বিপক্ষের এই 'হোম অ্যাডভান্টেজ'-কে সমীহ করলেও বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না। তাঁর সোজা কথা, 'ওরা এগিয়ে থেকে শুরু করবে ঠিকই, কিন্তু আমরা নিজেদের পরিকল্পনা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে বাজিমাত করব আমরাই।'

এই ম্যাচের প্রতিটা বলের দিকে নজর থাকবে চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ভারতের। কারণ অঙ্কটা খুব পরিষ্কার। শাই হোপের ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি আজ প্রোটিয়াদের হারিয়ে দেয়, তবেই ভারতের সেমিফাইনালের আশা সামান্য হলেও বেঁচে থাকবে। আর যদি আইডেন মার্করামরা জিতে যান, তবে ভারতের স্বপ্ন জোরদার ধাক্কা খাবে। তখন ১ মার্চ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালেও রান রেটের এক বিশাল এবং জটিল গেরোয় আটকে পড়বে টিম ইন্ডিয়া। তাই নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয় সমর্থকরা আগামীকাল ক্যারিবিয়ানদের হয়ে গলা ফাটাবেন। একদিকে গায়ের জোর, অন্যদিকে নিখুঁত স্ট্র্যাটেজি- সব মিলিয়ে মোতেরায় আজ এক ঝোড়ো ব্লকবাস্টারের প্রহর গুনছে ক্রিকেটবিশ্ব।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকাল ৩টা, আহমেদাবাদ

ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে
সন্ধ্যা ৭টা, চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

খাদের কিনারায় আজ মরণ-বাঁচন মহারণ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি : চিপকের বাতাসে এখন শুধুই অস্বস্তি আর প্রবল চাপের গন্ধ। ঘামে ভেজা চেন্নাইয়ে এক ঢোঁক জল খেয়ে যখন সুপার এইটের অঙ্ক কষতে বসছে টিম ইন্ডিয়া, তখন খাদের কিনারা থেকে উঁকি মারছে বিদায়ের জুজু। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্রী ভরাডুবির পর বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তাটা এখন রীতিমতো গোলকধাঁধা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে তাই সূর্যকুমার যাদবদের সামনে একটাই রাস্তা খোলা- 'ডু অর ডাই'। পা হড়কালেই সোজা খাদের অতলে তলিয়ে যেতে হবে।

মাথা নীচু করে দেশে ফেরার আতঙ্ক শুধু ভারতের নয়, তাড়া করছে জিম্বাবোয়েকেও। নেট রান রেটের দিকে তাকালে এখন দুই দলেরই চোখে জল আসার জোগাড়! তবে দুই শিবিরের মানসিকতায় আকাশপাতাল তফাত। অস্ট্রেলিয়া বা শ্রীলঙ্কার মতো দলকে হারিয়ে জিম্বাবোয়ে ইতিমধ্যেই দেশে নায়কের সম্মান আদায় করে নিয়েছে। ব্র্যাড ইভান্সের ম্যাট কুহনেম্যানকে রান আউট করা হোক বা কলম্বোয় মহেশ থিকশানাকে মারা ব্রায়ান বেনেটের সেই চোখজুড়োনো কভার ড্রাইভ- জিম্বাবোয়ের ক্রিকেট ইতিহাসে এই মুহূর্তগুলো ইতিমধ্যেই সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছে। তাদের হারানোর কিছু নেই, বরং পাওয়ার আনন্দ অনেক বেশি। ঠিক এখানেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় বিপদ। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে নামা একটা প্রতিপক্ষ সবসময়ই ভয়ংকর।

অন্যদিকে, এই বিশ্বকাপে ভারতের ওপর প্রত্যাশার চাপটা পাহাড়প্রমাণ। ভারত যদি এই টুর্নামেন্টে সব রেকর্ড ভেঙে চুরমারও করে দেয়, কিন্তু ট্রফি জিততে না পারে, তবে তার কোনও দামই থাকবে না দেশের মানুষের কাছে। গত দেড় বছরে যে অভিষেক শর্মার ব্যাটের ঝড়ে বিপক্ষ বোলাররা খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছেন, এই বিশ্বকাপে তিনি চূড়ান্ত ফ্লপ। তাঁর এই টানা অফ-ফর্ম সূর্য ব্রিগেডের পাওয়ার প্লে-র অঙ্কটাই গুলিয়ে দিচ্ছে।

১৯৯৯ বিশ্বকাপে হেনরি ওলোঙ্গার সেই বিধ্বংসী স্পেল আজও ভুলতে পারেনি ভারতীয় সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার চিপকের বাইশ গজে সেই ওলোঙ্গার আধুনিক সংস্করণ হয়ে দেখা দিতে পারেন ৬ ফুট ৯ ইঞ্চির দীর্ঘকায় পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি। তাঁর বিশাল উচ্চতা এবং বল সুইং করানোর ক্ষমতা ভারতীয় টপ অর্ডারের জন্য রীতিমতো আতঙ্কের। তার ওপর জিম্বাবোয়ে শিবিরে রয়েছে তাদিওয়ানাশে মারুমানির মতো বিস্ফোরক ব্যাটার। এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ১৫৭-র ওপর স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে তাঁর নির্ভীক রিভার্স সুইপ বিপক্ষ বোলারদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। উলটোদিক থেকে বেনেটও দারুণ সঙ্গ দিচ্ছেন। অধিনায়ক সিকান্দার রাজা তো বলেই দিয়েছেন, ভারতের বিরুদ্ধে মারুমানিই হতে পারেন ম্যাচের সেরা।

পারে ভারত। জিম্বাবোয়েও কৌশল বদলাচ্ছে। ভারতীয় দলে প্রচুর বাঁহাতি ব্যাটার থাকায় স্পিনার ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে বসিয়ে পেসার রিচার্ড এনগারাভাকে খেলাতে পারে তারা। চোট থাকলেও রাজা যে খেলছেন, তা নিশ্চিত করেছেন রায়ান বার্ল।

চেন্নাইয়ের পিচ নিয়েও এবার এক অদ্ভুত রহস্য তৈরি হয়েছে। চিরকাল স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত চিপক এবার ব্যাটারদের চারণভূমি। আউটফিল্ড নতুন করে তৈরি হওয়ার কারণে স্পিনার বা পেসার- কেউই সেভাবে সুবিধা পাচ্ছেন না। আগামীকাল কালো মাটির পিচে খেলা হবে, যেখানে নিউজিল্যান্ড অনায়াসে ১৮৩ রান তাড়া করে জিতেছিল। ফলে হাইস্কোরিং ম্যাচের সবরকম রসদই মজুত থাকছে।

শেষ ম্যাচে ডেভিড মিলারের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ছন্দ হারিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। বুধবার ঐচ্ছিক অনুশীলনে বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের সঙ্গে নতুন স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছেন বরুণ।

ভারতীয় দলের কম্বিনেশনে আজ বদল অবশ্যম্ভাবী। বাবার অসুস্থতার কারণে বাড়ি ফেরা রিঙ্কু সিংয়ের বুধবার দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। তবে রিঙ্কু না খেললে সঞ্জু স্যামসন দলে ঢুকবেন। ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায় অক্ষর প্যাটেল আসতে পারেন। ফাস্ট বোলারদের জন্য চিপকের বাইশ গজ বধ্যভূমি হয়ে ওঠায়, কুলদীপ যাদবকেও আজ তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে

হেড টু হেড

ম্যাচ-১৩ ভারত-১০ জিম্বাবোয়ে-৩

টি২০ বিশ্বকাপে

ম্যাচ-১ ভারত-১ জিম্বাবোয়ে-০

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেও এই ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা বাড়বে। বুমরাহ বনাম এনগারাভার দ্বৈরথটা হবে সেয়ানে সেয়ানে, কারণ আন্তর্জাতিক টি২০-তে এই দুই বোলারের ঝুলিতেই রয়েছে সর্বোচ্চ ১২টি করে মেডেন ওভার। রাজা আর হার্দিক পান্ডিয়া দুইজনেই আবার ২০০০ রান এবং ১০০ উইকেটের এক অভিজাত ক্লাবের সদস্য। সবচেয়ে বড় কথা, ভারত আর জিম্বাবোয়ে এর আগে ভারতে বসে কখনও টি২০ খেলেনি! সেই ২০০২ সালে শেষবার ভারতের মাটিতে ওয়ান ডে খেলেছিল তারা।

তবে মুশকিল হল, নিজেদের ম্যাচের পাশাপাশি আগামীকাল দুপুরে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের দিকেও চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে হবে গম্ভীরদের। প্রার্থনা করতে হবে প্রোটিয়াদের জয়ের। ঘরের মাঠে বিশ্বজয়ী তকমা ধরে রাখার পথে এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কী বা হতে পারে!

শেষ চারের রাস্তা ভারতের

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানের লজ্জার হার আর অন্যদিকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১০৭ রানের বিধ্বংসী জয়— এই জোড়া ধাক্কায় ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে রীতিমতো ব্যাকফুটে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত। বর্তমানে -৩.৮০০ নেট রান রেট নিয়ে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা সূর্যকুমার যাদবদের সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা এখন পুরোপুরি অঙ্কের ওপর নির্ভরশীল। তবে আশা এখনও শেষ হয়নি।

গ্রুপ ১-এর যা বর্তমান পরিস্থিতি, তাতে শেষ চারে যাওয়ার জন্য মূল লড়াইটা ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যেই। ভারতের সেমিফাইনাল ভাগ্য মূলত চারটি সমীকরণের ওপর দাঁড়িয়ে :

সবচেয়ে সহজ রাস্তা- ভারত যদি তাদের বাকি দুই ম্যাচে (চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ে ও কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ) জেতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও তাদের সব ম্যাচ জেতে (অর্থাৎ ক্যারিবিয়ানদের হারায়), তবে প্রোটিয়ারা গ্রুপ টপার হিসেবে এবং ভারত দ্বিতীয় দল হিসেবে অনায়াসেই শেষ চারে চলে যাবে।

প্রোটিয়াদের পতন- যদি দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বাকি দুটো ম্যাচেই হেরে বসে, আর ভারত দুটোতেই জেতে, তবে রান রেটের জটিলতা ছাড়াই ক্যারিবিয়ানদের সঙ্গে শেষ চারে পা রাখবে টিম ইন্ডিয়া।

গ্রুপ টপার হওয়ার স্বপ্ন- কাগজে-কলমে ভারতের গ্রুপ টপার হওয়ার সুযোগও রয়েছে। তবে তার জন্য ভারতকে নিজেদের সব ম্যাচ জিততে হবে এবং ক্যারিবিয়ানদের হারাতে হবে প্রোটিয়াদের। এতে পয়েন্ট সমান হলেও, ক্যারিবিয়ানদের আকাশছোঁয়া রান রেট (+৫.৩৫০) টপকাতে ভারতকে রীতিমতো অতিমানবিক ব্যবধানে জিততে হবে।

সূচির সুবিধা- ভারতের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হল টুর্নামেন্টের সূচি। আগামী ১ মার্চ কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নামার আগেই দিল্লির মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবোয়ে ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। ফলে শেষ চারে ওঠার জন্য ঠিক কতটা রান রেট দরকার, সেই নিখুঁত হিসেব মাথায় নিয়েই মাঠে নামার সুযোগ পাবে স্কাই-ব্রিগেড।

আপাতত ভারতের সামনে একটাই মন্ত্র- পরের দুটো 'মাস্ট উইন' ম্যাচ যেভাবেই হোক পকেটে পোরা। কারণ এই পর্যায়ে সামান্য একটা ভুলও গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সেমিফাইনালের অঙ্কে চিপকে বদলের ইঙ্গিত

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

প্রথম একাদশে সুযোগ মিলতে পারে। নিজেকে তৈরি রাখছেন সঞ্জু স্যামসন।

চেন্নাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মেরিনা বিচের ফুরফুরে হাওয়াতেও ভারতীয় ড্রেসিংরুমের গুমোট ভাবটা বিন্দুমাত্র কাটছে না। আক্ষরিক অর্থেই এখন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে সূর্যকুমার যাদবরা। টি২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের টিকিট পেতে গেলে শুধু ম্যাচ জিতলেই হবে না, রান রেটের জটিল অঙ্কেও বাজিমাত করতে হবে। সঙ্গে করতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হারের প্রার্থনা! আর এই সাঁড়াশি চাপের মধ্যেই চিপকে ভারতের সামনে এবার 'জায়েন্ট কিলার' জিম্বাবোয়ে।

বুধবার চিপকের প্রেস কনফারেন্স রুমে বসে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের গলায় সেই চাপের রেশ স্পষ্ট। তবে তিনি এটাও বুঝিয়ে দিলেন, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, নেতিবাচক মানসিকতার কোনও জায়গা নেই।

জিম্বাবোয়ে এবার টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চমক। অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কার মতো হেভিওয়েটদের মাটিতে নামিয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, সিকান্দার রাজার দল কাউকে রেয়াত করবে না। কোটাকও অকপটে মানছেন, 'জিম্বাবোয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে, শ্রীলঙ্কাকেও। কাল হয়তো আমাদের অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেই খেলতে হত! তবে প্রতিপক্ষ কে, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

তবে বিপক্ষকে নিয়ে অহেতুক মাতামাতি না করে ভারত এখন নিজেদের ভুলত্রুটি মেরামতে বেশি ব্যস্ত। আর সেই মেরামতির ব্লু-প্রিন্টে সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত- টপ অর্ডারে রদবদল। দলের বর্তমান দুই ওপেনার এবং তিন নম্বর ব্যাটার বাঁহাতি। ফলে বিপক্ষ সহজেই অফস্পিনার লেলিয়ে ফায়দা তুলছে। এই 'ডান-বাম' ছক মেলাতেই এবার প্রথম একাদশে সঞ্জু বা অক্ষর প্যাটেলদের ফেরানোর জোরালো জল্পনা তৈরি হয়েছে। নেটে শুরুতে সঞ্জুর দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং সেই জল্পনাতেই ঘৃতাহুতি দিচ্ছে।

অন্যদিকে, অসুস্থতা সারিয়ে ফেরার পর থেকে চেনা ছন্দে নেই অভিষেক শর্মা। তবে তরুণ ওপেনারের পাশেই দাঁড়াচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। কোটাকের সাফ কথা, 'একটা-দুটো ম্যাচ খারাপ যেতেই পারে। তবে গত দুই বছর ধরে ও যে মাপের বিস্ফোরক ইনিংস খেলছে, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। আমার বিশ্বাস, কয়েকটা শট ঠিকঠাক কানেক্ট হলেই পুরোনো অভিষেককে দেখতে পাবেন।' নেটে অভিষেকের শুরুতে বোলিং করা নিয়ে জল্পনাও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি স্বস্তির খবর, বাবার অসুস্থতার কারণে বাড়ি ফেরা রিঙ্কু সিং আজই দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

চিপকের মন্থর কালো মাটির পিচ নিয়ে বরাবরই একটা জুজু রয়েছে। কিন্তু কোটাক পিচকে ঢাল করতে নারাজ। তাঁর মতে, মন্থর উইকেটে সব দলেরই সমস্যা হয়। তাই পিচকে দোষ না দিয়ে শুরু থেকেই ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে পাওয়ার প্লে-র ফায়দা তুলতে হবে।

সোজা কথায়, এখন থেকে ভারতের কাছে প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল। আর চেন্নাইয়ের এই ভ্যাপসা গরমে, অঙ্কের কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে, টিম ইন্ডিয়াকে যে নিজেদের সেরাটাই নিংড়ে দিতে হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিদায় শ্রীলঙ্কার

নিউজিল্যান্ড- ১৬৮/৭
শ্রীলঙ্কা- ১০৭/৮

কলম্বো, ২৫ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় শ্রীলঙ্কার। আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে স্পিন ফাঁদ তৈরি করে তাতে নিজেরাই দমবন্ধ হয়ে মরল। ১৬৯ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে শ্রীলঙ্কা আটকে যায় ১০৭/৮ স্কোরে। তাদের দুর্দশার প্রধান কারিগর নিউজিল্যান্ডের অনিয়মিত স্পিনার রাচিন রবীন্দ্র (২৭/৪)। ৩ ওভারের মধ্যে পেসার ম্যাট হেনরির (৩/২) জোড়া শিকারের পর ঘূর্ণিতে ম্যাচে ফেরার পথ হারায় দ্বীপরাষ্ট্র। রাচিনকে সঙ্গ দেন আরও তিন স্পিনার- মিচেল স্যান্টনার (১৯/১), গ্লেন ফিলিপস (২১/১) ও ইশ সোধি (১৩/০)।

শুকনো পিচে মহেশ থিকশানা (৩০/৩), দুষ্মন্ত চামিরাদের (৩৮/৩) সামনে সমস্যায় পড়েছিল কিউয়ি ব্যাটাররাও। রাচিনের (৩২) লড়াইয়ের পরও ৮৪/৬ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। সেখান থেকেই কোল ম্যাককোনচিকে (২৩ বলে অপরাজিত ৩১) নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন স্যান্টনার (২৬ বলে ৪৭)। সপ্তম উইকেটে তাঁদের ৮৪ রানের জুটি নিউজিল্যান্ডকে ৭ উইকেটে ১৬৮-তে পৌঁছে দিয়েছিল।

সেমিফাইনালে থাকবে না এশিয়ার প্রতিনিধি?

সম্ভাবনা বাড়ছে ৫১ বছর পুরোনো লজ্জা ফেরতের

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : ৫১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার! টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হয়তো দেখা যাবে না এশিয়ার কোনও দলকেই। ইংল্যান্ডের কাছে পাকিস্তানের হারের পর বুধবার নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা। যা উসকে দিয়েছে এশিয়ার কোনও প্রতিনিধি ছাড়াই সেমিফাইনালের লাইন আপ তৈরির।

১৯৭৫ সালের উদ্বোধনী বিশ্বকাপের পর আইসিসি-র কোনও সাদা বলের টুর্নামেন্টে (২০০৬ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বাদে) এমনটা কখনও ঘটেনি, যেখানে শেষ চারে এশিয়ার কোনও প্রতিনিধি নেই। কিন্তু এবারের সুপার এইট পর্বে এশীয় শক্তিগুলির দশা রীতিমতো করুণ।

গ্রুপ-২ থেকে ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেলেছে ইংল্যান্ড। বুধবার নিউজিল্যান্ডের জয়ে সরু সুতোয় ঝুলছে পাকিস্তানের ভাগ্য। অন্যদিকে, গ্রুপ-১-এও খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে জঘন্য হারের পর সূর্যকুমার যাদবদের সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে জিম্বাবোয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুধু জিতলেই চলবে না, রান রেটের দিকেও নজর রাখতে হবে। একদিকে ভারত, অন্যদিকে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা-উপমহাদেশের তিন মহাশক্তির এমন হতশ্রী দশা এর আগে কবে দেখা গিয়েছে, তা মনে করতে পারছেন না ক্রিকেট পণ্ডিতরাও। সব মিলিয়ে, ৫১ বছর পুরোনো লজ্জার রেকর্ডের প্রহর গুনছে এশিয়া!

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং বিপর্যয় দেখে মুখ ঢাকলেন অধিনায়ক দাসুন শনাকা।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের মাঝেও কি এই হাসি ধরে রাখতে পারবেন অভিষেক শর্মা? অনুরাগীদের কাছে এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অভিষেককে ডুপ্লেসির টোটকা : কান বন্ধ!

আহমেদাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি : আধুনিক টি২০ ক্রিকেট এখন আর শুধু বাইশ গজের বাউন্ডারিতে আটকে নেই, আসল খেলাটা চলে ল্যাপটপের ডেটা অ্যানালিসিসে। আর ঠিক এই চক্রব্যূহেই আপাতত আটকে গিয়েছেন অভিষেক শর্মা। চলতি টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম চার ম্যাচে তাঁর রান মাত্র ১৫, সঙ্গে টানা তিনটে ডাক! আইপিএলের সেই আগুনে ফর্ম যেন আচমকাই উধাও। কারণটা খুব পরিষ্কার- বিপক্ষ দল তাঁর শক্তি আর দুর্বলতা, দুই-ই মেপে ফেলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা দক্ষিণ আফ্রিকা- প্রতিটা ম্যাচেই একই ফাঁদে পা দিয়েছেন এই তরুণ তুর্কি।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি এই সমস্যার নিখুঁত ময়নাতদন্ত করেছেন। তাঁর মতে, অফ সাইডে অভিষেকের বিধ্বংসী রূপ দুনিয়া জানে। তাই বোলাররা ডিপ পয়েন্ট আর ডিপ কভারে ফিল্ডার রেখে ফাঁদ পাতছেন। সঙ্গে জুড়ছেন মায়াবী স্লোয়ার। অভিষেকের মতো সুন্দর ও লম্বা ব্যাকলিফটের ব্যাটারদের বোকা বানাতে গতি কমিয়ে দেওয়াই এখন বিপক্ষের মোক্ষম অস্ত্র।

ডুপ্লেসির সোজা সাপটা দাওয়াই, 'মাঠে নেমে আগে বিপক্ষের পরিকল্পনাটা বোঝো।' সব বল কভারের ওপর দিয়ে গ্যালারিতে ফেলার দরকার নেই। বাউন্ডারিতে ফিল্ডার থাকলে মাটিতে বল রেখে সিঙ্গলস নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করাটা বুদ্ধির কাজ। আর স্লোয়ারের ক্ষেত্রে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে পেস তৈরি করা, অথবা ব্যাকফুটে গিয়ে বলের জন্য অপেক্ষা করাটা জরুরি।

তবে টেকনিকের চেয়েও ফাফ বেশি জোর দিচ্ছেন মানসিকতায়। গত কয়েক বছর ধরে বোলারদের শাসন করা অভিষেককে তাঁর পরামর্শ, 'চারপাশ থেকে এখন হাজারো মত ভেসে আসবে। বিনা পয়সায় ৫০ জন কোচ ৫০ রকম জ্ঞান দেবে। কিন্তু বাইরের এই সমস্ত কোলাহল থেকে নিজের কান বন্ধ রাখো।' ডুপ্লেসি মনে করেন, অভিষেক আধুনিক প্রজন্মের নির্ভীক ক্রিকেটার, যাঁর ডিফেন্স নিয়ে অহেতুক ঘাম ঝরানোর দরকার নেই। বাইরের সমালোচনাকে বাউন্ডারির বাইরে ফেলে নিজের শক্তির ওপর ভরসা রাখলেই, এই বিশ্বকাপেই অভিষেকের ব্যাট থেকে একটা অবিশ্বাস্য ও ম্যাচ জেতানো ইনিংস আসতে চলেছে বলে শতভাগ নিশ্চিত ফাফ।

জয়ী ইউনাইটেড ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে বুধবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ৩৮ রানে হারিয়েছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবকে। টসে জিতে ইউনাইটেড ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। শিবম প্রসাদ ৪৪ ও রোহিত দাস ৪২ রান করেন। সপ্তর্ষি নাগ ৫০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে মিলনপল্লি ৩৮.২ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়। সুদীপ সিংহ ৩৪ রান করেন। আশিক রায় ২৭ রানে ও ম্যাচের সেরা রোহিত ১৯ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রোহিত দাস।

জিতল সংহতি

কোচবিহার, ২৫ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার সংহতি ক্লাব ৩০ রানে হারিয়েছে কোচবিহার টাউন ক্লাবকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে সংহতি ৩৯ ওভারে ৯ উইকেটে ২১১ রান তোলে। প্রীতম দাসের সংগ্রহ ৫৩ রান। কুণাল বর্মন ২৪ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে টাউন ৩৭.৫ ওভারে ১৮১ রানে অল আউট হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা মোস্তাকিন তরফদার

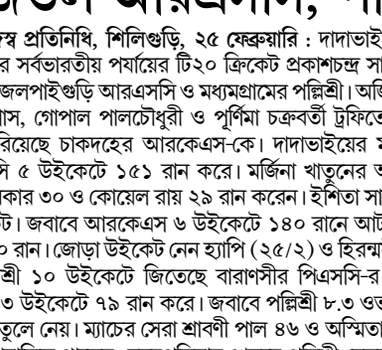

- কে 01.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 8 3 A 52999 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষকে কোটিপতি হতে সাহায্য করেছে এবং বিজয়ীদের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ডিয়ার লটারিই একমাত্র বাণিজ্য যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ কোটি টাকা জেতার চেষ্টা করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন পল্লিশ্রীর শ্রাবণী পাল।

জিতল আরএসসি, পল্লিশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপে বুধবার জিতেছে জলপাইগুড়ি আরএসসি ও মধ্যমগ্রামের পল্লিশ্রী। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফিতে আরএসসি ১১ রানে হারিয়েছে চাকদহের আরকেএস-কে। দাদাভাইয়ের মাঠে টসে জিতে আরএসসি ৫ উইকেটে ১৫১ রান করে। মর্জিনা খাতুনের অবদান ৫৮ রান। হ্যাপি সরকার ৩০ ও কোয়েল রায় ২৯ রান করেন। ইশিতা সাহা ২৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আরকেএস ৬ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। ইশিতা করেন ৫০ রান। জোড়া উইকেট নেন হ্যাপি (২৫/২) ও হিরন্ময়ী রায় (৩৭/২)।

পল্লিশ্রী ১০ উইকেটে জিতেছে বারাণসীর পিএসসি-র বিরুদ্ধে। প্রথমে পিএসসি ৩ উইকেটে ৭৯ রান করে। জবাবে পল্লিশ্রী ৮.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৮০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শ্রাবণী পাল ৪৬ ও অস্মিতা চট্টোপাধ্যায় ২২ রানে অপরাজিত থাকেন। বৃহস্পতিবার খেলবে পল্লিশ্রী-বেলুড়ের শ্রীগুরু সংঘ ও হাওড়ার এলআরএস-আরএসসি।

উত্তরের খেলা

ভলিবল লিগ শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ৮ দলীয় ভলিবল লিগ বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ৫ নম্বর গেটে শুরু হবে। ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, ৮টি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ-'এ'-তে রাখা হয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব, জিটিএসসি ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। গ্রুপ-'বি'-তে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, স্বস্তিকা যুবক সংঘ, এনআরআই ও বিবেকানন্দ ক্লাব খেলবে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে অসিত রায় ট্রফি। রানার্সদের জন্য থাকছে জয়শ্রী গুপ্তা ট্রফি। ফেয়ার প্লে-র জন্য শান্তিরঞ্জন সাহা ট্রফি দেওয়া হবে। প্রতিটি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় পাবেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের জন্য বিজয় ভৌমিক ট্রফি থাকছে। আগামীকাল ছয়টি খেলা রাখা হয়েছে।

তোমার স্মৃতি হোক আমাদের প্রেরণা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ংভূত্বা ভবিতা বান ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

ঁহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়
আবির্ভাব ঃ ৩১ শে জানুয়ারী ১৯২৫
তিরোধান ঃ ২৬ শে ফেব্রুয়ারী- ২০০৭

সুগভীর শ্রদ্ধাসহ
আত্মীয়স্বজনাদি, বন্ধুবর্গ, শুভাকাঙ্খী এবং সকল সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

DHUPGURI COLD STORAGE PVT. LTD.
Dhupguri, Jalpaiguri